REGD. No : WB/MSD-2

ANEEK ● ANTI-SOCIAL-IMPERIALISM SPECIAL ISSUE

Regd.No.R.N.12026/65

10th year 12th issue & 11th year 1st issue : Joint Issue.

পরবর্তী সংখ্যা

পয়লা আগষ্ট '৭৪ প্রকাশিত হবে

★ এই সংখ্যার সম্ভাব্য সূচী ★

● ভারতীয় কৃষি : পুঁজিবাদী, না প্রাক-পুঁজিবাদী ?
  : খাতীব আন্সারী (প্রবন্ধ)

● প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে
  : প্রবন্ধ

● সোভিয়েতের বৈদেশিক বানিজ্য
  : প্রবন্ধ

● সিপিআইএম-এর চীন-বিরোধিতার স্বরূপ
  : প্রবন্ধ

● ঘটনাপ্রবাহ (রাজনৈতিক পর্যালোচনা)

● গল্প ● কবিতা

এবং তৎসহ

● বরফের ঘূর্ণিঝড়ে বসন্ত আসে (ধারাবাহিক উপন্যাস)

★ দাম : ১·৩০ টাকা ★

JUNE-JULY:1974 ● PRICE:RUPEES 3·00 ONLY

WHOLESALE PRICE (For more than 100 Copies) : 2·00

সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংখ্যা জুন-জুলাই : ১৯৭৪ ॥ দাম : তিন টাকা

অনীক

সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংখ্যা

জুন-জুলাই : ১৯৭৪ ॥ দাম : তিন টাকা

● বর্তমান সোভিয়েত দেশ কি সমাজতান্ত্রিক ?
● সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শগত পটভূমিকা
● সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি
● সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক অভিব্যক্তি
● সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি
● সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ
● ভারত ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ
● সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কবিতাগুচ্ছ
● সাম্প্রতিক রেল-ধর্মঘট প্রসঙ্গে
● কাশ্মীর প্রসংগে 'কে জল ঘোলা করছে ?'

এবং তৎসহ

● **ক্রুশ্চভের ভুয়া সাম্যবাদ এবং দুনিয়ার কাছে তার শিক্ষা**
(চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির মতাদর্শগত দলিল)

সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংখ্যা

জুন-জুলাই : ১৯৭৪ ॥ দাম : তিন টাকা

সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাসিক পত্রিকা

সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিশেষ সংখ্যা

১০ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা ও ১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ॥ জুন-জুলাই ঃ ১৯৭৪

সূচীপত্র

● **প্রবন্ধ / আলোচনা**

● **কবিতা**

● **বিশেষ ক্রোড়পত্র**

অনীক ● ১, কুলদা রায় লেন ● পোঃ খাগড়া ● মুর্শিদাবাদ জেলা

দীপংকর চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং তৎকর্তৃক সুপা প্রিণ্ট অ্যাণ্ড পাবলিসিটি (পোঃ খাগড়া) থেকে মুদ্রিত।

★ দাম ঃ তিন টাকা ★

কেন এই বিশেষ সংখ্যা ?

'অনীক'-এর বর্তমান সংখ্যাটি সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা মনে করি, এই বিশেষ সংখ্যার দরকার ছিলো। এবং সে-সম্পর্কে প্রথমেই আমরা পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের অবহিত করাতে চাই।

সাম্রাজ্যবাদ আজকের দুনিয়ার প্রতিটি দেশের মেহনতী ও নিপীড়িত জনতার সামনে একটি প্রধান বিপদ। নিজেদের অশ্রু ঘাম-রক্ত দিয়ে দুনিয়ার জনগণ সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে দিকে দিকে প্রতিরোধের ব্যারিকেড গড়ে তুলেছেন। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত 'সাম্রাজ্যবাদ' বলতে তারা মুখোশ-খুলে-যাওয়া পুরোণো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-গুলিকেই, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার প্রধানতম ও বৃহত্তম শক্তি মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকেই, বুঝে থাকেন। অথচ স্তালিনোত্তর যুগের সোভিয়েত ইউনিয়নের আধুনিক সংশোধনবাদী শাসকচক্র যে সেদেশে সর্বহারা এক-নায়কত্বকে উৎখাত কোরে বুর্জোয়া একনায়কত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে, সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি ধ্বংস কোরে দিয়ে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি মুখে সমাজতান্ত্রিক ও কার্যতঃ সাম্রাজ্যবাদী দেশে, অর্থাৎ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত করেছে—এ সত্য এখনও পর্যন্ত অনেকের কাছেই পুরোপুরি ধরা পড়ে নি। দুনিয়ার দু'টি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্যতম মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের মতো অপর বৃহৎ শক্তি সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদও যে আজ দুনিয়ার জনগণের অন্যতম প্রধান শত্রু হয়ে উঠেছে, এ সত্য বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কিছু পরিমাণে ধরা পড়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা সুস্পষ্ট উপলব্ধির পর্যায়ে পোঁছোয় নি।

অথচ সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদই আজ দুনিয়ার জনগণের অধিকতর বিপজ্জনক ও প্রতারণামূলক শত্রু—কেননা তার চেহারাটা 'সমাজতন্ত্রের' আবরণে ঢাকা, কেননা দুনিয়ার দেশে দেশে 'কমিউনিষ্ট পার্টির' সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে এবং জনগণের রক্তে-রাঙা লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে আধুনিক সংশোধনবাদী

পার্টিগুলি সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দালালী কোরে যাচ্ছে। বিশেষতঃ আজ যখন আমাদের ষাট কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষ এই সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম প্রধান শিকার ও মৃগয়াভূমি হয়ে উঠেছে, তখন একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক পত্রিকা হিসেবে আমাদের ওপর দায়িত্ব এসে পড়ে—এই সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ জনগণের সামনে তুলে ধরার।

সে চেষ্টাই আমরা করেছি। স্বভাবতঃই এ প্রচেষ্টার মধ্যে অনেক ভুল-ত্রুটি-দুর্বলতা রয়ে যাবার সম্ভাবনা। পাঠকবন্ধুদের আন্তরিক ও তথ্যনিষ্ঠ সমালোচনাই যে আমাদের সে সব ভুল-ত্রুটি শুধরে দেবে—একথা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি॥

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঐক্যের সমস্যা

এটা খুবই আশার কথা যে, সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে, বিপ্লবী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার বিভিন্ন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে এবং এগিয়ে চলেছে। গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে এবং রাজনৈতিক রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন গড়ে উঠছে, সাংস্কৃতিক কর্মীরা ও শিল্পী-সাহিত্যিকরা বিভিন্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, ভারত-চীন মৈত্রীর দাবীর ভিত্তিতে সাংগঠনিক প্রচেষ্টা চলছে। শাসকশ্রেণীর শোষণ ও নিপীড়ন যখন সমস্ত পুর্বতন রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে, সামান্যতম গণতান্ত্রিক অধিকারেরও যখন আর স্বীকৃতি মিলছে না, ফ্যাসিবাদী কায়দায় জনতার সমস্ত ন্যায়সঙ্গত বিক্ষোভ ও আন্দোলনকে যখন পিষে মারার চেষ্টা চলছে—তখন ঠিক এটাই দরকার ছিলো। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মেহনতী মানুষের ব্যাপকতম যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার অবশ্য প্রয়োজনীয় দায়িত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে এই সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, এবং এই দায়িত্ব পালন করার জন্য সমস্ত বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষকেই আজ এগিয়ে আসতে হবে।

কিন্তু তাই বলে এই সব গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলবার পথে যে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, যেগুলো আন্দোলন গড়ে উঠবার পর্যায়েই বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, সেগুলোকে এড়িয়ে যাবারও কোনো কারণ নেই। বস্তুতঃ

এড়িয়ে যাওয়াটা ভুল হবে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতিই তাতে ব্যাহত হবে। তাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের দায়িত্ব বলিষ্ঠভাবে এই সব সমস্যার সম্মুখীন হওয়া এবং সেগুলির সমাধানের চেষ্টা করা।

এরকমই একটা সমস্যা হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঐক্যের সমস্যা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নানারকম ভিন্নতা সত্বেও বিভিন্ন মতাবলম্বী বামপন্থী কর্মীরা বিভিন্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন বটে, কিন্তু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর তারা সবসময়ে যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করছেন না, এবং তার বিপজ্জনক ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, আদর্শের চেয়ে উপদলীয় কোন্দল বেশি প্রাধান্য পেয়ে যাচ্ছে, ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচী গড়ে তোলার বদলে নিজের নিজের পার্টি বা রাজনৈতিক বক্তব্যকে স্থান-কাল বিচার না কোরে যেন-তেন প্রকারেণ ঢুকিয়ে দেবার বিপজ্জনক প্রবণতাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। নীতি বিসর্জন দিয়ে ঐক্য গড়ে তোলার প্রশ্ন যেমন উঠতে পারে না, ঠিক তেমনি ফ্যাসিব্যাদের বিরুদ্ধে ন্যূনতম কর্মসূচীভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে ব্যাপক জনতার চেতনার চেতনার বর্তমান স্তরকে এক লাফে ডিঙিয়ে গিয়ে কর্মসূচী তৈরী করার ওপর জোর দেবার চেষ্টাও চলতে পারে না। বস্তুতঃ কোনো পার্টি বা গ্রুপের প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত সংগঠন এবং কর্মসূচীভিত্তিক ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণ-সংগঠন যে কখনও এক নয়, এক হতে পারে না—এই বস্তুবাদী সত্যটিকেই অনেকে গুলিয়ে ফেলছেন, এবং এভাবে সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ব্যাপক ঐক্যের কর্মসূচীকেই বিঘ্নিত করছেন। বন্দীমুক্তির ও অন্যান্য দাবীতে সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক বন্দীরা যখন জেলে অনশন করছিলেন এবং গণতান্ত্রিক কর্মীরা তার সমর্থনে বাইরে অভিনন্দনযোগ্য আন্দোলন গড়ে তুলছিলেন, তখন সিপিএম ও তার প্রভাবিত দলগুলি এধরণের দলবাজীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। গত মে-দিবসে কলকাতায় বামপন্থী সাংস্কৃতিক কর্মীদের আয়োজিত মিছিলে এ ধরণের 'বাম' সংকীর্ণতাবাদী মনোভাবের পরিচয় মিলেছে, অন্যান্য বহুক্ষেত্রেও মিলছে। এর কোনোটাই সমর্থনযোগ্য নয়।

আজকে আমরা গণতান্ত্রিক কর্মীরা যদি সত্যি সত্যিই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই, তবে এ ধরণের সমস্ত ঐক্য-বিরোধী প্রবণতার বিরুদ্ধে আমদের সচেতন থাকতে হবে। অসচেতনভাবে এই ভুলের

শিকার যারা হচ্ছেন, তাদের যেমন বুঝিয়ে ভুল শুধরে দেবার চেষ্টা চালাতে হবে, ঠিক তেমনি ভুল পথের সচেতন যাত্রীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালাতে হবে। সমস্ত ভুল দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই কেবল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাপক ঐক্য আরও বিস্তৃত ও মজবুত হয়ে উঠতে পারে॥

অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা

● আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার খবরে জানা গেলো, সর্বভারতীয় ভারত-চীন মৈত্রী সমিতির সভাপতি পণ্ডিত সুন্দরলালের সঙ্গে আলোচনাক্রমে পশ্চিমবঙ্গেও ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি গড়ে তোলার উদ্যোগ চলছে। শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডলকে আহ্বায়ক কোরে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে। ভারত ও চীনের জনগণের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার মুল দাবীকে ভিত্তি কোরে গঠিত এই প্রস্তুতি কমিটিতে দল মত-নির্বিশেষে বিভিন্ন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। প্রস্তুতি কমিটি আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন জেলায় সংগঠন গড়ে তোলার এবং কলকাতায় একটি রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

● গত ১৭ই মে থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে রাজনৈতিক বন্দীরা বন্দী-মুক্তি. রাজনৈতিক স্বীকৃতি, বই-পত্র পড়ার ও চিকিৎসার সুযোগ প্রভৃতি দাবীতে যে লাগাতার অনশন শুরু করেছিলেন, কিছু দাবী গৃহীত হওয়ায় এবং জেলের বাইরের ব্যাপক জনগণের অনুরোধ গত ১৪ই জুন তাঁরা অনশন প্রত্যাহার কোরে নেন। দাবীর সমর্থনে তাঁদের মা-বোন-স্ত্রীরাও গত ২৯শে মে থেকে পালাক্রমে অনশন করেছিলেন, এবং গত ১১ই জুন কলকাতায় একটি গণতান্ত্রিক কনভেনশন সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। বন্দীদের সমর্থনে জেলের বাইরে ব্যাপক গণতান্ত্রিক মানুষের অভিনন্দনযোগ্য আন্দোলন গড়ে উঠলেও, একথা স্বীকার করতেই হবে, যে বন্দীমুক্তির এই আন্দোলন আরও বেশি ব্যাপক ও সক্রিয় হয়ে ওঠার দরকার ছিলো। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, সিপিএম প্রভৃতি যে কয়েকটি বেশ কিছুদিন ধরে বন্দীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলো, তারা পর্যন্ত অনশনরত বন্দীদের সমর্থনে প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে, রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে এবং ১১ই জুনের কনভেনশনে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলো।

● সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিকরাও বন্দীমুক্তির দাবীতে এগিয়ে এসেছেন। গত ১৭ই জুন কলকাতায় তাঁরা একটা মিছিল করেন। ভবিষ্যতে তাঁরা এ ব্যাপারে আরও কর্মসূচী গ্রহণ করবেন।

● গত ৫ই মে গণতান্ত্রিক অধিকার ও বন্দীমুক্তির দাবীতে মুর্শিদাবাদ জেলা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির ডাকে বহরমপুরে একটি কনভেনশন, ২৬শে মে মেদিনীপুর জেলার দাশপুরে একই দাবীতে একটি জনসভা এবং ১৬ই জুন ভারত-চীন মৈত্রীর দাবীতে খিদিরপুর আঞ্চলিক কমিটির ডাকে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কাশ্মীর প্রসংগে
কে "ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছে" ?

নয়া চীন সংবাদ প্রতিষ্ঠান/মে ১৯, ১৯৭৪

গত ১২ই মে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর সম্মানার্থে আয়োজিত এক ভোজসভায় চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী তেং শিয়াও-পিং বলেছিলেন, চীন সরকার ও জনগণ আগের মতোই "কাশ্মীরের জনগণকে তাঁদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য সংগ্রামে দৃঢ় সমর্থন জানাচ্ছে।" তেং শিয়াও-পিং আসলে কাশ্মীর সম্পর্কে চীনের নীতিভিত্তিক অপরিবর্তিত অবস্থানকেই তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু এতেই খেপে গিয়ে সোভিয়েত সংশোধনবাদী শাসকচক্র চীন-বিরোধী কুৎসার আর এক কিস্তি বন্যা বইয়ে দিয়েছে। ১৪ই মে তাস সংস্থার মাধ্যমে তারা তেং শিয়াও-পিঙের বক্তব্যকে "ভারত ও পাকিস্তানের একান্তই নিজস্ব ব্যাপারে স্থূল হস্তক্ষেপ" বলে বর্ণনা করেছে, এবং অভিযোগ তুলেছে ঃ "ঘোলা জলে মাছ ধরবার উদ্দেশ্যে" কাশ্মীর নিয়ে "পিকিং সুপরি-কল্পিতভাবে উস্কানিমূলক এক ঘৃণ্য প্রচার চালাচ্ছে।"

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ চিরস্থায়ী কোরে রাখার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ১৯৪৭ সালে ভারতকে ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত করার সময় কাশ্মীর প্রশ্নকে একটি সমস্যা হিসেবে রেখে গিয়েছিলো। চীন প্রথম থেকেই বলে আসছে যে, কাশ্মীরের জনগণের ইচ্ছে অনুসারে ভারত ও পাকিস্তানের শান্তিপুর্ণ আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা উচিত। চীনের এই অবস্থান পাকিস্তানের সরকার ও জনগণের সমর্থন তো পেয়েইছে, এমন কি ভারত সরকারের পুর্বতন অবস্থানের সঙ্গেও তা সঙ্গতিপুর্ণ। ১৯৫৩ সালে ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় এই মর্মে একটি চুক্তি করেন যে, কাশ্মীর সমস্যার "সমাধান হওয়া উচিত কাশ্মীরের জনগণের ইচ্ছে অনুসারে।" ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তার আগেও বার বার কাশ্মীরের জনগণকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘেও কাশ্মীরের জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে অনেক প্রস্তাব গৃহীত

হয়েছে, এবং ভারত সরকার যে সব প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন।
বস্তুতঃ সোভিয়েত সরকারেরও অতীতে এই অবস্থানই ছিলো। ভারত বিভক্ত হবার সময় থেকে পঞ্চাশের দশকের প্রথম পর্যন্ত সোভিয়েত সরকার বহুবার কাশ্মীর প্রশ্নকে কেন্দ্র কোরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ বাঁধাবার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরোধিতা করেছে, এবং কাশ্মীরের জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকারকে সমর্থন করেছে। ১৯৫২ সালে জানুয়ারীতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত প্রতিনিধি বলেছিলেন, "সোভিয়েত সরকার মনে করে যে, কাশ্মীরের জনগণ বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়া কাশ্মীরের রাজনৈতিক অবস্থা নির্ধারণ করতে পারলেই কেবল কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হতে পারে।"
অতীতে সোভিয়েত সরকার নিজেই কাশ্মীরের জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমর্থন কোরে এখন আবার কেন চীনের বিরুদ্ধে "স্থূল হস্তক্ষেপ" এবং "ঘোলা জলে মাছ ধরবার চেষ্টা" বলে চীনকে নিন্দা করছে? উত্তরটা খুবই সহজ: ইতিমধ্যে সংশোধনবাদীরা সোভিয়েত দেশে ক্ষমতা দখল করেছে, এবং এই সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত সরকারের পূর্বতন সঠিক অবস্থানকে পুরোপুরি বর্জন করেছে। ১৯৫৫ সালের পর থেকে ক্রুশ্চভ, ব্রেজনেভ ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা একাধিকবার প্রকাশ্যে বলেছে, "কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ", "সমগ্র কাশ্মীরটাই ভারতের।" তারা এমন কি "কাশ্মীর নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না" বলে দাবী করেছে, এবং এভাবে কাশ্মীরের জনগণের স্ব-নির্বাচিত উচ্চতম বিচারক হিসেবে নিজেদের খাড়া করেছে।
মাত্র দু'বছর আগেই কিন্তু এই সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা "জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতির" ধুয়া তুলে গায়ের জোরে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার যুদ্ধে উস্কানি দিয়েছে, এবং এর সুযোগ নিয়ে চট্টগ্রামে নৌবাহিনী পাঠিয়ে কার্যতঃ তাকে একটি সোভিয়েত নৌ-ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। অথচ এখন তারা নির্লজ্জের মতো কাশ্মীরের জনগণের আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে। আসলে "আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার'কে তারা পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার সময় স্বীকৃতি দিয়েছিলো দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ ও সম্প্রসারণকে ঢেকে রাখার আবরণ হিসেবে ব্যবহারের জন্য। আর আজ তারা কাশ্মীরের ক্ষেত্রে এই অধিকারকে অস্বীকার করছে কাশ্মীর প্রশ্নকে আরও জটিল কোরে তুলে একে নিয়ে ভারত-পাকিস্তান বিবাদকে জিইয়ে রাখার জন্য এবং এই বিবাদকে তাদের সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও সম্প্রসারণের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য।
বাস্তব তথ্য একথাই প্রমাণ কোরে দিচ্ছে যে, চীন নয়, সোভিয়েত শাসকচক্রই কাশ্মীরকে নিয়ে "জল ঘোলা কোরে মাছ ধরতে চাইছে।"*

---

* ঈষৎ সংক্ষেপিত—অনুবাদক

ওরা ভুলে গেছে

অভীক গঙ্গোপাধ্যায়

বার বার কান্না ঘাম ঠোঁটের রক্ত মুছে
উজ্জ্বল আকাশে বাড়ানো হাত স্থির চঞ্চল মানুষের বুকে
মুক্তির উষ্ণ জমিন ছিলো সোভিয়েত।

জারের উদ্ধত মূর্তি ভেঙে খান্ খান্ ছিলো পথের ধুলোয়
শত্রুর ঘৃণিত হাত দানবীয় চক্‌চকে দাঁত ছিলো গল্প-কথা
ইতিহাসের পুরোণো পাপের মতো লুপ্ত ছিলো অত্যাচার
সে দেশের বুকে খেলে যেতো মুক্তির হাওয়া গোলাভরা খাদ্যশস্য
মানুষের বুক জুড়ে হৃদয়ের গভীরতম প্রান্তে ছিলো
লেনিনের প্রাজ্ঞ কণ্ঠস্বর, স্তালিনের সাহসী মুখের ছবি
মৃত্যুর হতাশার অন্ধকার সীমানায় জ্বল্‌জ্বলে নির্ভীক আলো ছিলো সোভিয়েত
মাটিতে মুক্তির ফুল, পঙ্গপালহীন শস্যক্ষেত, শোষণহীন শ্রম গড়া খামার।

লেনিন নামের সেই দীপ্ত আলো নিভে গেলো
খুন হলো যোশেফ স্তালিন
গলে-পড়া পচা দেহ বিকলাঙ্গ বিশ্বাসঘাতক গোপনে জমাট বাঁধলো অন্ধকারে
শান দিলো তার ষড়যন্ত্রের ছুরিতে
তারপর.........

তারপর পার হয় গ্রীষ্ম শীত রাশিয়ায়
বরফের সাদায় ফের কিলবিল করে মানুষের আজন্ম শত্রু আহত বিশ্বাসঘাতক
যাদুঘর থেকে নোতুন মুখোশ এঁটে ছেড়ে-যাওয়া সিংহাসনের ধুলো মুছে
ফিরে আসে পুরোণো জারেরা—বুকে আঁটে সমাজতন্ত্রের লেবেল
চতুর যাদুকরের মতো পরে নেয় সাম্যের ছাপমারা আলখাল্লা
হাতের মুঠোয় রাখে প্রতারণার মায়াবী কৌশল

মানুষের মুখে তুলে দেয় মৃত্যুর ফেনাময় বিষের পাত্র
মত্ত স্খলিত পায়ে দাঁড়ায় প্রসূতি স্বপ্নের পেটে, খুন করে তার গর্ভের ভ্রূণ
চাবুকের দাগে রক্তাক্ত করে সবুজ ক্ষেত
মানুষের অর্জিত সাফল্য, তার ইতিহাস, তার বিজয়ের পাণ্ডুলিপি
মানুষের হাতে পরিয়ে দেয় শিকল
দেহের চারপাশে গেঁথে তোলে সঙ্গীনের কঠিন দেয়াল
বণিক কুকুরের মতো শুঁকে শুঁকে ছুটে যায় রক্তের দিকে সৈন্য সাজায়
শস্যক্ষেত, ধানী মাঠ, তেলের পিছল গায় রেখে আসে জিঘাংসার লালা
কামনার বর্বর চীৎকার।

মানুষ, ঘৃণা করো এই শাদা ভাল্লুকদের
তোমার বুকের সমুদ্র-বিশাল ঢেউ ভাঙতে যারা দেগেছে চক্রান্তের কামান
ঘৃণা করো লাল তারা বুকে-লাগানো এই বুড়ো বেশ্যাদের
সমাজতন্ত্রকে হত্যার কলঙ্ক যাদের সারা হাতে লেপা
ঘৃণা করো যুদ্ধের শোষণের আগুনে ঠেলে দেওয়া মানুষের রক্ত-লাগানো হাতে
অহিংসার ইস্তাহার বিলি করা এই জল্লাদদের
ঘৃণা করো মানুষের বিদ্রোহের আকাশে উড়ন্ত লোলুপদৃষ্টির এই শকুনদের।

ঐ দ্যাখো জীর্ণ পাতার মতো ঝড়ে কাঁপা ওদের দেহ
ঐ দ্যাখো প্রবল ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে ওদের বিকৃত তত্ত্বের পাঠশালা
ঐ দ্যাখো মানুষের গর্বিত পদক্ষেপের ভয়ে
শঙ্কিত ওদের চোখ খুঁজে চলেছে নোতুন মারণাস্ত্র
ঐ দ্যাখো ওদের দীর্ণ নখে পৃথিবীকে খুন করার অন্তিম প্রচেষ্টা।

জীর্ণ পাতারা ঝড়কে ভয় পায়
অথচ এটা ঝড়েরই সময়

ওরা বোঝে না রাশিয়ার প্রতিটি কোণ
পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চি মাটি, ফল, ফুল, নদী, ঘুমন্ত মানুষ একদিন চোখের পাতা খুলবে
ক্রুশ্চভ ব্রেজনেভ-কোসিগিনের চিতাভস্ম আকাশে উড়িয়ে
সর্বনাশের মাথায় পা দিয়ে উঠে দাঁড়াবে
লেনিনের উজ্জ্বল বংশধর, স্তালিনের নির্ভীক পদক্ষেপ।

ভয় করি না শ্বেত ভল্লুকের থাবা
ভয় করি না অন্ধকার রাত
আমার চোখে সূর্যোদয়ের মতো অভ্রান্ত এক স্বপ্ন
আমার বুক জুড়ে উজ্জ্বল মানুষেরা মাটি কাটে, হাতিয়ার জড়ো করে
বিয়ের কনের মতো পৃথিবীকে সুন্দর কোরে সাজায়।

ওরা ভুলে গ্যাছে আগুনে বরফ গলে
ওদের নিশ্চিন্ত থাকতে দাও
ওরা ভুলে গ্যাছে ওদের আত্মরক্ষার গুহাটা বরফের—
ভুলে গ্যাছে মানুষের আগুন আবিষ্কারের কথা॥

লেনিন, এই কি তোমার স্বপ্ন ছিলো!

তুষার চক্রবর্তী

লেনিন, এই কি তোমার স্বপ্ন ছিলো!
তোমার স্বপ্নের দেশে জল্লাদ ও বেশ্যাদের উৎসব-রজনী আজ প্রাত্যহিক সূচী—
চতুর্দিক সচকিত, শুধু নরকের থেকে ভেসে আসে অশ্লীল খেউড়!
যাদের পশুর থাবা ভেঙে দেয় প্রতিদিন কতো শত শান্ত নীড়
কেড়ে নেয় লক্ষ দৃপ্ত প্রাণ,
তোমার স্বপ্নের দেশে সিংহাসনে যারা আজ
সেই জল্লাদেরা দেয় বাহবা তাদের,
তাদের উৎসব আজ নিমন্ত্রিত এই সব উলঙ্গ পশুরা!

কিন্তু তুমি যুগোত্তীর্ণ শোষিত নায়ক,
তাই আজও বিশ্ব জুড়ে অমলিন আদর্শ তোমার—
তোমার অমল নাম আজও উচ্চারিত
যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই প্রতিটি হৃদয়ে,
তোমার নিশানা নিয়ে বুকে নিয়ে উষ্ণ প্রেমে রক্তাক্ত নিশান অগ্রসর মুক্তি সেনা।
অসংখ্য ভাস্বর প্রাণ তাই আজও স্বপ্ন দেখে—
ইতিহাস-আস্তাকুঁড়ে স্থান পাচ্ছে প্রত্যেক দালাল আর পশু,
আবার প্রদীপ্ত সূর্যালোকে হাসছে সেই পুণ্যভূমি—
অতীতে যে এনেছিলো শোষিতের মৃত্যু-পরোয়ানা॥

ভোল্‌গা নদীর কল্লোল শুনতে পাচ্ছো ?

সত্য রায়

ভোল্‌গা নদীর কল্লোল শুনতে পাচ্ছো ?
গুমড়ে গুমড়ে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে,
জোয়ারের জল উদ্দাম হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে ?
ভোল্‌গার ঢেউয়ে ভাষা পাচ্ছে সোভিয়েত জনতার কান্না—
অথচ দ্যাখো, চোখে তাদের জল নেই, আগুনের হল্‌কা শুধু,
ঘৃণা, ক্রোধ আর সংকল্পের দীপ্তি !
জৌলুসভরা শবাধারের বন্দী দশা থেকে লেনিন এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের সামনে
ভাঙা কবরের অজ্ঞাতবাস থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন স্তালিন
তাদের কানে বাজছে অক্টোবর বিপ্লবের দুনিয়া-কাঁপানো কামান-গর্জন
তাদের হৃদয়ে ঝঙ্কার তুলছে অবরুদ্ধ স্তালিনগ্রাদের শপথ
লেনিন আর স্তালিনকে লড়াইয়ের লাল নিশানা কোরে
এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে লেনিন-স্তালিনের সন্তানেরা,
এগিয়ে চলেছে সোভিয়েতের কোটি কোটি সর্বহারা—
ভোল্‌গার কল্লোল তাই আবেগে উচ্ছ্বাসে উদ্দামতায় আজ বাধাবন্ধ হারা ॥

আর ক্রেমলিনের অন্ধকার গুহার সেই নরখাদক নয়া জারের দল
নিজেদের পুতিগন্ধময় হিংস্র চেহারাটা ঢাকবার জন্য
'সমাজতন্ত্রের' রক্ত-রাঙা আলখাল্লাটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে
লোভে লক্‌লকে জিভে লালা ঝরাতে ঝরাতে
'রাষ্ট্রীয়' মুনাফার পাহাড় গড়তে গড়তে
শোষণের কুৎসিৎ অক্টোপাশ-শুঁড়গুলো বাড়াতে বাড়াতে
দেশে দেশে হস্তক্ষেপ, নিয়ন্ত্রণ আর আগ্রাসন ছড়াতে ছড়াতে
ভোল্‌গার কল্লোল শুনে চমকে উঠে ভাঙা গলায় হাঁক ছাড়ছে—
"আমরাই তো লেনিনের মহান সন্তান !"

তাদের সেই ঐতিহাসিক ভণ্ডামিতে
ব্যঙ্গের হাসি সোভিয়েতে দুনিয়াতে জনতার ঠোঁটে
ঝোড়ো হাওয়ায় বিদ্যুতের কানাকানি চোখে চোখে
কান্না-ঘাম-রক্তের পাহাড় ঠেলে আকাশে বাতাসে বজ্রের হুঙ্কারে বাজে

দিকে দিকে কলোচ্ছ্বাসে জোয়ারের বাঁধভাঙা জলে
হোয়াংহো গঙ্গা-নীল আর আমাজনের প্রচণ্ড কল্লোল মাথা তোলে
সাড়া তোলে ভোল্‌গার উচ্ছ্বাসের বিস্ফোরণে উদ্দাম কল্লোলে—
সোভিয়েতে দুনিয়াতে আনবোই আনবোই রক্তের বিনিময়ে রক্ত লাল দিন্
নিজ দেশে নির্বাসিত থাকবে না আমাদের জনতার লেনিন-স্তালিন ॥

সোভিয়েতের জন্য ঃ সোভিয়েতের বিরুদ্ধে

সব্যসাচী দেব

আমাদের স্বপ্নের মধ্যে এখনও ছুটে আসে শৈশবের হাওয়া,
মনে পড়ে, একেকটা অবাক মুহূর্তে মা গল্প শোনাতেন—
এক সোনালী দেশের গল্প—যার নাম সোভিয়েত,
আর লেনিন-স্তালিনের কথা।
ক্রমশঃ সময় আঁকছে নানা জানা-অজানা বোঝা-না বোঝার আঁকিবুকি,
এখন টের পাই কাচের আধারে আর কোনো সান্ত্বনা নেই লেনিনের জন্য,
ঘাসের নীচে স্তালিনের ঘুম আর নিশ্চিন্ত নেই।
কেননা, যে মানুষগুলি উস্সুরীর সীমান্তে
লেনিনকে মনে রেখে ভাবছিলো গাঁও-ঘরের কথা,
তাদের বুক চিরে গেছে সোভিয়েত গুলীতে ;
কেননা, চেকোশ্লোভাকিয়ার রাস্তায় রুশ সাঁজোয়া গাড়ী
গুঁড়ে দিয়েছে সমাজবাদ—
ঠিক যেমন কোরে ইন্দোচীনের মাটিতে মার্কিণ বোমারু বিমান থেকে
ঝড়ে পড়ে গণতন্ত্র !

আর, আমার ভারতবর্ষে
হা-ভাতে মানুষের কান্না থেমে যায় গরম বুলেটে—
তখন প্রাভ্‌দার পাতায় উচ্ছ্বসিত হয় ভারতীয় গণতন্ত্রের মহিমা কীর্তন !
এখানে স্নেহার্দ্র পিতাও তার সন্তানকে
আছড়ে মারে ফুটপাতে, কয়েকদানা মুড়ির অভাবে—
আর পিঠ চাপড়ে, 'বাহবা সমাজতন্ত্র' বলে ওঠে যে দেশ,
তার নাম সোভিয়েত !

বোকারোর গন্‌গনে লাল আগুনের নীচে
আদিবাসী শ্রমিকের ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পরিণত হয় ইস্পাতে—
আর সেই ইস্পাতের নেশায় মস্কোর হোটেলে
ট্যুইষ্টের তালে তালে দুলতে থাকে কনজোমল তরুণ তরুণী,
সামনের বরফ-ঢাকা রাস্তায় পড়ে থাকে নিগ্রো ছাত্রের রক্তাক্ত শরীর!
তারপর, এই ভারতবর্ষের দিকে দিকে
হাজারো ঘরছাড়া আর ঘরহারা মানুষের রক্তে-ডোবানো
লাল কার্পেটে পা ফেলে
পালাম এয়ারপোর্টের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ান মহান ব্রেজনেভ
তার ব্যাদিত মুখগহ্বর নিয়ে।
মনে পড়ে, লেনিন একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন
বিপ্লবের লাল ঘোড়া দৌড়োবে পিকিং-হ্যানয়-কলকাতা হয়ে।
আজ সেই দীর্ঘ রাস্তার ওপর ছড়ানো ডানায়
কালো ছায়া ফেলে নেমে আসছে বিরাট শকুন—
যার অন্য নাম সোভিয়েত অর্থনৈতিক সাহায্য,
ওরফে যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি!

যারা পুরুষানুক্রমে বয়ে এনেছিলো মার খাওয়ার ইতিহাস—
তারাই একদিন শিখেছিলো ফিরে মার দেওয়া,
জেনেছিলো লেনিনকে, স্তালিনকে, আর তাদের সোভিয়েতকে।
আজ সেই সোভিয়েতের জন্য
তারা মৃত্যুর কোল থেকে ছিনিয়ে আনছে সহোদরকে,
আজ সেই সোভিয়েতের জন্য
তারা লড়ছে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে—
রক্তের সমুদ্রের ওপর থেকে তারা ডাক দিচ্ছে একে-ওকে,
সেতু বাঁধছে, পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত
কাঠুরেদের আঘাতে যেমন কোরে উপড়ে পড়ে মহীরুহ
হাজারো মানুষের শক্ত হাতের চাপে তেমনি
উপড়ে পড়ছে চার পাহাড়।

বরফ-ঢাকা মাঠের ওপর তখন আবার
বসন্তের নবীন বাতাস—
ক্রেমলিনের ওপর আবার জ্বল্‌জ্বলে তারা তারা ॥

রাজা ও রাণী

সৈকত রায়

খাস তালুকে ভালুক রাজা
এসে লোটেন একশো মজা
আরাম কোরে খান যে তাজা
জোয়ান ছেলের রক্ত।
তার পেয়ারের ডাইনী রাণী
প্রসাদ পেয়ে একটুখানি
নাচিয়ে বলে পা দু'খানি—
স্বাদ বোঝা খুব শক্ত!
বলেন রাজা মুচকি হেসে—
এইটুকুতে যাচ্ছো টেঁসে
আরও বড়ো দুষমন সে
উত্তুরের ওই দেশটায়—
তাকে নিকেশ করা যে চাই
বের করেছি নোতুন দাওয়াই
একটুখানি দাও দেখি সই
এশীয় নিরাপত্তায়।
রাণী বলেন—হুজুর প্রভু
কিছু লুকাই তোমায় কভু?
এতো অধীর কেন তবু
আপৎকালে হায় বীর!
রাজা বলেন—চিন্তা ভারী
সইটা দিলে তাড়াতাড়ি
তোমায় দেবো পুরোপুরি
পূর্বদেশের জায়গীর!

সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্‌ !

ইন্দু সাহা

কম্‌রেডস্‌! আপাততঃ বারুদের স্তূপের ওপরে দাঁড়িয়ে থেকে
আমি যদি অতীতের আবৃত্তি করি
তোমরা অবাক হোয়ো না। সেই পুরোণো কথা, যা বহু বার
বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ব্যাপী বহু ভাবে চেনা
যে কথা সারা বিশ্ব হৃদয়ের গভীরে গেঁথে রেখে দিয়েছে গভীর ভালোবাসায়—
সেই যে হিমালয়ের উত্তরের এক দেশ
বোকা বুড়ো যে দেশে পাহাড় সরিয়েছিলো—
লঙ মার্চের—লাল সূর্যের চীন—আহা, সেই ঘামঝরা মানুষের দেশ চীন—
সেই চীন আক্রান্ত হতে চলেছে, এ খবর বিশ্বাসযোগ্য !
ব্রেজনেভদের লেলিয়ে-দেওয়া বীভৎস কুকুর ও হায়েনারা—
যারা মহান স্তালিনের কবরেও নৃশংস স্পর্দ্ধায় চাবুক চালায়—
সেই জল্লাদ কুকুরেরা এখন চীনের সীমান্তে গোয়েন্দার ছদ্মবেশে
হেলিকপ্টারে পাখা মেলে বাজপাখির মতো আনাগোনা করছে,
নক্‌শা তুলছে হলুদ শস্যক্ষেতের, রূপালী মাছভরা নদীর,
চিমনির ধোঁয়াভাঙা মজুরের হৃৎপিণ্ড কারখানার·········
ছবি তুলছে গ্রাম ও শহরের বীভৎস সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ
হন্যে হয়ে খোঁজ করছে আগুনের ফুল-গড়া রাইফেল শিবির,
ওরা লেনিনের সংগ্রাম, স্তালিনের আমৃত্যু লড়াই
এসব কবরে রেখে হিংস্র হয়ে থাবা মেলেছে
আকাশে উড়াল দেয়া বাজপাখি শিকারীর মতো
জনপদে দৃষ্টি রেখে এক যুগ নিয়েছে প্রস্তুতি—
এবার শিকার চায়—এবার ঝাপিয়ে পড়বে
আমাদের, তোমাদের, তাহাদের—সম্মিলিত আমাদের
পৃথিবীর কৃষকের—শ্রমিকের—গরীবের
সংগ্রামের ভিত্তিভূমি অসীম শক্ত খুঁটি—
মাওসেতুঙের চীন—আহা, ঘাম ঝরা মানুষের দেশ চীন,
সেই চীনকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন কোরে দিতে !

বীভৎস ব্রেজনেভ—ইতিমধ্যেই পূর্ব বাংলাকে ভালোবেসে বেসে
চুমু খেতে খেতে, ভালোবেসে বেসে ……..
কম্‌রেডস্‌, প্রিয় কম্‌রেডস্‌,
ফরিদপুরের এক জননী, বৃটিশের বিরুদ্ধে যিনি লড়েছেন,
লড়েছেন সামন্তবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে—একটানা-অবিরত,
দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ যিনি বিপ্লবকে লালিত করেছেন সযত্নে
সহ্য করেছেন জেল—জুলুম—অনাহার
যাঁর তেইশ বছরের সন্তান চঞ্চলের হাতে
সবেগে রাইফেলে ফোটে অসংখ্য আগুনফুল—
সেই জননীকে, কমরেড অরুণা সেনকে ব্রেজনেভ সাহেবরা উলঙ্গ কোরে…
বেয়োনেট দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে,
আর সেই সঙ্গে ওরা আমাদের কলমের অধিকারকেও নিষিদ্ধ করেছে,
নিষিদ্ধ হতে হতে সব কিছু—আমরাও নিষিদ্ধ হয়েছি!
এজন্যে ব্রেজনেভ সাহেবকে বদমাস বলবো না,
বলবো, এটাই মস্কোর সমাজতন্ত্র…যার ধারা দিল্লীশ্বরীর ভ্রূণে
এবং কনিষ্ঠ সহোদর ঢাকাশ্বরও তারই সানুগ্রহ প্রতিবিম্ব—
সুতরাং সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ এক চমৎকার হিটলার-মুসোলিনী ককটেল!
আহা, এমন মিশ্রণের কোনো তুলনা নেই!

আহা, তুলনা নেই সারা ভারতের বুকে সহস্র জেলে
ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের গুলিবিদ্ধ করার মহিমা!
যারা ষাট কোটি মানুষকে ভালবেসে, ষাট কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ গড়তে গিয়ে
ষাট কোটি মানুষের মুখে এঁকে দিতে অফুরাণ হাসি
এবং স্বদেশ ভারত থেকে মার্কিন ও রুশ শিকারী দানবগুলোকে
হাত গুটানোয় বাধ্য করার কাজে নিয়োজিত হয়ে
এক নতুন বিশ্বাসকে, প্রমত্ত শক্তির গ্রেনেডকে
হৃৎপিণ্ডের গোলাপী বাগানে রোপন কোরে
বহরমপুর জেলে, দমদম জেলে, আলিপুর জেলে
অন্ধ্রের ও গুজরাট ও বিহারের ও বিশাখাপত্তম জেলে
রক্ত দিচ্ছে দিল্লীশ্বরীর সমাজতন্ত্রে, ব্রেজনেভদের কলা-কৌশলে—

সারা ভারত কি জেলখানা নয়···কমরেড কিছু মিথ্যে বলেছি ?
আহা, তুলনা নেই কমরেড ওই ব্রেজনেভ আর কোসিগিনদের !
তুলনা নেই, আহা তুলনা নেই ক্যানো ? জবাব :
আমরা মানুষ থেকে এখন কুকুরে পরিণত হয়েছি !
কিন্তু কুকুর থেকে কি ফের মানুষ হতে পারি না ?
মানুষ থেকে রাইফেল-ছোড়া সৈনিক ?
মাঝে মাঝে কিন্তু কবিতায় ছন্দপতন হচ্ছে—
না হচ্ছে গদ্য, না হচ্ছে পদ্য,
কিন্তু ওই যে বললাম, মানুষ থেকে রাইফেল-ছোড়া সৈনিক ?
তা গদ্য হোক, বা পদ্য হোক, কিম্বা কিছুই বা হোক—
কেবল মানুষ থেকে রাইফেল ছোড়া সৈনিক হোক।

তাই বারুদের স্তূপে দাঁড়িয়ে থেকে, প্রিয় কমরেডস্, বলে যাচ্ছি—
আমরা চেকোশ্লোভাক জনতার সাথী—সেখানে বিপ্লবের নোতুন ভ্রূণের জন্ম হচ্ছে
আমরা মঙ্গোলিয়ার জনতার সাথী, আর আলবেনিয়া
এবং মহাচীনের আশি কোটি দুর্ধর্ষ লাল গোলাপ আমাদের চূড়ান্ত সহযাত্রী।
সেই প্রত্যয়, সেই অপরিহার্য দৃঢ়তার সংশপ্তক হিসেবে
বঙ্গোপসাগরের ঠোঁটের মুখে যে দেশ—প্রিয়তম পূর্ব বাংলা,
যার অপর নাম এখন কী বলবো—চিলি, কিম্বা ভিয়েতনাম,
যেখানে এখন চৌদ্দ কোটি বাহু উন্মাদ হয়ে উঠেছে
সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের কণ্ঠনালীটাকে স্পর্শ করার জন্যে,
সেই দেশের এক নিষিদ্ধ কবি—ঘোষণা করছে—
ভারতের কবি বন্ধুরা, পদাতিক সহযাত্রীরা
তোমাদের সাথে আমরাও সম্মিলিত চেতনায় একাত্মজ।
এই যে প্রসারিত হাত, বন্ধুরা, এসো উষ্ণ করমর্দন করি,
ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করি—চেয়ারম্যান মাও-এর সঙ্গে এই মুহূর্তে—
সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীরা নিপাত যাক্,
ঘোষণা করি : সমাজতন্ত্রের দুর্গ মহাচীন আমাদের বন্ধু,
ঘোষণা করি : বিশ্বব্যাপী লড়াইএর প্রত্যেক স্বদেশে আমরা অভিন্ন,
এবং এই মুহূর্তে ইস্তাহারে—শেষ সংক্ষিপ্ত ঘোষণা করছি—
শ্রমিক শ্রেণীর দুর্জয় সংহতির প্রদীপ্ত ঘোষণা—
সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্, নিপাত যাক্, নিপাত যাক !

বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়ন কি সমাজতান্ত্রিক দেশ?

● ১৯১৭ সালে সর্বহারাশ্রেণীর মহান নেতা লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লব বিজয় অর্জন করেছিলো, বুর্জোয়া একনায়কত্বকে উৎখাত কোরে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সর্বহারা একনায়কত্ব, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো দুনিয়ার সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। লেনিনের মৃত্যুর পর মহান স্তালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত দেশে সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজ বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিলো, অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামরিক, সাংস্কৃতিক, কূটনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করেছিলো সোভিয়েত দেশ, প্রবলপরাক্রম হিটলারের ফ্যাসিষ্ট জার্মাণীকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত কোরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলো সে। এসব তথ্য সবারই জানা, এসব নিয়ে মত বিরোধেরও বিশেষ সুযোগ নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যে প্রশ্নটি নিয়ে মত বিরোধ গড়ে উঠেছে, সেটি হচ্ছে: বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নকে কি 'সমাজতান্ত্রিক' বলা যায়? আমাদের মতে, বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নকে আর 'সমাজতান্ত্রিক' বলা যায় না, সমাজতন্ত্রের ধ্বংস ঘটিয়ে সেখানে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুঁজিবাদ, সর্বহারা একনায়কত্বের উৎখাত কোরে সেখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বুর্জোয়া একনায়কত্ব—অর্থাৎ এক কথায় লেনিনের ভাষায় বলতে গেলে, বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে "মুখে সমাজতন্ত্র, কাজে সাম্রাজ্যবাদ, সুবিধেবাদের সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণ"—অর্থাৎ "সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ"।[১]

---

১ লেনিন—Collected Works (vol. 29)/P. 502(মস্কো সংস্করণ, ১৯৬৫)

এ প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবেঃ কোন্ যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম? এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে বিচার কোরে দেখা দরকার, একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব কিনা।

লেনিন বলেছেন, কোন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও শ্রেণী-সংগ্রামের অবসান ঘটে না, শ্রেণী-সংগ্রাম চলতেই থাকে, সর্বহারাশ্রেণী ক্ষমতা দখল করার পরেও বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বহারাশ্রেণীর চেয়ে বেশী শক্তিশালী থাকে এবং ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। তিনি দেখিয়েছিলেন, কৃষিতে ও ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ অনেক দিন পর্যন্ত থেকে যায় এবং কমিউনিজমের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রামের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তাঁর মতে, একটি সমাজতান্ত্রিক দেশেও ক্ষুদ্র উৎপাদন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও ব্যাপকভাবে ক্রমাগত প্রতি দিন ও প্রতি ঘণ্টায় পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়ার জন্ম দেয়, ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদকেরা মুনাফা অর্জনের পুঁজিবাদী মানসিকতা দিয়ে সর্বহারাশ্রেণীকে ঘিরে রাখে, এই মানসিকতার অনুপ্রবেশ সর্বহারাকে নীতিবিচ্যুত করার প্রচেষ্টা চালায়, সর্বহারার বিপ্লবী মানসিকতাকে ক্রমাগতভাবে মেরুদণ্ডহীনতা, অনৈক্য, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, এবং পর্যায়ক্রমে উচ্চাশা ও হতোদ্যমের মানসিকতায় রূপান্তরিত করতে চায়। এজন্যই কেন্দ্রীভূত বড়ো বড়ো বুর্জোয়াদের দমন করার চেয়ে এই সব লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে মালিকদের দমন করাটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে, ক্ষুদ্র উৎপাদকদের মুনাফা অর্জনের মানসিকতা বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় ফিরে আসার পথকেই প্রশস্ত কোরে তোলে। তাই, লেনিনের মতে, বুর্জোয়াদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের এই সম্ভাবনাকে পর্যুদস্ত করতে হলে সর্বহারা একনায়কত্ব হয়ে পড়ে প্রয়োজনীয় ও দীর্ঘস্থায়ী, সর্বহারা একনায়কত্ব মানেই হয়ে দাঁড়ায় নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম —রক্তাক্ত ও রক্তপাতহীন, প্রবল ও শান্তিপূর্ণ, সামরিক ও অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক ও শাসনতান্ত্রিক—পুরোণো সমাজের সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

কিন্তু বাস্তবে এসব সমস্যার সমাধান করার আগেই লেনিনের মৃত্যু ঘটেছিলো। লেনিনের বিপ্লবী উত্তরাধিকারী স্তালিন ছিলেন একজন মহান মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী। পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে

এবং পার্টিতে ঢুকে-পড়া সাম্রাজ্যবাদীদের এজেণ্টদের পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার চক্রান্তের বিরুদ্ধে তিনি নিরলস সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি সঠিকভাবেই ঘোষণা করেছিলেন—সমাজতন্ত্রের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতাও বৃদ্ধি পাবে। মৃত্যুর এক বছর আগেও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, সর্বহারা একনায়কত্বের সমগ্র ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়েই শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণী-সংগ্রাম বিরাজ করতে থাকে, সমাজতন্ত্র, না পুঁজিবাদ—বিপ্লবে শেষ পর্যন্ত কে জয় হবে, তা তখনও পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের বাস্তব অনুশীলন থেকে শিক্ষা নিয়ে মহান লেনিন ও মহান স্তালিন এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলেন যে, কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্রের সমগ্র ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়েই শ্রেণী-সংগ্রাম চলতে থাকে, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলতে থাকে, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বকে উৎখাত কোরে বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার এবং তার সাহায্যে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আশংকা বিরাজ করতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিনের মৃত্যু পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত, এই অবস্থাই বর্তমান ছিলো।

১৯৫৩ সালে রহস্যজনকভাবে স্তালিনের 'মৃত্যু হলো' (তাঁর মৃত্যু হলো এমন এক সময়, যখন তিনি জরুরীভাবে পার্টিবিরোধী এক ব্যাপক চক্রান্তের তদন্ত শুরু করেছেন। তিনি 'অসুস্থ' হবার তিনদিন পর সোভিয়েত জনগণের কাছে তাঁর 'অসুস্থতার' সংবাদ প্রকাশ করা হলো। তাঁর মৃত্যুর মাত্র দু'সপ্তাহ আগে স্তালিন যেখানে থাকতেন সেই ক্রেমলিনের নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান জেনারেল কাজিন্‌কিনের 'আকস্মিক মৃত্যু'র খবর পাওয়া যায়। স্তালিনের শেষ অবস্থায় তাঁর চিকিৎসার তত্ত্বাবধায়ক স্বাস্থ্যসচিব ক্রেতিয়াকভ এবং পূর্বোল্লিখিত পার্টিবিরোধী চক্রান্তের তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল পস্কেবিশেভ স্তালিনের মৃত্যুর রাতেই 'নিরুদ্দেশ' হয়ে গেলেন। সেদিন মস্কোতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও স্তালিনের ছেলে ভাসিলিকে স্তালিনের শবযাত্রায় দেখতে পাওয়া গেলো না। এমনকি ক্রেমলিনের সেনাধ্যক্ষ জেনারেল স্পিরিদোনভ, মস্কোর প্রধান লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল সিনিলভ এবং মস্কোর

সামরিক এলাকার সেনানায়ক কর্নেল জেনারেল আর্তেলেভেরও কোনো খোঁজ তারপর আর পাওয়া গেলো না। অর্থাৎ এক কথায়, স্তালিনের মৃত্যু আদৌ স্বাভাবিকভাবে ঘটেছিলো কিনা সে সম্পর্কে প্রচুর প্রশ্নের অবকাশ রয়ে গেলো)।[২] স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখল করলো সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে ঘাপ্‌টি-মেরে-লুকিয়ে-থাকা সংশোধনবাদী চক্র। তাদের প্রতিনিধি হিসেবে ক্রুশ্চভ স্তালিনের তথাকথিত 'ব্যক্তিপূজা'র বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এবং কুখ্যাত 'গোপন রিপোর্টের' মাধ্যমে স্তালিনের বিরুদ্ধে তথা সোভিয়েত ইউনিয়নের ৩৬ বছরের মহান বিপ্লবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করলো এবং পার্টির অসংখ্য বিপ্লবী কর্মীকে খুন কোরে, সরিয়ে দিয়ে বা নিষ্ক্রিয় কোরে দিয়ে পার্টির সরকার এবং রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব দখল কোরে নিলো। (ক্ষমতা দখলের এই প্রক্রিয়াটি মোটেই বিনা রক্তপাতে সাধিত হয়নি। কিন্তু 'সমাজতান্ত্রিক' বোলচালের আড়ালে এবং স্তালিন-বর্ণিত দুর্গ দখলের সহজতম পন্থা "ভেতর থেকে দুর্গ দখলের পদ্ধতি" অনুসরণ কোরে ক্ষমতার এই হস্তান্তর সাধিত হওয়ায় রক্তপাত যা ঘটেছে, তা-ও প্রধানতঃ দৃষ্টির প্রায় অগোচরেই ঘটেছে)। সংশোধনবাদীরা হচ্ছে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে ঘাপ্‌টি-মেরে-লুকিয়ে-থাকা বুর্জোয়াশ্রেণীর লোক, পুঁজিবাদী পথের যাত্রী। কাজেই, এই সংশোধনবাদীরা ক্ষমতায় আসা মানেই হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখল। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে, স্তালিনের মৃত্যুর পর লেনিন ও স্তালিনের আশংকাকেই সপ্রমাণিত কোরে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বহারা একনায়কত্বের উংখাত কোরে বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো।

ক্ষমতা দখলের পর থেকেই এই সংশোধনবাদী চক্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক, কূটনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই সংশোধনবাদী অর্থাৎ বুর্জোয়া রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত কোরে তুলেছে। কোনো দেশে সমাজতন্ত্রের সমগ্র ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ও তাকে সুসংহত কোরে তোলার

---

২ এসব তথ্য নেওয়া হয়েছে জনৈক বৃটিশ কমরেডের লেখা 'স্তালিনের স্বপক্ষে' শীর্ষক পুস্তিকা থেকে—যা 'নন্দন' পত্রিকার ১৯৬৩ সালের শারদ সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিলো।

যে অমূল্য শিক্ষা লেনিন দিয়ে গেছেন, তাকে নস্যাৎ কোরে দিয়ে সোভিয়েত সংশোধনবাদী শাসকচক্র সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়েছে, এবং 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র'-এর সাইন-বোর্ডের আড়ালে বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। সোভিয়েত দেশের সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রবাহিণী হিসেবে লেনিন-স্তালিনের হাতে-গড়া সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির মহান বিপ্লবী ঐতিহ্যকে ও চরিত্রকে নস্যাৎ কোরে দিয়ে তারা সেই পার্টির বিপ্লবী চরিত্রের অবসান ঘটিয়েছে এবং 'সমগ্র জনগণের পার্টি'-র সাইনবোর্ডের আড়ালে তাকে একটি বুর্জোয়া ফ্যাসিষ্ট পার্টিতে পরিণত করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তারা নির্মম ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে, বিপ্লবী জনতাকে দাবিয়ে রাখার জন্য সমস্তরকম অত্যাচার ও নির্যাতনের পথ গ্রহণ করছে, জনগণের সমস্ত অধিকার হরণ করেছে, এবং সমগ্র দেশকে বিভিন্ন জাতিসমূহের একটি বিশাল কারাগারে রূপান্তরিত করেছে।
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তারা সাম্রাজ্যবাদকে প্রচণ্ড শক্তিশালী হিসেবে চিত্রিত কোরে বিপ্লবী জনতার শক্তিকে খাটো কোরে দেখেছে, এবং যুদ্ধের জুজুবুড়ীর ভয় দেখিয়ে বিপ্লবী জনতার দুনিয়া-জোড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের উত্তাল জোয়ারকে স্তব্ধ কোরে দিতে চেয়েছে। বিভিন্ন দেশে শান্তিপূর্ণ পথে ভোটের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মার্কসবাদ-বিরোধী অবাস্তব তত্ত্ব ফেরি কোরে বিভিন্ন দেশের জনগণের বিপ্লবী লড়াইকে তারা ভোটের কানাগলির মধ্যে আটকে দিতে চেয়েছে। অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে লেনিন-নির্দেশিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের রণনীতি ও রণকৌশলকে তারা তাদের সমগ্র পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ লাইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এবং এভাবে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার মৌলিক নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার পাণ্ডা মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়ককে তারা 'শান্তিপ্রিয়' বলে চিহ্নিত কোরে তাদের সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি করেছে। "সোভিয়েত ও মার্কিণ—এই দুই বৃহৎ শক্তির ওপরেই নির্ভর করছে সমগ্র মানব-জাতির ভবিষ্যৎ"—এ জাতীয় বৃহৎ শক্তিসুলভ দাম্ভিকতার নীতি অনুসরণ কোরে তারা সমগ্র দুনিয়ার বিপ্লবী জনগণের ওপরে মাতব্বরি করবার

চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। 'সীমিত সার্বভৌমত্বের নীতি' ও 'আন্তর্জাতিক সার্বভৌমত্বের নীতি' প্রভৃতি বিভিন্ন গালভরা তত্ত্বের বুলি আউড়ে তারা পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, মঙ্গোলিয়া তথা সমগ্র দুনিয়াতেই তাদের হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করছে। এই অজুহাতেই তারা সৈন্য পাঠিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের জনগণের বিক্ষোভকে দমন করেছে, এবং উপরোক্ত অন্যান্য দেশগুলিতেও সৈন্য মোতায়েন কোরে রেখেছে। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের পথ অনুসরণ কোরে তারাও অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অন্যান্য দেশকে নিজেদের ওপর নির্ভরশীল কোরে তুলছে এবং নয়া উপনিবেশিক কায়দায় সেই সব দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে পদদলিত করছে। মার্কিণী গুপ্তচরসংস্থা সিআইএ-র মতো সোভিয়েত গুপ্তচরসংস্থা কেজিবি-ও দেশে দেশে তাদের ঘৃণ্য থাবা বাড়াচ্ছে এবং সামরিক অভ্যুত্থান-সহ বিভিন্নরকমের ঘটনার মাধ্যমে নিজেদের বিশ্বস্ত সেবাদাসদের সেই সব দেশের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করছে। দুনিয়ার প্রতিটি দেশেই তারা আজ চালিয়ে যাচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ, অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ, ভীতি-প্রদর্শন, হুমকি বা আগ্রাসন। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের ভেতরে ও বাইরে সোভিয়েত সংশোধনবাদী শাসনচক্র আজ সর্বাত্মকভাবে সাম্রাজ্য-বাদী নীতিকেই অনুসরণ করছে, যদিও তাদের মুখে রয়েছে সমাজ-তন্ত্রের বুলি। একেই আমরা লেনিনের ভাষা ব্যবহার কোরে চিহ্নিত করছি 'সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী' হিসেবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ক্ষমতাসীন সংশোধনবাদী শাসকচক্র পুঁজিবাদী নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ কোরে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমজীবি জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনকে তৃপ্ত ও ক্রমাগতভাবে উন্নত কোরে তোলা, এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয়ভাবে ঠিক করা—সমাজতান্ত্রিক সমাজে কোন্ দ্রব্যের উৎপাদন বেশি বা কম হবে, অর্থনীতির কোন্ অংশের ওপর কখন বেশি ও কখন কম গুরুত্ব দেওয়া হবে। সর্বাধিক মুনাফা অর্জন কখনই সেখানে মূল লক্ষ্য হতে পারে না বা অগ্রাধিকার পেতে পারে না। একমাত্র পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাই মুনাফাকে মূল লক্ষ্য হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়ে উৎপাদন চালিয়ে থাকে। সোভিয়েত সংশোধনবাদী

শাসকচক্র স্তালিনের মৃত্যুর পর থেকে ঠিক এই পুঁজিবাদী নিয়মকেই অনুসরণ কোরে চলেছে। সংশোধনবাদী অর্থনীতিবিদ লিবারম্যানের "মুনাফাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সমস্ত উৎপাদন চালানোর" প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৬৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে 'নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' গড়ে তোলার কাজ বিশেষ সুপরিকল্পিতভাবেই শুরু করা হয়েছিলো, এবং সে সময় সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলো যে, "সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা কোরেই সমস্ত উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি সবচেয়ে বেশি উন্নতি করতে পারে"। সমগ্র সোভিয়েত অর্থনীতিকে মুনাফার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করার, অর্থাৎ সে-দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার, এই প্রক্রিয়া মূলতঃ সমাপ্ত হলো ১৯৬৮ সালে, এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই 'সুমহান' প্রতিবিপ্লব সমাধা করার উল্লাসে সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের পাণ্ডা ব্রেজনেভ তাই সগর্বে ঘোষণা করেছিলো: "উৎপাদনের প্রায় সমস্ত শাখাতেই আমরা নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু কোরে ফেলেছি"। এভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদনব্যবস্থা মূলতঃ চালু থাকা সত্ত্বেও, মুনাফার নিয়মকে অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে ধ্বংস কোরে সেখানে আজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুঁজিবাদ। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা সেখানে আজ রূপান্তরিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদী মালিকানায়। মার্কিণ-সহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির মতো বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ভিত্তিও হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিবাদ। তাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে রূপের দিক থেকে—ব্যক্তি-মালিকানাধীন একচেটিয়া পুঁজিবাদের বদলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একচেটিয়া পুঁজিবাদ। এঙ্গেলস্ তাঁর 'সমাজতন্ত্র: কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক' গ্রন্থে খুব সুস্পষ্টভাবেই দেখিয়ে গেছেন যে, এই পার্থক্য মোটেই কোনো মৌলিক পার্থক্য নয়। লেনিনের ভাষায় বলতে গেলে —রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদও পুঁজিবাদ, বুর্জোয়া সংস্কারবাদীরাই কেবল একে 'সমাজতন্ত্র' বলে চিহ্নিত করে—"হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, তা এক নোতুন পর্যায়ের পুঁজিবাদ, কিন্তু তবুও তা নিঃসন্দেহেই পুঁজিবাদ।"৩

একারণেই আজ সোভিয়েত শাসকচক্রকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করিয়ে দিয়ে সমস্ত শিল্প ও কৃষি-সংস্থার পরিচালক আমলারা হয়ে পড়েছে সব

'নয়া মালিক', উদ্ভব ঘটেছে এক 'নয়া বুর্জোয়াশ্রেণীর', এক আমলাতান্ত্রিক একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর। এরাই হয়ে দাঁড়িয়েছে সোভিয়েতের বর্তমান বুর্জোয়া ফ্যাসিষ্ট শাসনের সামাজিক ভিত্তি, এরাই পরিচালনা করছে সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে, নিয়ন্ত্রণ করছে সমস্ত সামাজিক সম্পদকে। 'রাষ্ট্র'-এর দোহাই দিয়ে এরা সব রকমের সম্ভাব্য উপায়ে সোভিয়েত অর্থ-ভাণ্ডারকে লুট করছে এবং সোভিয়েত জনগণের শ্রমের ফলকে আত্মসাৎ করছে। শোষণ ও দুর্নীতির চরমতম প্রকাশ আজ ঘটছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। এই নয়া বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিকদের সব অধিকার হরণ করছে, তাদের খেয়ালখুশিমতো শ্রমিকদের চাকরী দিচ্ছে বা খাচ্ছে। তারা নিজেদের স্বজন পোষণ করছে নির্লজ্জভাবে, রাষ্ট্রীয় মালিকানার শিল্পকে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের কাজে লাগাচ্ছে, 'গোপনে' বিভিন্ন জিনিষ তৈরী করিয়ে অবৈধভাবে মুনাফা কামাচ্ছে, চোরাকারবার ও ফাটকাবাজী চলছে অব্যাহতগতিতে।[৪] পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ঠিক যেমন মুনাফার জন্য গলাকাটা প্রতিযোগিতা দেখা যায়, উৎপাদনের কাঁচা মাল সংগ্রহ, উৎ-পাদন ও বণ্টনে যেমন অরাজকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা যায়, জনগণের দরকারমতো দ্রব্যের উৎপাদন না ঘটিয়ে বেশি মুনাফা অর্জনের লোভে যেমন উৎপাদন পরিচালিত হয়—তার সমস্ত কিছুই আজ ঘটছে সেখানে।[৫] এখানেই শেষ নয়! উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জনগণের মতাদর্শগত বিপ্লবী চেতনার অগ্রগতির ওপর জোর না দিয়ে 'বৈষয়িক উৎসাহ' বা ঘুষের লোভ দেখানো হচ্ছে, সমষ্টিগত স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে শেখানো হচ্ছে (আসলে কিন্তু এই তথাকথিত 'বৈষয়িক উৎসাহ'-এর সিংহ-ভাগটাই যাচ্ছে নয়া বুর্জোয়া আমলাশ্রেণীর পকেটে, শ্রমিকরা পাচ্ছে ছিঁটে ফোটা!)।

---

৩ লেনিনঃ 'The State and Revolution / P.

৪ ক্রাস্‌নায়া জভেজ্‌দা পত্রিকা, মে ১৯, ১৯৬২; প্রাভদা ভোস্টকা, অক্টোবর ৮, ১৯৬৩; সেল্‌স্কায়া ঝিঝন, জুন ২৬, ১৯৬২; লিটারেচারনায়া গেজেটা, জুলাই ২৭, ১৯৬৩ প্রভৃতি।

৫ V. Rutgaizer: 'Soviet Economic Reform' / 'New Times' পত্রিকা / মস্কোঃ মে ১৪, ১৯৬৮

কৃষিক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামারের প্রসার না ঘটিয়ে তাকে সংকুচিত করা হচ্ছে এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন কৃষি-উৎপাদন প্রাধান্য পাচ্ছে। কর্মহীনের সংখ্যা বাড়ছে। পত্র-পত্রিকায় কর্মপ্রার্থীদের বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি চোখে পড়ছে। পুঁজিবাদী দেশের মতো সেখানেও 'জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি' খোলা হচ্ছে, বাজারের তেজী-মন্দা চলছে। আর এসবের ফলে ক্রমাগতভাবে তীব্র হয়ে উঠছে অর্থনৈতিক সংকট। অপূর্ণ উৎপাদন লক্ষ্য, শিল্পগত ও কৃষি উৎপাদনে গুরুতর বিচ্যুতি, মুদ্রাস্ফীতি, জিনিষপত্র ও খাদ্যশস্যের প্রচণ্ড ঘাটতি—এগুলিই আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঁজিবাদী সোভিয়েত অর্থনীতির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয়, সোভিয়েত শাসকচক্রকে আজ ধার ও বিনিয়োগের জন্য মার্কিণ-জাপান-সহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের কাছে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ছুটতে হচ্ছে, সোভিয়েত জাতীয় সম্পদকে পর্যন্ত বিকিয়ে দিতে হচ্ছে।

সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত নয়া বুর্জোয়ারা যে শুধু তাদের নিজেদের দেশের জনগণের ওপরেই শোষণ ও নিপীড়ন চালাচ্ছে তাই নয়, নিজেদের নির্লজ্জ সম্প্রসারণ ও আক্রমণের নীতিকে অনুসরণ কোরে স্বভাবতঃই তারা নাম লিখিয়েছে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের খোঁয়াড়ে, যাতে দুনিয়াটাকে আবার নোতুন কোরে ভাগ-বাঁটোয়ারা কোরে নেওয়া যায়। লেনিন দেখিয়ে গেছেন, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে বাজার, কাঁচা মালের উৎস, পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র, প্রভাবাধীন অঞ্চল ও ভূখণ্ডের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তীব্রতর কোরে তোলে, আধিপত্য বিস্তারের জন্য কয়েকটি বৃহৎ শক্তির মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে অনিবার্য কোরে তোলে। বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লেনিন-বর্ণিত সেই সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও কর্মপন্থাই আজ অনুসরণ কোরে চলেছে। সে দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলশ্রুতি হিসেবে পুঁজিবাদের অনিবার্য নিয়মেই তারা এটা করছে। এরা মুখে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও মঙ্গোলিয়ার মতো তথাকথিত ভ্রাতৃপ্রতীম রাষ্ট্রগুলির প্রতি 'আন্তর্জাতিকতার নীতি' অনুসরণ করার কথা বলছে, কিন্তু কাজে প্রভুত্বের অবস্থান থেকে 'আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ', 'উৎপাদনের বিশেষীকরণ', 'অর্থনৈতিক অখণ্ডতা' প্রভৃতি তত্ত্ব আউড়ে এসব দেশের অর্থনীতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে বেঁধে রেখেছে, এসব দেশের কাঁচা

মাল ও সম্পদ দু'হাতে লুটে নিচ্ছে, এসব দেশকে নিজেদের পণ্য বিকোবার ও পুঁজি বিনি য়োগের একচ্ছত্র জমিদারীতে পরিণত করেছে। 'সাহায্য' দেবার নাম কোরে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনবার দীর্ঘ-অনুসৃত মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা নয়া উপনি- বেশিক নীতিকে এরা হুবহু অনুকরণ করছে, এবং এভাবে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করছে।

সামরিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা একই সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ কোরে চলেছে। নিজেদের পুঁজিবাদী অর্থনীতির মৌলিক সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার ব্যর্থ আকাঙ্খায় এরা অস্ত্র-উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে এবং দুনিয়ার বৃহত্তম মারণাস্ত্রের ব্যবসায়ীতে রূপান্তরিত হয়েছে। অন্য দেশের বিপদের সুযোগ নিয়ে তারা বেশি দামে অস্ত্র বিক্রি কোরে দু-হাতে মুনাফা লুটছে এবং সে সব দেশের সার্বভৌমত্বকে পর্যন্ত পদদলিত করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। কূটনৈতিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধেকে ব্যবহার কোরে দেশে দেশে এরা গুপ্তচরদের এক ভয়াবহ জাল বিস্তৃত করেছে। এবং এভাবে কী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কী সামরিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে, এরা মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি আউড়ে কাজে সাম্রাজ্যবাদী কাজ কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। এবং একারণেই লেনিনের ভাষা ব্যবহার কোরে এদেরকে আমরা চিহ্নিত করছি 'সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ' হিসেবে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সোভিয়েত সংশোধনবাদী শাসকচক্র একইভাবে বুর্জোয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে। এই শাসকচক্রের শ্রেণী-ভিত্তি ও প্রতিনিধিত্বকারী আমলাতান্ত্রিক একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী জীবনযাত্রা প্রণালী ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পুরোপুরি বুর্জোয়া চরিত্রেরই প্রকাশ ঘটাচ্ছে। নিজেরা তারা যাপন করছে বিলাস ও ভোগের এক পরজীবী জীবন। আর মতাদর্শের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক এক বুর্জোয়া একনায়কত্ব চাপিয়ে দিয়ে তারা লেনিন-স্তালিনের যুগে গড়ে তোলা সর্বহারা ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতির ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানছে, এবং ব্যাপক জনগণকে দুর্নীতিগ্রস্ত কোরে তোলার জন্য ও নিজেদের ফ্যাসিষ্ট শাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্য ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া মতাদর্শকে সুপরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থা এবং সাহিত্য ও শিল্পকেও তারা মুনাফা অর্জনের ও 'বৈষয়িক উৎসাহ' দেবার

নীতি অনুসারে পুনর্বিন্যস্ত কোরে তুলেছে। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাটক, উপন্যাস ও সিনেমা তৈরী হচ্ছে। ফ্যাশান প্যারেড চলছে পুরোদমে, অর্ধ-নগ্ন বা সম্পূর্ণ নগ্ন নরনারী আবার শিল্পের বিষয়-বস্তু হয়ে উঠেছে, নাইট ক্লাবের হুল্লোড় চলছে, মাতলামি, রেস খেলা, লটারি বা জুয়োখেলা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে,ধর্মাসক্তি বেড়েছে, অতীতের সামন্তবাদী ও বুর্জোয়া বিলাসবহুল সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। "বিভিন্ন সাহিত্য ও শিল্পের মূল বিষয়বস্তুই হয়ে উঠেছে ভদ্‌কা, রুবল আর যৌন-উন্মাদনা"।[৬] শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে জনগণের সামগ্রিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেবার বদলে ব্যক্তি-স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে শেখানো হচ্ছে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাধারার বিকাশ সর্বতোভাবেই ঘটানো হচ্ছে। এক কথায়, পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিই সেখানে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদিও মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি আউড়ে যাওয়া হচ্ছে। একারণেই, লেনিনের ভাষা ব্যবহার কোরে একে আমরা চিহ্নিত করছি, 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' হিসেবে।

এক কথায় বলতে গেলে, স্তালিনের জীবদ্দশাতেই প্রতিবিপ্লবী সংশোধনবাদীরা পার্টি, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে গোপনে গোপনে পুঁজিবাদী নীতি ও কর্মপন্থার বিষাক্ত থাবা বিস্তার শুরু করেছিলো, ১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখল কোরে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু করেছিলো—এবং গত ১৫।২০ বছর ধরে সুপরিকল্পিতভাবে তারা সেই প্রচেষ্টাতেই কার্যকরী কোরে তুলেছে রাজনীতি, অর্থনীতি, সামরিক, কূটনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে, এবং এভাবে লেনিন-স্তালিনের হাতে-গড়া দুনিয়ার সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে তারা আজ অধঃপতিত করেছে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদে। মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও অসংখ্য তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্তেই আজ আমরা উপনীত হয়েছি। সেদেশে এখনও উৎপাদন-ব্যবস্থা মূলতঃ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, অতএব পুঁজিবাদী পথের যাত্রীরা ১৫।২০ বছর ধরে রাষ্ট্র ও পার্টির সর্বময় কর্তৃত্ব দখল ও ব্যবহার কোরে আসা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নে আজও সমাজতন্ত্র অটুট রয়েছে—এই গাঁজাখুরি সিদ্ধান্তকে যারা আজও আঁকড়ে ধরতে চাইছেন, তারা মার্কসবাদ-লেনিন-

---

[৬] সোভিয়েত ইউথ লীগের পঞ্চদশ অধিবেশনের রিপোর্ট, ১৯৬৯

বাদের বিরোধিতা করছেন, সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারী করছেন। এই নির্মম সত্যকে অস্বীকার করার কোনো পথ নেই।

দুনিয়ার একটি প্রধান শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র থেকে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদে এই অধঃপতনের ফলে অনিবার্যভাবেই তা আজ একটি সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তি হিসেবে দুনিয়ার বুকে আবির্ভূত হয়েছে, এবং লেনিন বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক নিয়ম অনুসারে তা সাম্রাজ্যবাদী অপর বৃহৎ শক্তি মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সংগে দুনিয়া জুড়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যাচ্ছে। দুনিয়ার জনগণের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে নিজেদের স্বার্থের তাগিদে তারা যদিও একদিকে 'উত্তেজনা প্রশমনের' নাম কোরে বহু ক্ষেত্রে পরস্পরের সংগে আপোষ ও সমঝোতার পথ অনুসরণ করছে, তবুও তাদের মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও খেয়োখেয়িই হচ্ছে স্থায়ী ও প্রধান। এই দুই শক্তির নিয়ন্ত্রণ, হস্তক্ষেপ, হুমকি, শোষণ ও আগ্রাসনের শিকার সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণ ও দেশগুলি।

মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকেও আগে বিরাট শক্তিশালী ও ভয়াবহ বলে মনে হতো, কিন্তু দুনিয়ার জনগণের বিপ্লবী লড়াইয়ের আগ্নেয় আঘাতে সে আজ অপ্রতিরোধ্য এক সংকটের জালে জড়িয়ে পড়েছে। সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদও সেই একই পরিণতির দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। মার্কিণ বা সোভিয়েত একটি বা দু'টি বৃহৎ শক্তি নয়, সর্বহারাশ্রেণী এবং নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলিই প্রতিনিধিত্ব করছে সামাজিক বিকাশের প্রবণতার, তারাই নির্ধারণ করছে আজকের বিশ্ব-ইতিহাসের ভবিষ্যৎ। দুনিয়ার জনগণই হচ্ছেন প্রকৃত ক্ষমতাশালী, শক্তির প্রকৃত আধার। "জনগণ, এবং একমাত্র জনগণই, হচ্ছেন বিশ্ব-ইতিহাস সৃষ্টির চালিকাশক্তি"—এই মার্কস-বাদী-লেনিনবাদী শিক্ষায় পূর্ণ আস্থা রেখেই আমাদের বিরোধিতা করতে হবে এই দুই বৃহৎ শক্তির। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ দুনিয়ার জনগণের কাছে অনেক আগেই উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে, কিন্তু 'সমাজতন্ত্রের' সাইনবোর্ডের আড়ালে মুখ ঢাকা থাকায় সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্য-বাদের প্রকৃত স্বরূপ এখনও পর্যন্ত জনতার এক বিরাট অংশের কাছে বহু-পরিমাণে অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে গেছে। আজকের তৃতীয় বিশ্বে সোভিয়েত-

সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের হুমকি, শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রধান শিকার ভারতের মানুষ হিসেবে আমাদের তাই বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে ভারত তথা দুনিয়ার জনগণের সামনে বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখোশটি খুলে দেওয়া এবং তাকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা, তার বিরোধিতা করা, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকৃত বিপ্লবী তথা ব্যাপক জনগণের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাকে ইতিহাসের আবর্জনা-স্তূপে ছুঁড়ে ফেলার উদ্দেশ্যে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যাওয়া ॥

আমাদের শিক্ষক

- "মুখে সমাজতন্ত্র, কাজে সাম্রাজ্যবাদ—অর্থাৎ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ"।
  —**লেনিন** (Collected Works : Vol 29 : P. No. 502)
- "পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ চলে এক সমগ্র ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে। এই পর্যায় শেষ হবার আগে পর্যন্ত, শোষকরা অতি অবশ্যই পুনঃপ্রতিষ্টার আশা পোষণ করে, এবং এই **আশা** পুনঃপ্রতিষ্ঠার **প্রচেষ্টায়** পরিণত হয়।"—**লেনিন** (Collected Works : Vol.28 : P.No. 254)
- "আমাদের সোভিয়েত কর্মচারীদের মধ্যে থেকেই নোতুন বুর্জোয়াশ্রেণী জন্মলাভ করছে।"—**লেনিন**(Collected Works:Vol 29 : P.No.189)
- "আমাদের সোভিয়েত দেশে এমন কোনো অবস্থা আছে কি, যা পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে সম্ভব কোরে তুলতে পারে? হ্যাঁ, আছে।"
  —**স্তালিন** (Works : Vol. 11. : P. No. 235)
- "আমরা যতো অগ্রগতির পথে যাবো, বিধ্বস্ত শোষকশ্রেণীগুলির অবশিষ্টাংশগুলি ততোই বেশী হিংস্র হয়ে উঠবে, ততোই তারা বেশি দ্রুতভাবে লড়াইয়ের তীব্রতর কায়দাগুলির আশ্রয় নেবে, ততোই তারা সোভিয়েত রাষ্ট্রের বেশি ক্ষতি করবে।" —**স্তালিন** ('On Moscow Trial.')
- "পার্টি, সরকার, সেনাবাহিনী এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গোপনে ঢুকে পড়া সংশোধনবাদীরা হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি এক ঝাড় প্রতিবিপ্লবী। পরিস্থিতি তৈরী হলেই এরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করবে এবং সর্বহারা একনায়কত্বকে রূপান্তরিত করবে বুর্জোয়া একনায়কত্বে।" —**মাও সেতুং** ('সিপিসি'র সার্কুলার : ১৬ই মে, ১৯৬৭)
- "সংশোধনবাদীদের দ্বারা ক্ষমতা দখল মানেই বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখল।" —**মাও সেতুং** ('আলোচনা' : আগষ্ট, ১৯৬৪)

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন !

● "লগ্নী পুঁজি ঔপনিবেশিক নীতির অসংখ্য 'পুরোনো' ফন্দির সঙ্গে যোগ করেছে কাঁচা মালের উৎস সন্ধান, পুঁজি রপ্তানি, প্রভাবাধীন 'অঞ্চল' প্রভৃতির জন্য লড়াই—সাধারণভাবে বলতে গেলে অর্থনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের জন্য লড়াই।"

—**লেনিন** : 'সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়'

● "উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিভিন্ন বাণিজ্য ও সাহায্যচুক্তি অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ধার দেয়, তা এ সব দেশে **সোভিয়েত রপ্তানি বাড়াতে** বিশেষভাবে সাহায্য করে। এ সব ধার··· আমাদের উৎপাদিত পণ্যের সংগে **এ সব দেশের কাঁচা মালের ক্রমাগত বিনিময়ের অনুকূল পরিবেশই** তৈরী করে।"

—**এ কোদাচেংকো** (সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ)

● বিদেশে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্য দিতে সোভিয়েত অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির যে ব্যয় হয়, অ লোহ জাতীয় ধাতুর আকর, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, রাবার, বনস্পতি, তেল, সুতিকাপড়, চাল প্রভৃতি **গুরুত্বপূর্ণ ও দরকারী পণ্য পাঠিয়ে উন্নয়নশাল দেশগুলি সেই ব্যয় পুষিয়ে দেয়** ······ **ফলে সোভিয়েত জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজন আরও ভালোভাবে মেটাবার সম্ভাবনা সৃষ্ট হয়।"**

—**এস. স্কাচ্‌কভ** (রুশ বৈদেশিক অর্থনৈতিক কমিটির চেয়ারম্যান)

● ভারতে সোভিয়েত অর্থনৈতিক সাহায্য আমাদের পক্ষে **খুবই লাভজনক** ······ **ভারত আমাদের কাছ থেকে বিনা পয়সায় কিছুই পায় না** ······সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে কারখানা তৈরী করতে সাহায্য করছে, এবং ভারত এই সব কারখানায় **উৎপাদিত দ্রব্য দিয়ে ধার শোধ করছে। এটা খুবই কার্যকরী ও সম্ভাবনাময় সহযোগিতা—কারণ, ভারতে শ্রমশক্তির কোনো অভাব নেই।"**

—**য়ুরি জুকভ** ('প্রাভদা'র অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও ভারত

রমেন খাস্তগীর

গত কয়েক বছর যাবৎ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। 'মার্কিণ প্রভাব' কথাটি শুনলে খুব নিরপেক্ষ লোকেরাও ভুরু কুঁচকে ওঠেন, তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কাছে মার্কিণ সাহায্যের অর্থই হলো বর্বর ও নগ্ন লুণ্ঠন। কিন্তু রাশিয়া—এই নামটিকে ঘিরে কিছু দুর্বলতা সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও আছে। রাশিয়া হলো লেনিন-স্তালিনের দেশ, লাল ঝাণ্ডার দেশ। সুতরাং 'রাশিয়ার প্রভাব বাড়ছে' শুনলে ভুরু কুঁচকে ওঠার কোনো সংগত কারণ থাকবার কথা নয়। তবুও যারা রাজনীতির বিন্দুবিসর্গ খোঁজ রাখেন না, অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে চলবার আপ্রাণ চেষ্টা চালান, সেইসব মানুষের কাছেও বর্তমান রাশিয়ার কার্যকলাপকে ঘিরে কিছু প্রশ্ন জাগছে।

ধরা যাক, ব্রেজনেভের সাম্প্রতিক ভারত সফরের কথা। দিল্লীতে তিনি ঘোষণা করেছেন, ইন্দিরা গান্ধী হলেন প্রগতিশীল, তাঁর হাত শক্ত করা দরকার। ইন্দিরা গান্ধীর গত আট বছরের প্রগতিশীল শাসন যারা দেখেছেন, তাদের কাছে ব্রেজনেভের এই সাম্প্রতিক উক্তিটি সহজপাচ্য হবে না। প্রগতিশীলতার যত ব্যাখ্যাই দেওয়া যাক্—সহজ কথায় একটি প্রগতিশীল শাসনে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমবার কথা। ইন্দিরা গান্ধীর আট বছরের শাসনে ঘটেছে ঠিক উল্টোটি। বর্তমানে এদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী আছে দারিদ্র্য রেখার নীচে, আগে ছিলো শতকরা ৫২ জন। উল্টোদিকে ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের পুঁজির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এক বিড়লা পরিবারেরই পুঁজি ষাটের দশকে বেড়েছে শতকরা ৭০ ভাগ। টাটা, মফৎলালের বৃদ্ধির হারও কম নয়। বর্তমান দশকেও ব্যক্তিগত পুঁজির বৃদ্ধির হার কমবার কোনো লক্ষণই নেই। অন্যদিকে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাপে সাধারণ মানুষ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। অনাহারে মৃত্যু হচ্ছে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। ভূমি সংস্কার পরিকল্পনা কাগজে

কলমেই থেকে গেছে। এদেশে শতকরা ৬৮·৬ ভাগ লোক কৃষিতে কাজ করে, অথচ তাদের হাতে জমি নেই, কিংবা খুব সামান্যই আছে। রাজনৈতিক· চিত্রটি আরও চমৎকার। ১৯৩৭ থেকে আজ পর্যন্ত একটি দিনও (১৯৬৯-এর অল্প কিছুদিন ছাড়া) এই সরকার বিনা বিচারে আটক রাখার অধিকার ছাড়া রাজত্ব চালাবার কথা চিন্তা করতে পারে নি। বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের দলীয় স্বার্থে চালাবার চেষ্টা করেছে। জেলে বন্দী হত্যা, রাজনৈতিক খুন, শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি চালানো—এ সব হলো নিত্য ঘটনা। দলীয় স্বার্থে শাসন চালাবার জন্য ২৬ বছরে সংবিধান সংশোধন করতে হয়েছে ৩৫ বার।

এহেন একটি সরকার 'প্রগতিশীল' এই প্রশংসাপত্র পেয়েছে মস্কো থেকে। প্রশংসা করেছেন সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী ব্রেজনেভ স্বয়ং। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ চিত্রটি ব্রেজনেভের কাছে গোপন আছে ধরে নেবার কোন কারণ নেই। কাজেই ব্রেজনেভ কালোকে সাদা হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, এটা ভাববার সংগত কারণ আছে।

সংশোধনবাদ কালোকে সাদা দেখে

ব্রেজনেভ ইন্দিরা সরকারের যে চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছে, বাস্তব বারবার তার বিরোধিতা করছে। তবুও ব্রেজনেভ ও তার ভারতীয় অনুরাগীরা চিৎকারশব্দে কালোকে সাদা হিসেবে চিত্রিত করবার চেষ্টা করছে কেন, তা বুঝতে হলে বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি ও বিশ্ববিপ্লব সম্পর্কে রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি কী, তা বুঝতে হবে। রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্ব মনে করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে পৃথিবী একটা 'নোতুন যুগে' প্রবেশ করেছে। লেনিনের যুগে বিশ্ববিপ্লব সম্পর্কে যে ধারণা চালু ছিল, আজকের 'নোতুন যুগে' তা আর কার্যকর থাকছে না। আজকের 'যুগে' একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব দুনিয়ার শক্তির ভারসাম্য বদলে দিয়েছে। কিন্তু এরই সাথে এসেছে পারমানবিক অস্ত্র, যা নাকি যুদ্ধের চরিত্রও দিয়েছে বদলে যদি সামান্য উস্‌কানি থেকে যুদ্ধ একবার বাঁধে, তাহলে সারা পৃথিবী যাবে। ধ্বংস হয়ে। এই 'নোতুন যুগ' অর্থাৎ পারমানবিক যুগে কমিউনিষ্ট পার্টিগুলোকে বিশ্বযুদ্ধ এড়িয়ে বিপ্লব করতে হলে নিতে হবে এক নোতুন কায়দা। এই কায়দাটি হলো ক্রুশ্চেভের 'তিন শান্তি'র কায়দা। শক্তিশালী সমাজতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে করবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান—কেউ কাউকে আক্রমণ

করবে না। এইভাবে পারমানবিক যুগে মানবসভ্যতা রক্ষা পাবার গ্যারান্টি সৃষ্টি হবে। কিন্তু বিপ্লব কী কোরে হবে—বিশেষতঃ দারিদ্র্য-নিপীড়িত তৃতীয় বিশ্বে, যেখানে সশস্ত্র বিপ্লব লড়ছে সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের সাথে? ক্রুশ্চেভ-তত্ত্ব ছিলো অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার তত্ত্ব। তাদের মূল্যাবন ছিলো, তৃতীয় বিশ্বের সদ্যস্বাধীন দেশগুলোর রাষ্ট্রনায়কেরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা করতে চাইছে। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্র সে দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় কোরে তুলবে। সেখানকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলো আরও সুসংহত হবে, তাদের শক্তি প্রতিক্রিয়ার তুলনায় বাড়তে থাকবে, আইনসভার ক্ষমতা ধীরে ধীরে তাদের করায়ত্ত হবে এবং শান্তিপূর্ণ-ভাবে-সে দেশের রূপান্তর হবে সমাজতন্ত্রে।

বাস্তব তীব্র ভাষায় ক্রুশ্চেভকে সমালোচনা করলো। মানব সভ্যতা রক্ষার মহান ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদ অস্ত্রত্যাগের মহান বাসনায় দীক্ষিত হওয়ার কোনো লক্ষনই দেখালো না। বরং দেখা গেলো, সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পাণ্ডা মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ মরীয়া হয়ে যুদ্ধাস্ত্রের উৎপাদন বাড়িয়ে চললো। এক ভিয়েতনামেই সে যা বোমা ফেলেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এত বোমা পড়ে নি। সারা দুনিয়ার সর্বত্র সে গোলমাল পাকিয়ে চলেছে। আধিপত্য বিস্তারের জন্য শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার বদলে সে প্রয়োগ করেছে মধ্যযুগীয় জলদস্যুতার নীতি। শান্তিপূর্ণ উত্তরণের জন্য যারা চেষ্টা করেছে, তাদের উপর সে নামিয়ে দিয়েছে অন্যায় যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদ গৌতম বুদ্ধ হলো না, বরং "গোলমাল পাকাও, ব্যর্থ হও, গোলমাল পাকাও, পরাজিত হওয়া অবধি" এই নীতি সে চালিয়ে যাচ্ছে। এ সমস্ত কিছুই লেনিনের "সাম্রাজ্যবাদ মানেই যুদ্ধ" এই সিদ্ধান্তকে আজও সত্য ব'লে প্রমাণিত করছে।

এই হিংস্র সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান থাকতে বিনা গৃহযুদ্ধে কোনো দেশে সমাজতন্ত্র হবে, এ চিন্তা অমার্কসীয়। বিপ্লবের মূল প্রশ্ন হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন। রাজনৈতিক ক্ষমতা কেউ স্বেচ্ছায় ছাড়ে না, যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তার দখল করতে হয়। এই যুদ্ধ কি বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতে পারে? মার্কস-বাদীদের সুস্পষ্ট জবাব হলো—না। পৃথিবীজোড়া খণ্ড যুদ্ধগুলো সাম্রাজ্য-বাদকে বিভিন্ন ফ্রন্টে ব্যস্ত রেখে দিলে তার সামগ্রিক যুদ্ধ বাঁধাবার ক্ষমতা দেয় কমিয়ে, আর যদি সাম্রাজ্যবাদ মরীয়া হয়ে বিশ্বযুদ্ধ বাঁধায় (নিজেদের

লুটের মালের বখরা ভাগ নিয়ে), তবে সে যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত আরও বেশী দেশকে সাম্রাজ্যবাদ-মুক্ত করবে। আনবিক অস্ত্র অস্ত্র মাত্র, যুদ্ধের চালিকা শক্তি হলো মানুষ—অস্ত্র নয়। কাজেই আনবিক অস্ত্র যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ করবে, এ ভেবে ভয় পাবার কারণ নেই, ওটা সত্যিই কাগুজে বাঘ।[১]

এমন অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বে অর্থনৈতিক সাহায্য কী ভূমিকা পালন করতে পারে ? সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল দেশী বুর্জোয়ার হাতে যতক্ষণ রাষ্ট্র-নৈতিক ক্ষমতা আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক সাহায্য বড় জোর সে দেশের জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশের 'ইমেজ' বাড়াতে পারে, কিন্তু সেটা সেখানকার অর্থনীতিকে সুদৃঢ় কোরে দেশটির ক্ষমতাশীল বুর্জোয়াকে "স্বাধীনভাবে" বিকাশের সুযোগ কোরে দিয়ে দেশটির প্রগতিশীল শক্তিকে সংহত কোরে সমাজতন্ত্রে পৌঁছে দেবে—এ ধারণা ভ্রান্ত। কিছু অর্থনৈতিক ডোল দিয়ে আর যাই হোক বিপ্লব করা যায় না।

"অর্থনৈতিক সাহায্যের পথে সমাজতন্ত্র" এই অভিনব কায়দায় বিপ্লবের ব্যাখ্যা বিভিন্ন মার্কসবাদী মহল থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও ক্রুশ্চেভ এবং তার শিষ্যরা তা চালিয়ে যেতে কেন দৃঢ় সংকল্প হলো, কেন তারা বাস্তব থেকে শিক্ষা নেবার বদলে বাস্তবকে তাদের মত কোরে নিতে চাইলো, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হলে স্তালিনোত্তর রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করা প্রয়োজন।

সকলেই জানেন, স্তালিনযুগের কল্পিত মন্দার (Stagnation) মোকাবেলা করবার জন্য ক্রুশ্চেভীরা নোতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন সেক্টরগুলোকে "স্বাধীন উদ্যোগ" নিতে উৎসাহ দিয়েছিলো। রাষ্ট্রায়ত্ত 'মেশিন ট্রাক্টর ষ্টেশন', যা কিনা কৃষিতে যৌথচাষের প্রোগ্রাম চালু রাখার জন্য অত্যাবশ্যক ছিলো, তাকে সেখানকার আমলাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো, তারপর উদ্যোগের 'বৈষয়িক উৎসাহ' হিসেবে নাম না কোরে আনা হলো সেক্টরগত মুনাফার চিন্তা এবং অবশেষে ১৯৬৫ সালে কোসিগিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করলো : সমগ্র সোভিয়েত অর্থনীতিতে মূলতঃ মুনাফাকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।[২] মুনাফা যেখানে উৎপাদনের চালিকাশক্তি, সেখানে উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্র যায় বদলে। উৎপাদিত দ্রব্য হলো পণ্য। মস্কোর রাস্তায় পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখা ছিলো। বিক্রয় কমিশন, কিস্তিতে বিক্রি ইত্যাদি

যাবতীয় দুষ্ট ক্ষত নিয়ে সোভিয়েত আবির্ভূত হলো পণ্য—পুঁজিবাদের মায়া-মৃগ! স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবেই সোভিয়েতে পুনরাবির্ভূত হ'লো খাজনা, দীর্ঘস্থায়ী ঋণ এবং সুদ। আর উদ্যোগ চিন্তা ছড়িয়ে পড়তে কারখানা-গুলো ঠিক করতে লাগলো, কত মজুর তারা রাখবে, আর কত হবে তার মজুরী।[৩] এই শেষের জিনিষটিই হলো শ্রম-দাসত্ব, এবং মুনাফাভিত্তিক উৎপাদন শ্রম-দাসত্ব ছাড়া টিঁকতে পারে না—মার্কস্-এর এই পুরাতন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তটি রাশিয়ার মাটিতেই আর একবার সত্য ব'লে প্রমানিত হলো। মার্কসবাদীরা তা বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করলেন।

পণ্য যখন বাজারের জন্য উৎপন্ন হয় এবং মুনাফা যখন উৎপাদনের চালিকা শক্তি হয়, তখন তার চরিত্র রাশিয়ার জন্য আলাদা কিছু হ'তে পারে না। বাজার সমস্যা এলেই আসে অতি উৎপাদনের সমস্যা, অতি উৎপাদন মোকাবেলা করতে যেতে হবে বাইরের বাজারে, অতি মুনাফা পেতে হলে যেতে হবে তৃতীয় বিশ্বে। সেখানে বাজার আলো কোরে বসে আছে বনেদী সাম্রাজ্যবাদীরা। "শান্তিপূর্ণ সহা-বস্থান" হলো তাদের সাথে আপোষে যতটা সম্ভব বাজারে ঢুকবার পাসপোর্ট জোগাড়ের ক্রুশ্চেভী কায়দা। "শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা" হলো আপোষে বাজার ভাগ করবার ব্রেজনেভী কৌশল। "শান্তিপূর্ণ উত্তরণ" হলো তাদের পছন্দমত লোকদের গদিতে বসিয়ে তৃতীয় বিশ্বে একচেটিয়া জলদস্যুতা চালাবার কোসিগিন-তত্ব। এ চরিত্র হলো সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র। পুঁজির স্বাভাবিক নিয়ম রাশিয়াকে নিয়ে গেলো সভ্যতার সবচেয়ে বড় কলঙ্ক সাম্রাজ্যবাদের স্তরে। কেবলমাত্র তফাৎ হলোঃ এ সবই করা হলো সমাজতন্ত্রের মোড়কে। মার্কসবাদীরা এর নাম দিলেন—'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ'।[৪]

হঠাৎ সোভিয়েত রাশিয়ার এমন অবস্থা কেন হলো? বহুদিন আগেই কার্ল মার্কস দেখিয়েছিলেন, সমাজতন্ত্রের গোটা জমানা জুড়ে পরাজিত বুর্জোয়ার সাথে ক্ষমতাশীল শ্রমিকশ্রেণীর চলে এক জীবনমরণ সংগ্রাম। লেনিন বলেছিলেন, পরাজিত বুর্জোয়া দশগুণ বেশী হিংস্রতার সাথে তার পুরোনো স্বর্গ ফেরত পাবার চেষ্টা করে, ক্ষুদ্র উৎপাদন, পুরাতন সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত সম্পদের দশ হাজার বছরের পুরাতন অভ্যাস—এ সবকে কেন্দ্র কোরে সে ফিরে আসবার চেষ্টা করে,[৫] এবং শ্রমিক

শ্রেণী তাকে প্রতিহত করে। এ লড়াই-এ কে জিতবে কে হারবে, তা এখনও চূড়ান্তভাবে স্থির হয়নি—যদিও সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যত নিঃসন্দেহে শ্রমিক শ্রেণীর হাতেই। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সাথে সাথে পরাজিত বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে উপরি কাঠামোতে যে সমাজতন্ত্রের গোটা জমানা জুড়ে বিপ্লব চালাতে হবে, এ ধারণা স্তালিন ও রাশিয়ার বলশেভিকদের কাছে পরিষ্কার ছিলো না, যদিও স্তালিন সিংহবিক্রমে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে তার জীবদ্দশায় রক্ষা কোরে গেছেন। কিন্তু গোটা পার্টির কাছে এই "পরাজিত বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে দু'বেলা সংগ্রাম" এর লাইন না থাকায় সতর্কভাবে অভাবে স্তালিনের মৃত্যুর আগে থেকেই এই পরাজিত বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশ্বস্ত সেবাদাস সংশোধনবাদীরা গোপনে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিলো। স্তালিনের মৃত্যুর পর দশগুণ বেশী হিংস্রতার সাথে তারা বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়। এবং তারই প্রকাশ হিসাবে তারা উদ্যোগ বিকাশের নাম কোরে "টেক্‌নোক্রাট ও বুরোক্রাট"-এর স্বর্গ মুনাফাভিত্তিক নয়া অর্থনীতি চালু করে। ক্রুশ্চেভ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা হলো হারানো সাম্রাজ্য ফেরত পাওয়ার আনন্দে দিশেহারা রাশিয়ার বুর্জোয়া। বুর্জোয়াদের অভিসন্ধিমূলক চোখে যেমন সমস্ত কালো জিনিষ সাদা হয়ে ভাসে, তথাকথিত মার্কসবাদের মোড়কে ঢাকা বুর্জোয়াদের কাছেও অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে তা-ই। বিশ্ব বিপ্লব নয়—বিশ্ব বাজারের ইপ্সিত স্বর্গলাভের উন্মাদ বাসনায় তারা সারা দুনিয়ার সমস্ত কালোকে সাদা দেখে। যদি ইন্দিরার মাধ্যমে ৫৬ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষের বাজার হাতে রাখা যায়, তবে সব সময়ই তাকে বলতে হ'বে প্রগতিশীল, গুজরাটের খাদ্য আন্দোলনের শহীদের লাল রক্তকে বলতে হ'বে সমাজবিরোধীর কালো রক্ত। চক্‌চকে রুবল কুড়াবার দর্শনের সাথে চক্‌চকে ডলার কুড়াবার দর্শনের কোনো তফাৎ নেই!

ভারতের বুকে নোতুন লুটেরা : সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ

বিরুদ্ধবাদীরা বলবেন, রাশিয়ার ভেতরের অবস্থা যাই হোক না কেন, ভারতের ক্ষেত্রে রাশিয়ার ভূমিকাকে কালো কোরে দেখবার কোনো কারণ নেই। রাশিয়ার সাহায্যের সাথে মার্কিণ বা অন্যান্য সাম্রাজ্য-

বাদীদের সাহায্যের মৌলিক তফাৎ আছে। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরা এমনভাবে ভারতকে সাহায্য দেয়, যাতে কোরে ভারত কখনই নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে, যাতে চিরকাল তাকে উন্নত দেশের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সাম্রাজ্যবাদীরা কখনই অনুন্নত দেশে ভারী শিল্প তৈরী করার জন্য কোনো সাহায্যই দিতে চায় না, উন্নত যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল থাকে তাদের হাতে, এদেশে তারা সাহায্য দেয় প্রধানতঃ ভোগ পণ্যে। তাছাড়া, সাম্রাজ্যবাদীরা সাহায্যের জন্য যে সুদ এবং পরিশোধের সর্ত রাখে, তাতে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রির অবস্থা হয় অনুন্নত দেশের। রাশিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু তা হবার নয়। এখানে সাহায্য পাওয়া যায় ভারী শিল্পের জন্য। সুদের হার এবং পরিশোধের সর্তও সহজতর। আর একটি কথাও বলা হয়ে থাকে। রাশিয়ার সাহায্য আসে প্রধানতঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে—টাটা-বিড়লার হাতে নয়। একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রায়ও সেক্টর অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে টাটা বিড়লাকে জব্দ কোরে দিতে পারবে। কাজেই রাশিয়ার সাহায্য একচেটিয়া-বিরোধিতার ক্ষেত্রে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও রাশিয়া কতকগুলো সুবিধা দেয়। ডলার এলাকার সাথে ভারতকে বাণিজ্য করতে হয় ডলারে—টাকায় নয়। রাশিয়া কিন্তু টাকায় বাণিজ্য চালাতে রাজী থাকে। অর্থাৎ রাজকোষে ডলার বা রুবল না থাকলেও ভারত রাশিয়ার সাথে বাণিজ্য করতে পারে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য, বিশেষতঃ যে দেশে রাজকোষে অধিকাংশ সময় থাকে ঘাটতি।

ভারী শিল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীরা সহায়তা করে না এবং রাশিয়া প্রভূত পরিমাণে সহায়তা কোরে এই পঙ্গু অর্থনীতিটিকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার কাজে সহায়তা করছে—এই যুক্তিটিকেই প্রথম দেখা যাক্। একথা ঠিক নয় যে, সাম্রাজ্যবাদীরা ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে 'সহায়তা' করে না। পুরোনো সাম্রাজ্যবাদের যুগে যখন সরাসরি উপনিবেশ রেখে শাসন করা চলতো, তখন অবশ্য সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ থেকে কাঁচামাল নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে পণ্য তৈরী করে আবার উপনিবেশেই তা বিক্রি করা এবং সুবিধামত ভোগ্য উপনিবেশে পণ্যের কারখানা খোলা এভাবেই চলতো। কিন্তু নয়া উপনিবেশবাদের

জমানাতে এসে তা গেছে বদ্‌লে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই ভারতবর্ষেই বর্তমান যুগে ইস্পাতশিল্পে পশ্চিম জার্মাণী ও ব্রিটেনের সহায়তায় প্রথম "হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড" তৈরী হয়। হেভি এঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে রাশিয়ার সাথে জাপানী সাহায্য, অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিসনের ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে মার্কিন সাহায্য। এর অর্থ কী এমন দাঁড়াচ্ছে যে, সাম্রাজ্যবাদ অনুন্নত দেশের মঙ্গল কামনায় তার পুরাতন চরিত্র অর্থাৎ অন্য দেশকে তার উপর নির্ভরশীল কোরে রাখার ব্যাপারটা ত্যাগ করেছে? —মোটেই তা নয়। ভারী শিল্পের ক্ষেত্রেও সে এমনভাবে সাহায্য দেয় যে, এগুলো চালিয়ে নেওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদের উপর তাকে নির্ভরশীল থাকতে হয়। এ কাজটি তারা করে "কারিগরী জ্ঞান" ও স্পেয়ার পার্টস, যা ছাড়া কারখানা চলবে না, তা তাদের হাতে রাখার মধ্য দিয়ে। এ ছাড়াও এসব কাজে তারা এমন সব পুরাতন যন্ত্রপাতি রপ্তানি করে যা তাদের দেশে অকেজো হয়ে গেছে এবং যা দিয়ে মূলধনী পণ্য তৈরী কোরে বিশ্বের বাজারে তাদের সাথে এক সারিতে দাঁড়িয়ে বিক্রি করার ক্ষমতা ছোট দেশগুলো না পায়। অন্য দেশের বাজারের কথা দূরে থাক্— বিদেশী সহায়তায় মূলধনী পণ্য (Capital goods) তৈরীর কাজে হাত দেবার প্রায় কুড়ি বছর পরেও সম্পূর্ণ ভারতে তৈরী মূলধনী পণ্য দিয়ে ভারতে কারখানা তৈরী হচ্ছে, এমন ঘটনা ক'টা দেখা যাচ্ছে? সাঁওতালদিহি বিদ্যুৎকেন্দ্র, যাকে বলা হলো সম্পূর্ণ ভারতীয় উদ্যোগ, তার ক্ষেত্রেও অবশেষে জানা গেলো, নাট বলটু থেকে যাবতীয় সরঞ্জাম এসেছে 'ইংলিশ ইলেক্‌ট্রিকালস্' মারফৎ বিদেশ থেকে।

এ ব্যাপারে রাশিয়ার ভূমিকা কী? সে কি এমনভাবে ভারতে ভারী শিল্প তৈরী করবার চেষ্টা করছে, যাতে কোরে ভারত স্বনির্ভর হয়ে ওঠে? দেখা যাক বাস্তব কী বলে।

সরকারী সংস্থায় সোভিয়েতের যে ঋণ আসে, তা অধিকাংশই প্রকল্প বদ্ধ অবস্থায় (Project tied), অর্থাৎ সোভিয়েত অনুমোদিত কোনো এক প্রকল্প চালু করবার জন্য। সোভিয়েত অনুমোদনের চাপে এমনও প্রকল্প খোলা হয়, যা ভারতের অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। মাদ্রাজের শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতির কারখানার কথাই

ধরা যাক্। এখানে ১৯৬৮ পর্যন্ত মোট ২৬৬০০০ যন্ত্র তৈরী হয়েছে, বিক্রি হয়েছে মাত্র ১০০০০। বর্তমানে এসব যন্ত্র ইরাণে বিক্রির চেষ্টা চলছে। সোভিয়েযের কিছু মূলধনী পণ্য বিক্রির জায়গা করে দেওয়া ছাড়া এটা কী কাজে লেগেছে ?

ঋণ দানের পদ্ধতি হলো Turn-key-system—অর্থাৎ প্রকল্পটি চালু করবার স্থান নির্বাচন থেকে ডিজাইন, বিনিয়োগ, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং উৎপাদিত পন্যের বণ্টন পর্যন্ত যাবতীয় কাজ করতে হবে সোভিয়েতের পরামর্শে। যাবতীয় স্পেয়ারপার্টস আনতে হবে সোভিয়েত থেকে। আমাদের এঞ্জিয়ারদের ডিজাইন, আমাদের অর্থনীতির স্বার্থে পন্যের বণ্টন এসব কিছুই বাতিল হতে পারে রাশিয়া যদি তা না চায়। এসবের অর্থ কি এই দাঁড়াচ্ছে না যে, রাশিয়ার হাতে ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কিছু জায়গা কারখানা বানাবার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি আমরা বেকারে বোঝাই এদেশে স্রেফ কিছু লোক চাকরি পাবে এই ভরসায় ?

রাশিয়ার সাহায্যে যে সব কারখানা খোলা হচ্ছে সেগুলোর ভেতরের অবস্থা আরও শোচনীয়। বোকারো হলো ইস্পাতের সবচেয়ে বড় উদ্যোগ। রাশিয়ার সহায়তায় তৈরী এই ইস্পাত কারখানায় ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তৈরী হবে স্রেফ লৌহপিণ্ড, যা কিনা কেবল রাশিয়ার বাজারে পাঠানো হবে। এরপর যদি নিন্দুকে বলে, এদেশ থেকে আকরিক লোহা জাহাজ বোঝাই কোরে নিয়ে যাওয়ার বদলে এদেশের সস্তা শ্রমে তা লৌহপিণ্ডে পরিণত কোরে নিয়ে যাওয়া ছাড়া পুরাতন বৃটিশ শয়তানির সাথে নোতুন সোভিয়েত সহযোগিতার কোন তফাৎ নেই, তাহ'লে কি তা এক কথায় নাকচ করা যাবে ? বোকারো, ভিলাই, মিগনির্মান কারখানা প্রভৃতি সোভিয়েত প্রকল্প-গুলিতে অধিকাংশ যন্ত্রপাতি ও স্পেয়ারপার্টস আনতে হয় রাশিয়া থেকে। বানিজ্যিক লেনদেন দিনের পর দিন স্ফীত হয়ে উঠছে রাশিয়া থেকে আনা স্পেয়ার পার্টস-এর পরিমাণ। এমনকি অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের স্পেয়ার পার্টস-এর তুলনায় রাশিয়ান স্পেয়ার-পার্টস নিম্নমানের এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে।

কারিগরী জ্ঞানের কথা তুললে দেখা যাবে, ক্রমবর্ধমান ভারতীয়করণের পরি-বর্তে সোভিয়েত রাশিয়া তার প্রকল্পগুলোতে বিশেষজ্ঞ রেখে দেবার ব্যাপারে মার্কিণ বা ব্রিটিশকেও ছাড়িয়ে গেছে। ভিলাইএ উৎপাদন শুরু হবার এত-

দিন পরেও সেখানে ৬০জন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ থেকে গেছে। তারা ২-উ পাদন পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করে।[৬] বোকারোতে আছে ৫০০জনের মত বিশেষজ্ঞ।[৭] তাদের জন্য আছে আলাদা কলোণী, জীবন সেখানে প্রচণ্ড বিলাসপূর্ণ, সর্ব্বোচ্চ মাইনে ৩৫০০০ টাকা (যেখানে ভারতের রাষ্ট্রপতির মাইনে ১০০০০ টাকা)। খরচ কমাবার জন্য ভারত একটি অনুসন্ধান কমিটি করতে চেয়েছিলো, সোভিয়েত তা নাকচ কোরে দেয়।[৮] বিশেষজ্ঞর কারিগরীজ্ঞান ভারতীয়দের দেবার ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ করে, ভারতীয়করণ সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা তাদের নেই। কারিগরী ফি বাবদ ভারত বিদেশে যতটাকা পাঠায়, তার শতকরা ৪০ ভাগই নেয় রাশিয়া এরপর যদি বলা হয়, অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের মতই কিংবা তাদের চেয়েও বেশী জঘন্য কায়দায় ভারী শিল্পের নাম কোরে রাশিয়া ভারতের উপর নয়াউপনিবেশিক শোষণ চাপিয়ে দিচ্ছে, তবে তা কি খণ্ডন করা যায়?

ভারতের ক্ষেত্রে রাশিয়ার এই নয়া উপনিবেশিকবাদী নীতির আরও দু'টি চাঞ্চল্যকর উদাহরণ এপ্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। রাশিয়া চাপ দিয়ে ভারতকে দিয়ে এমন সব জিনিষ তৈরী করছে, যার সবটাই ভারত রাশিয়াকে বিক্রি করতে বাধ্য থাকবে। যেমন, মেশিনটুলস্ বা তুলোজাত দ্রব্য। এসবের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কিন্তু রাশিয়ার কাছ থেকেই ভারতকে কিনতে হবে। যেমন, 'ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস' পত্রিকার রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ১৯৭২ সালে ভারত ২০ হাজার টন তুলো রাশিয়া থেকে কিনে (ভারতে তুলোর বাজার দর ছিলো প্রতি বেল ১৯০০ টাকা, কিন্তু রাশিয়ার কাছ থেকে কিনতে হয়েছে প্রতি বেল ২৬০০ টাকা দরে) তা দিয়ে সুতিবস্ত্র ইত্যাদি উৎপাদন কোরে রাশিয়াকেই সেটা আবার বিক্রি করেছে বাজার থেকে কম দামে। এতে ভারতের ক্ষতি হয়েছে কম কোরেও ২ কোটি টাকা। রাশিয়া আবার ভারতে প্রস্তুত সেই পণ্যগুলিই অন্য দেশে বেশী দামে বিক্রি করেছে (কখনও বা জোচ্চুরি কোরে 'রাশিয়ায় প্রস্তুত' ছাপ মেরে!) —এবং এভাবে সব দিক দিয়েই মুনাফা লুটেছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েও ভারত সুবিধে করতে পারেনি। এ থেকে এই অভিযোগ ওঠে যে, রাশিয় মার্কিণ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের মতোই ভারতের সস্ত শ্রমকে শোষণ করছে এবং ভারতকে একটি 'processing' করবার কারখানায় পরিণত করেছে—তবে তার উত্তর কী দেওয় যাবে?

১৯৬৯ সালে রাশিয়া ভারতকে ৫৪ হাজারটি ৮৫ টনের ওয়াগন সরবরাহ করার অর্ডার দিয়েছিলে। দাম যা ঠিক হয়েছিলো, তা এর উৎপাদন-খরচের ও কম। ভারত সরকার এদেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির নিয়ন্ত্রিত পাঁচটি কোম্পানিকে দিয়ে এই ওয়াগনগুলি তৈরী করলো। কিন্তু এরা উৎপাদন খরচের কমে বিক্রি করবে কেন? তাই তাদের মুনাফা করবার সুযোগ দেবার জন্য ভারত সরকার তাদের 'ভরতুকি' দিয়েছিলো। শুধু তাই নয়, রাশিয়ায় শূন্য তাপমাত্রারও নীচে এই ওয়াগনগুলি ব্যবহৃত হবে বলে ভারতকে নিজের বিদেশী মুদ্রা খরচ কোরে এজন্য জাপান থেকে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ইস্পাত পর্যন্ত কিনে এনে দিতে হয়েছিলো। অর্থাৎ, উৎপাদন-খরচের কমে ওয়াগন কিনে মুনাফা কামালো রাশিয়া, এবং এই প্রক্রিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী ও মুৎসুদ্দি দেশী পুঁজি—এবং সমস্ত টাকাটাই দিতে হলো রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে—অর্থাৎ, ভারতের দরিদ্র জনগণের পকেট থেকে। এরপর কেউ যদি রাশিয়াকে 'ভারতের জনগণের বন্ধু' হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার কোরে বসেন, তবে কোন্ যুক্তিতে তার বিরোধিতা করা যাবে?

সোভিয়েত সাহায্যর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে কথাটি রাশিয়ার সমর্থনে বলার আছে তা হ'লো—সোভিয়েত ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার খুবই কম। যেখানে মার্কিণ বা পশ্চিম জার্মানীর সুদের হার ৬% থেকে ৭%, সেখানে সোভিয়েত সুদ ২% থেকে ৩% এর বেশী কখনই হয় না। চুক্তির এই একটি দিক দেখলে মনে হবে, সোভিয়েত ঋণ ভারতের ক্ষেত্রে সত্যিই খুব সুবিধা-জনক অবস্থা কোরে দিয়েছে। বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখা যাক্।

উন্নত দেশ থেকে ধার নেবার ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশগুলোর সবচেয়ে বড় যে অসুবিধা থাকে তা হলো: ধারের টাকায় প্রকল্প খুলে সেই প্রকল্পে উৎপাদন কোরে তার বিক্রির টাকা থেকে ধার-দেনা শোধের ব্যবস্থা না থাকলে ধারের সুদ মেটাতে তাকে আবার ধার করতে যেতে হবে। প্রকল্প খুলে তার উৎপাদনের টাকার ধার মেটানো—এটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সাম্রাজ্যবাদ এটা জানে, এবং কিছুতেই তার জন্য দীর্ঘ সময় অনুন্নত দেশকে দিতে রাজী হয় না। ফলে সুদ মেটাতে আবার নোতুন ধার করতে যাওয়া—এটা অনেকটা মহাজনের কাছে ধার করার মত দাঁড়িয়ে যায়—আসল টাকা আর শোধ হয় না শুধুই সুদ গুণতে হয়। রাশিয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আলাদা কিছু সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে কি? আসল মেটা-

বার জন্য কতটা সময় পাওয়া যাচ্ছে—এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা না করেই বলা যায়, বর্তমানে রাশিয়ার কাছেও সুদ মেটাতে ধার করতে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে ভারতের। ১৯৬৮-৬৯ সালে রাশিয়া থেকে ভারত পেয়েছে ধার বাবদ ৪২ কোটি টাকা, আর সে বছরই শোধ করতে হয়েছে ৫৩ কোটি টাকা। ৯—১৯৭১-৭২ সালে ভারত রাশিয়া থেকে ধার নিয়েছে ১৯৪ কোটি টাকা, সুদে আসলে শোধ দিয়েছে ৩৫০ কোটি টাকা।

এটা ঠিক যে, সুদের হার কম হওয়ার একটু স্বস্তির কারণ আছে, কিন্তু "স্বাধীন অর্থনীতি" গড়তে দিতে হ'লে অনুন্নত দেশকে যে সুবিধা দিতে হবে, তাহলো, বিদেশী টাকায় প্রকল্প গড়ে সেই প্রকল্পে উৎপাদন ঘটিয়ে তার টাকায় সহজ কিস্তিতে ধার পরিশোধের সুযোগ। দেখতে হবে কোনো মতেই একটি প্রকল্পের টাকা শোধ করতে এবং সুদ দিতে অনুন্নত দেশকে যেন যেন সেই প্রকল্পের বাইরের আবার ধার না করতে হয়।—এ কাজে সহায়তা কোনো সাম্রাজ্যবাদীরা করে না, রাশিয়ার ক্ষেত্রেও আলাদা কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

এবার সুদের হারের কথা ধরা থাক্। সুদ কম নেয় রাশিয়া। কিন্তু তার বদলে সে চাপিয়ে দেয় কতকগুলো অসম চুক্তি। ১৯৬৮ সালের চুক্তিমত তিন বছর ধরে রাশিয়া ভিলাই থেকে কয়েকলক্ষটন ইস্পাত কিনেছে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ১০% কম দামে। মোট মুনাফা ১৫ কোটি টাকা। বোকারো থেকে নেবে লৌহপিণ্ড যা রাশিয়াতে processing কোরে ইস্পাত বানিয়ে রাশিয়া পাবে অর্থনৈতিক সুবিধা। ১৯৬৯ সালে ভারতের পাট-সংকটের সুযোগে পাটের রপ্তানি শুল্ক ৩০% কম দিয়ে রাশিয়া আর পাঁচজন সাম্রাজ্যবাদীর মত সুবিধা ক'রে নিয়েছে। ৫০০০ টন ইস্পাত ভারতে পাঠিয়ে তা দিয়ে এদেশে ৫০০০০ টন নাট বলটু তৈরী করিয়ে সবটাই দেশে ফিরিয়ে নেবার সুবিধা পেয়েছে রাশিয়া। ১০ কিংবা রাশিয়া থেকে তুলো, উল জার্মান সিলভার এবং ইস্পাত পাঠিয়ে এদেশে ভোগ্য পণ্য তৈরী করে সবটাই কিনে নেবার ব্যবস্থা করেছে রাশিয়া। ১১ সস্তায় ঋণ দেবার বদলে সস্তা ভারতীয় শ্রমে নিজের বাজারের প্রয়োজনে পণ্য তৈরী করানোর সুবিধাটুকু রাশিয়া ভারতের কাছে আদায় করে নিয়েছে।

ঋণবাবদ যে সাহায্য আসে, সেটির ক্ষেত্রেও রাশিয়ার সর্ত আমেরিকার

চেয়ে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। ঋণের টাকায় সবকিছু কিনতে হ'বে রুবল এলাকা থেকে। এটার অর্থ খুব পরিষ্কার। পাঁচটা বাজার ঘুরে একটা জিনিষ কিনলে সস্তা পাবার যে সম্ভাবনা থাকে, একজনের কাছেই কিনতে হলে, সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। রাশিয়ার বাজারে পণ্য কিনতে গিয়ে ভারতের হয় সেই অবস্থা। রাশিয়া ইউরোপের বাজারে একটন নিকেল বিক্রি করে ১৫০০০ টাকায়, কিন্তু ভারতকে বিক্রি করে ডবল্ দামে। ট্রাক্টরের স্পেয়ার-পার্টস ভারতে পাঠিয়েছে বাজারের তিন-গুণ দামে। আন্তর্জাতিক বাজারে রাশিয়ার মিগ-২১ বিমানের দাম ৬২ লক্ষ টাকা। ভারতে রুশ সাহায্যে তৈরী এবিমানের দাম পড়ে এক কোটি দশলক্ষ টাকা তার মধ্যে রাশিয়া থেকে আমদানী করা যন্ত্রের দামই ৮০ লক্ষ টাকা। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। রাশিয়ার সাহায্য রাশিয়ার কাছে ভারতকে বাধ্যতামূলক ক্রেতায় পরিণত করেছে, ঠিক আর পাঁচটা সাম্রাজ্যবাদী যা কোরে থাকে। অর্থনীতির উৎসাহী ছাত্ররা হিসেব কোরে দেখতে পারেন, কমসুদে ধার দেবার জন্য রাশিয়ার যা 'ক্ষতি' হয়, তা কতগুণ পুষিয়ে যায় সস্তায় ভারতীয় পণ্য কেনার চুক্তি কোরে এবং বেশী দামে ভারতে তাদের পণ্য বিক্রি ক'রে।

এরই মানে বিচার করা যাক্ বাণিজ্যিক লাভ লোকসানের প্রশ্নটিকে। রাশিয়ার সাথে ভারতের বাণিজ্য হয় 'টাকায়'। টাকা যখন বিশ্বে অনাদৃত মুদ্রা তখন রাশিয়া এই সুযোগ কোরে দিয়ে ভারতকে কৃতজ্ঞ কোরে রেখেছে—একথা বলা হয়। একনজরে রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের একটা খসড়া হিসেব করলে দেখা যায়, রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যে অনেক সময়ই আমাদের উদবৃত্ত থাকে।[১২] এই উদবৃত্ত নিয়ে আমরা কী করতে পারি? ওই উদ্বৃত্ত কোনো আন্তর্জাতিক মুদ্রায় রূপান্তরিত কোরে তা দিয়ে কোন প্রয়োজনীয় পণ্য অন্য বাজার থেকে কেনবার অধিকার আমাদের থাকে না। কিনতে হলে কিনতে হবে রাশিয়ান পণ্য, তাও আবার বাজার থেকে চড়া দামে। কথা উঠতে পারে; আমরা যেসব পণ্য রাশিয়ার বাজারে পাঠিয়ে লাভ করি তার আন্তর্জাতিক বাজার নেই, কাজেই রাশিয়া কিনছে এটাই বড় কথা। এ যুক্তির সমর্থনে কোনো তথ্য নেই। আমাদের রপ্তানি তালিকায় আছে আমাদের চিরাচরিত পণ্য—যার চিরকালই বাজার আছে।[১৩]

সুবরাং যা দাঁড়াচ্ছে তা হ'ল আমাদের চিরাচরিত পণ্য, যা যে কোনো বাজারে বিক্রি হতে পারে এবং যা বিক্রি কোরে যে কোন বাজার থেকে সস্তায় আমাদের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারি, তা রাশিয়ার বাজারে পাঠিয়ে স্রেফ রাশিয়ার পণ্য (তাও বেশী দামে) কেনবার অধিকার আমরা অর্জন করি। কাজেই আমাদের প্রশ্ন: টাকায় বাণিজ্য কোরে কে কার উপকার করছে? রাশিয়ার নিজেই স্বীকার অনুসারে "বিদেশে অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্য দেবার জন্য সোভিয়েত অর্থনৈতিক সংস্থাগুলোর যে ব্যয় হয়, অলোহ জাতীয় ধাতুর আকর; তেল, প্রাকৃতিক রাবার, বনস্পতি তেল, সুতি কাপড়, চাল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ও দরকারী পণ্য পাঠিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো সেই ব্যয় পুষিয়ে দেয়।...... ফলে সোভিয়েত জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজন আরও ভালোভাবে মেটাবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।" [১৪] মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!

টাকায় বাণিজ্যে সবচেয়ে বড় যে লাভ হবার কথা তা হলো: পুঁজি-বাদী দুনিয়ায় টাকার অবমূল্যায়ন হ'লেও রাশিয়ার বাণিজ্যে তার ছাপ পড়বার কথা নয়। মজার কথা, ১৯৬৬ মার্কিণচাপে টাকার দাম কমাতে বাধ্য হ'বার পর ভারত দেখলো, সোভিয়েত না ব'লে টাকার অবমূল্যায়ন করালো—রাশিয়া থেকে রপ্তানি করা প্রতিটি জিনিষের দাম বাড়লো; অজুহাত, রাশিয়ার জিনিষের দাম নাকি যথেষ্ট কম! ভারতের শত অনুরোধেও রাশিয়া কান দিলো না। [১৫] এবং অতি সম্প্রতি মস্কো থেকে পিটিআই পরিবেশিত সংবাদে জানা গেছে, এ বছর মার্চ পর্যন্ত ভারতীয় টাকা ও রুশ রুবলের বিনিময় হার ছিলো—১০০ : ১১.৩৯। ১লা মে থেকে রাশিয়া এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটায় নোতুন বিনিময় হার করেছে—১০০ : ৯.৫০। অর্থাৎ রাশিয়া জোর কোরে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য ১৬.৫% কমিয়ে দিয়েছে। সুতরাং টাকায় বাণিজ্য শুনতে যতই ভালো লাগুক, যেহেতু টাকার উদ্বৃত্ত অন্য বাজারে নিয়ে যাওয়া যাবে না এবং বিপদের দিনে যথারীতি টাকার অবমূল্যায়নও ঘটবে, কাজেই টাকার বাণিজ্য রাশিয়ার কাছ থেকে কোনো বিশেষ সুবিধা আনতে পারছে না ভারতের অর্থনীতির জন্য।

রাশিয়ান সাহায্যের প্রশ্নটিকে ঘিরে সবচেয়ে বেশী ড্রাম বাজানো হয়

ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরের বিকাশের ক্ষেত্রে সোভিয়েতের 'গৌরবময় ভূমিকাটিকে কেন্দ্র কোরে। এমন ভাব দেখানো হয় যে, রাশিয়া টাটা-বিড়লার হাতে টাকা না দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরের বিকাশ ঘটিয়ে ভারতীয় জনতার সেবা করছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন কি কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীদের মধ্যেও নানা প্রচারে একটা মোহ সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ কারখানায় যেমন মালিক ও তার মুনাফার পাহাড়কে চোখের সামনে দেখা যায় এবং শ্রমিক জনতার দুর্দশার কারণ হিসেবে মালিককে চিহ্নিত করা যায়, নৈর্ব্যক্তিক রাষ্ট্রীয় সেক্টরে তা চিহ্নিত করার সহজ কোনো উপায় নেই। সুতরাং "তুলনামূলকভাবে রাষ্ট্রীয়করণ হলো ভালো জিনিষ" এমন একটি ধারণা সাধারণভাবে প্রচলিত আছে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে সোভিয়েত সাহায্য ভারতের বড় পুঁজিপাতিদের ক্রমশঃ কোণঠাসা কোরে ফেলছে—এমন প্রচার চালু করা গেছে।

প্রথমতঃ; একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, সোভিয়েত ভারতে স্রেফ রাষ্ট্রীয় সেক্টরে সাহায্য দিয়ে গেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরের পাশাপাশি রাশিয়া এখানকার ব্যক্তিগত পুঁজিরও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করছে—তা ও আবার সি, পি, আই নিন্দিত বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজি। টাটার অ্যাসোসিয়েট সিমেণ্ট হাঙ্গারির সাথে, বিড়লা জুটমিলে পূর্ব জার্মাণীর সাথে, বিজু পট্টনায়কের কলিঙ্গ ইণ্ডাষ্ট্রিসে পোল্যাণ্ডের সাথে এবং বিড়লার হিন্দুস্তান অ্যালুমেনিয়াম-এ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রাক্তন বলশেভিকরা এখন গাঁটছড়া বেঁধেছেন। এ সম্পর্কে অতিরিক্ত মন্তব্যের প্রয়োজন নেই।

এবার আসুন, রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরের অর্থনীতিকে আলোচনা করা যাক্। একথা ঠিক যে সোভিয়েত ঋণের একটা বড় অংশ আসে রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে। কিন্তু 'রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টর মানেই পুঁজিবাদের উপর একটি আঘাত'—এই চিন্তাকে আমরা নাকচ করছি। তুলনামূলক প্রতিযোগিতার যুগ শেষ হয়ে পুঁজিবাদ যখন পুঁজির দ্রুত কেন্দ্রীভবন ঘটাচ্ছিলো তখনই মার্কস দেখিয়েছেন, পুঁজির আছে সামাজিক চরিত্র এবং বেশী পুঁজির মালিকদের হাতে ধীরে ধীরে উৎপাদন-নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা আসে। এঙ্গেল্‌স্ দেখিয়েছেন, এটা চলতে থাকলে অবশেষে "রাষ্ট্র যা কিনা পুঁজিবাদী সমাজের অফিসিয়াল প্রতিনিধি তার

হাতেই উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এসে পড়ে।"[২৬] লেনিন দেখিয়েছেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার জার্মান অর্থনীতির কাঠামো এঙ্গেল্‌স্-এর এই উক্তির সঠিকতা প্রমাণিত করেছে। সুতরাং মার্কসবাদীদের মতে, রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরের বিকাশ পুঁজিবাদের চরিত্রবদলে তাকে আলাদা কিছুতে দাঁড় করায় না। রাষ্ট্রায়ত্ত পুঁজিবাদ পুঁজিবাদই, তাকে যতই সুন্দর ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে দাঁড় করানো হোকনা কেন, এখানকার মুনাফা একদল বিশেষ সুবিধাভোগী "টেকনোক্রাট ও ব্যুরোক্রাট" তৈরীর কাছে লাগে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত পুঁজি থাকলে তার অস্তিত্ব ও বিকাশের স্বার্থে এখানকার সুফলগুলো কাজে লাগানো হয়। "ভারতবর্ষের মিশ্র অর্থনীতি" যাতে কিনা রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টর এবং ব্যক্তিগত পুঁজির সেক্টর পাশাপাশি অবস্থান করছে, সেটিকেও খুঁটিয়ে দেখলে একই চিত্র বেরিয়ে আসে।

গত ২৬ বছরের মিশ্র অর্থনীতি ভারতবর্ষে পুঁজিপতিদের ক্ষমতা খর্ব তো করেই নি, বরং তাদের ফুলে কেঁপে উঠতে সাহায্য করেছে। "দ্বিতীয় শিল্পনীতি" (১৯৫৬), যাতে কিনা মিশ্র অর্থনীতির পূর্ণ রূপটি ছকে দেওয়া হয়েছে, তার প্রায় কুড়ি বছর পরে ও দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের নীট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা ৮৬'৪ ভাগ আসে প্রাইভেট সেক্টর থেকে। মোট লগ্নীর ৮৫ শতাংশ এবং মূলধনী লগ্নীর ৫৫'৬ শতাংশ হয় প্রাইভেট সেক্টের। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যেও দেখা গেছে মোট মূলধনী লগ্নিতে প্রাইভেট সেক্টরের দাপট আদৌ কমেনি। প্রথম পরিকল্পনায় তার অংশ ছিলো ৫৯%, দ্বিতীয়তে ৪৯%, ১৯৬৬-৬৭তে ৫০% এবং ১৯৬৭-৬৮তে ৫৬%।[১৭] এর সাথে মিলিয়ে নিন মনোপলি কমিশনের বক্তব্য। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৭ এই ক'বছরে টাটার পুঁজি হয়েছে ৪২০ কোটি টাকা থেকে ৫৫০ কোটি টাকা। বিড়লার হয়েছে ২৯০ কোটি থেকে ৫১০ কোটি টাকা। বর্তমান অংক অবশ্যই আরও বেশী কাজেই শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় সেক্টর প্রাইভেট সেক্টরের বাড়বাড়ন্তকে কোনঠাসা করে আনছে এ বক্তব্য টিঁকছে না!

এখন এক দেশে যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরের বিকাশ ব্যক্তিগত পুঁজির বিকাশের রাস্তা বন্ধনা কোরে তাকে ফুলে ফেঁপে উঠতে সহায়তা করছে, সেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে আরও টাকা ঢেলে পুঁজি বিনিয়োগের উপায় কোরে দিয়ে রাশিয়া কাকে 'সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিচ্ছে—ভারতীয় জনতাকে না টাটা বিড়লাকে।

আমরা কিন্তু আর একটু বেশী বলতে চাই। সাম্রাজ্যবাদ তার প্রথম যুগে কলোনীগুলো থেকে কাঁচামাল নিয়ে এবং কলোনীতে তৈরী পন্য পাঠাবার সাথে লগ্নীপুঁজি রপ্তানির জন্য কিছু বশংবদ মুৎসুদ্দির হাতে কিছু নড়বড়ে কারখানা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতো। লগ্নীপুঁজির পরিমান অনুযায়ী এটাই ছিলো যথেষ্ট। অপ্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ নয়াউপনিবেশবাদের যুগে এসে সাম্রাজ্যবাদ তার বিপুল পরিমানের লগ্নিপুঁজি ভোগ্য পন্যের কারখানা বাবদ তার কিছু মুৎসুদ্দির হাতে দিয়েই তার সঞ্চালন ঠিক রাখা এবং সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ করা এই দুইসর্ত পালন করতে পারে না। টেক্‌নোলজির অবিশ্বাস্য অগ্রগতি তাকে করেছে কলকাঠি নিজের হাতে রেখেই কলোণীতে তাদের দেশের পুরাতন কিন্তু কলোণীর ক্ষেত্রে নতুন টেক্‌নোলজি কাজে লাগাবার মত ভারীশিল্পে বিপুল পরিমানে লগ্নিপুঁজি বিনিয়োগ করতে। এই বিপুল লগ্নির দায়িত্ব কোন একক হাতে দেবার বদলে 'রাষ্ট্র' নামক নৈর্ব্যক্তিক সংগঠনে ন্যস্ত করা হলো সবচেয়ে সুবিধাজনক। লগ্নির স্বাভাবিক ঝুঁকি রাষ্ট্রখুব সহজে নিতে পারে, তাকে দেওয়া নিরাপদও কারণ লোকসান হ'লেও একটা নির্দিষ্ট হারে সুদ কিন্তু পাওয়া যাবে। আসল হারাতে পাবে একমাত্র রাষ্ট্রের চরিত্র বদলালে, আর রাষ্ট্রের চরিত্র যে বিপ্লব ছাড়া বদলায় না, সেটা সাম্রাজ্যবাদ খুব ভালোভাবেই বোঝে। কাজেই, আমূল পরিবর্তন যতদিন না হচ্ছে, ততদিন এটা লগ্নীর পক্ষে খুব নির্ভরজনক মাধ্যম। অর্থ-নীতির উৎসাহী ছাত্ররা এবিষয়ে আরও গবেষণা চালাতে পারেন। তবে এমন একটি ব্যবস্থা যে বনেদী সাম্রাজ্যবাদ আমেরিকার কাছে নিন্দিত কিছু নয় তার প্রমান মিলবে একটি পরিসংখ্যান থেকে। ভারতে আজ পর্যন্ত যত সাহায্য এসেছে তার শতকরা আশিভাগ আছে রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে। ভারতে মোট সাহায্যের সিংহভাগ যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এটা অধিকাংশ মানুষেই জানেন। সুতরাং রাষ্ট্রকে সাহায্য দেওয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত বনেদী সাম্রাজ্যবাদীর কাছেও একটি লোভনীয় বিনিয়োগ হয়ে দাঁড়িয়ে তা অনুমান করা যায়—সোভিয়েতের কথা না হয় নাই তুললাম। সুতরাং বলা যেতে পারে, তৃতীয় বিশ্বের বিক্ষুব্ধ দরিয়ায় লগ্নীপুঁজির সবচেয়ে নিরাপদ তরণীর নামই হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টর।

রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে দেশী বুর্জোয়াদেরও ক্ষতির কোন কারণ নেই। যে সব শিল্পে বিশাল পুঁজি লাগে (যেমন ভারী শিল্প) এবং তা দীর্ঘদিন ধরে আটকে

রাখতে হয় তাও আবার তুলনামূলকভাবে কম মুনাফায় সে পুঁজি কোন একক বুর্জোয়া খাটাতে পারে না—বিষেশতঃ ভারতের মত অনুন্নত দেশে যেখানে পুঁজির শক্ত ভিত্তি সাম্রাজ্যবাদই করতে দেয়নি। সেখানে পুঁজি যদি বিদেশ থেকে আসে এবং যেখানকার উৎপাদিত মূলধনী পণ্য যদি দেশী বুর্জোয়া সহজ দামে পায়, তবে সে তার বিরোধিতা করতে কেন? তাদের সহজ দামে দিতে এবং বিদেশকে মাত্রাতিরিক্ত সুদ দিতে গিয়ে এসব সেক্টরে হয়ে লোকসান। এই লোকসান এবং আটকে-থাকা পুঁজির ওপর বিদেশকে সুদ গোনবার দায়িত্ব চাপানো হয় জনতা-জনার্দনের ঘাড়ে। সুতরাং এই প্রগতিশীল রাষ্ট্রীয় পুঁজি টাটার আশীর্বাদ পাবে না কেন?

শক্তিশালী, রাষ্ট্রীয় সেক্টর গড়ে রাশিয়া এদেশের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের জব্দ করছে—এবক্তব্য কোথাও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। বরং যা দাঁড়িয়েছে তাহলো: রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে লগ্নী কোরে রাশিয়া লাভ হোক লোকসান হোক একটা নিয়মিত সুদ পেয়ে যাচ্ছে, আর রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরগুলো লোকসানের পর লোকসান দিয়ে জাতির (অর্থাৎ টাটা বিড়লার!) সেবা কোরে যাচ্ছে। গত ক'বছরে যখন দেশী পুঁজিপতিদের বাড় বাড়ন্ত অবস্থা, তখন সব সরকারী অবস্থা মিলিয়ে লোকসান দাঁড়িয়েছে ১৯৬৯-৭০ এ ৫২৭ কোটি টাকা এবং ১৯৭০-৭১ এ ৩৮৭ কোটি টাকা। এক হেভি এঞ্জিনিয়ারিং এ ১৯৬৯-৭০ এ ক্ষতি হয়েছে ১৭·২৪ কোটি টাকা, ১৯৭০-৭১ এ ১৮·৩৩ কোটি টাকা।[১৮] অথচ এই ক্ষতির কনামাত্রও সোভিয়েত রাশিয়া (যে এসব খাতে সবচেয়ে বেশী টাকা দেয়) বহন করেনি। চুক্তিমত সে লগ্নী পুঁজি থকে যথারীতি সুদ নিয়ে গেছে; সে টাকা দিতে হয়েছে জনগণকে। এরপর যদি বলা হয় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরের ধুয়া তুলে জনগণের উপর আর এক শোষণ নামাবার চক্রান্তের অংশীদার হলো রাশিয়া—তবে তা অবশ্যই খণ্ডন করা যায় না।

সবশেষে, আরেকটি তথ্য জানানো দরকার। রাশিয়া যে ছাপান্ন কোটি জনতার বাসভূমি ভারতকেই বেছে নিয়েছে তার সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী শোষনের সবচেয়ে বড়ো ও সুবিধেজনক মৃগয়াভূমি হিসেবে, তার প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বর্তমানে রাশিয়া যতো টাকা 'সাহায্য' হিসেবে দিয়ে থাকে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো অংশটাই পেয়ে থাকে ভারতবর্ষ। কাজেই 'মহান' রুশ নয়া জারদের প্রেম-ধন্য ভারতীয় শাসকবৃন্দকে তারা যে একটু বিশেষ প্রীতির চোখে দেখবে, কথায় কথায় তাদেরকে

'প্রগতিশীল', 'সমাজতান্ত্রিক পথের যাত্রী', ইত্যাদি চমৎকার চমৎকার বিশেষণ দিয়ে মহিমান্বিত করতে চাইবে—তাতে আর অবাক হবার কী থাকতে পারে !

রুশ নয়া জারদের ভারত-প্রেম

প্রশ্ন উঠতে পারে, এতো দেশ ছেড়ে রুশ নয়া জাররা ভারতকে কেন বেছে নিলো তাদের প্রধান মৃগয়াভূমি হিসেবে ? লেনিন দেখিয়ে গেছেন, "সাম্রাজ্যবাদের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আধিপত্য বিস্তারের জন্য কয়েকটি বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ।...বিশেষ কোনো বিদ্বেষ থেকে পুঁজিপতিরা দুনিয়াকে ভাগাভাগি করে না, কেন্দ্রীভবনের পরিমানই মুনাফা অর্জনের জন্য তাদের এ পথে যেতে বাধ্য করে", অতীতের সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জনগণের স্বার্থে যে অভূতপূর্ব কেন্দ্রীভবন ঘটেছিলো, পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার ফলশ্রুতিতে তা অনিবার্যভাবেই মুনাফাভিত্তিক কেন্দ্রীভূত পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং মুনাফার তাড়নাতেই রাশিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণী আজ বাজার, কাঁচা মালের উৎস, পুঁজিবিনিয়োগের ক্ষেত্র, প্রভাবাধীন অঞ্চল ও ভূখণ্ডের জন্য অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে বাধ্য হয়েছে। এবং তাদের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবচেয়ে বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান পাণ্ডা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে। মার্কিণ ও রাশিয়া—এই দুই বৃহৎ শক্তির সবচেয়ে বড়ো শিকারই হচ্ছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার—অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি। এদের মধ্যে আবার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ ভারতবর্ষের। ভারতের এই গুরুত্ব রাশিয়ার পুরোণো জাররাও উপলব্ধি করেছিলো, কিন্তু তৎকালীন প্রবলপরাক্রান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা এঁটে উঠতে পারেনি। পুরোণো জারদের এই অচরিতার্থ স্বপ্নকেই আজ বাস্তবে রূপ দিতে চাইছে রুশ নয়া জাররা, ভারতকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার কোরে এশিয়ার এই অঞ্চলে তারা শোষণের নির্মম থাবাকে ক্রমবিস্তৃত কোরে তুলতে চাইছে। অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশগুলিতে প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের যে সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্খা ভারতীয় শাসকশ্রেণী দীর্ঘদিন ধরে পোষণ কোরে আসছে, তাকে মদৎ দিয়ে রুশ নয়া জাররা ভারতকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে

চাইছে। ভারতীয় শাসকশ্রেণীর এই সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্খাকে ব্যবহার কোরে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ যেমন এই অঞ্চলে তার চীন-বিরোধী ও বিপ্লব-বিরোধী চক্রান্তকে হাসিল করার জন্য এবং শোষণের একচ্ছত্র অধিকার লাভের জন্য ভারতকে প্রধান ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছিলো, ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে রুশ নয়া জাররাও ভারতকে তাদের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে বেছে নিয়েছে।

এ কারণেই, স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চভ-ব্রেজনেভ-কোসিগিনরা ভারতের সংগে তাদের 'সমাজতান্ত্রিক' দোস্তি ক্রমাগতভাবে বাড়িয়ে চলেছে, অর্থনৈতিক 'সাহায্য'কে হাতিয়ার কোরে ভারতকে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালে চিরতরে বেঁধে ফেলতে চেয়েছে। ভারতের ওপর নয়া উপনিবেশিক কায়দায় অর্থনৈতিক শোষণ চাপিয়ে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি। নয়া উপনিবেশবাদের স্বাভাবিক নিয়মেই ভারতীয় অর্থনীতির প্রাণভোমরাটি কব্জা করার জন্য বৃটিশ ও মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সংগে এক জীবন-মরণ লড়াইয়ে নেমে পড়ার সাথে সাথে নয়া জাররা এখানকার রাজনীতি, সমরনীতি ও সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্রগুলিকেও কব্জা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে। ভারত ও পাকিস্তান এই দুই দেশের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের দীর্ঘদিনের বিবাদের সুযোগ অধিকতর লোভনীয় ও অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ভারতকে খুশী করবার জন্য ক্রুশেভ সংশোধনবাদীরা স্তালিনের ঘোষিত নীতি থেকে সরে এসে কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করেছে ১৯৫৬ সালে। তারপর ১৯৬২-তে 'ভারতের চীন যুদ্ধে' সমস্ত দিক থেকে ভারতের কোলে ঝোল টানবার ব্যবস্থা কোরে ধীরে ধীরে ভারতকে আপাদমস্তক যুদ্ধ অস্ত্রে সজ্জিত করেছে। ১৯৬৫-র পাকিস্তান যুদ্ধের পর থেকে এই সামরিক সাহায্যের নাম কোরে সামরিক নিয়ন্ত্রণের গতি বাড়িয়েছে এবং ১৯৭১ সালে বিশবছরী মৈত্রী চুক্তির (প্রকৃত মর্মবস্তুর বিচারে যা আসলে একটি সামরিক চুক্তি) মধ্যে দিয়ে ভারতকে তার উপগ্রহে পরিণত করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে, পাকিস্তানের পূর্ব অংশের জনগণের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায্য দাবীকে কাজে লাগিয়ে এবং ভারতকে শিখণ্ডি হিসেবে সামনে খাড়া রেখে রাশিয়া পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করেছে এবং বাংলাদেশকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনবার পথে এগোতে পেরেছে। এরই ফলে, নির্লজ্জের মত একটি 'স্বাধীন' দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লোকসভায় ঘোষণা

করেছেন : ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি হলো ভারতের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি। চরম ধৃষ্টতার সাথে একটি বিদেশী পার্টির প্রধান দিল্লীতে ঘোষণা করেন, এদেশে বিরোধীদল রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। সুয়েজের পূর্বদিক থেকে ব্রিটিশ চলে যাবার পর যে সামরিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তা তড়িঘড়ি পূরণ করবার জন্য ভারতের বুকে শক্ত ঘাঁটি কোরে ভারত মহাসাগর নিয়ন্ত্রণ করা তার প্রয়োজন। তাই বারবার "এশীয় নিরাপত্তা চুক্তি"তে ভারতের স্বাক্ষর তার এত দরকার। বিশ্ববিপ্লবের প্রধান দুর্গ সমাজতান্ত্রিক চীনকে রুখবার জন্য ভারতকে তার একান্ত প্রয়োজন। সে কারণেই ভারতের কোনো রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকাই তার পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ভারতকে অনেকাংশে নিজের ওপর নির্ভরশীল কোরে রেখেই রুশ নয়া জাররা থেমে যায় নি, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পর্যন্ত তারা তাদের 'সমাজতন্ত্র'-এর তকমাধারী সংশোধনবাদী বুর্জোয়া সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় জনতার চেতনাকে বিভ্রান্ত ও বিষাক্ত কোরে তুলবার উদ্দেশ্যে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা ঠিক যেমনভাবে তাদের ইনফর্মেশন সেণ্টারগুলোকে কাজে লাগাতো, ঠিক সেই একই পদ্ধতিতে রুশ নয়া জাররা তাদের ইনফর্মেশন সেণ্টার এবং 'ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি'গুলোকে কাজে লাগাচ্ছে। তারা তাদের সংশোধনবাদী শিল্প-সাহিত্যের যে সব বিষাক্ত আগাছা ভারতে রপ্তানি করছে, তাদের প্রায় সবগুলিরই মূল সুর বিপ্লবী বুলি আউড়ে বিপ্লব- বিরোধিতা, যুদ্ধের বিরোধিতার নাম কোরে জনগণের ন্যায়সংগত মুক্তিযুদ্ধেরও বিরোধিতা, জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দের নাম কোরে ব্যক্তিস্বার্থের প্রশ্রয় ও সামগ্রিক স্বার্থের বিরোধিতা, বৈচিত্র্যের নাম কোরে মাতলামি-যৌণতা-ব্যভিচারের প্রকাশ ও সুস্থ জীবনবোধের বিরোধিতা ইত্যাদি।

অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের সব স্তরে আজ রুশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে গেছে, সর্বত্রই সে আজ তার ঘৃণ্য থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারত আজ মার্কিণী গুপ্তচরসংস্থা সিআইএ-র মতো রুশ গুপ্তচরসংস্থা কেজিবি-রও স্বাধীন লীলাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমেরিকা বা ব্রিটেনের তুলনায় রাশিয়া যে সুবিধা পাচ্ছে, তা হলো তার পক্ষে জনমত তৈরী করার জন্য তার অনুমোদিত একটি পার্টি

(যা আবার গরীবের ঝাণ্ডা লাল ঝাণ্ডা বহন করে !) সে এদেশে দীর্ঘ দিন ধরে কাজে লাগাতে পারছে। মার্কিণ বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে এদেশে নিন্দিত হয়েছে, সেভাবে রাশিয়ার নয়। জারেরা এদেশে নিন্দিত হয়নি, সেভাবে তার মুখোস খুলে যায় নি। তার কারণ অবশ্যই বাম আন্দোলনের দুর্বলতা এবং রুশ চরিত্র বিশ্লেষণে তথাকথিত মার্কসবাদী তাত্বিকদের সুবিধেবাদ বা দোদুল্যমানতা।

দেশের স্বার্থে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে রুখতে হবে

কিন্তু বাস্তব আজ ভীষণভাবে দাবী করছে ভারতের অন্যতম প্রধান দুষমন রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রকে জনগণের সামনে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত তৈরী করতে। আজকের প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের কাছে এ প্রশ্ন তুলে ধরতে হবে--আমাদের দেশের উপর সাম্রাজ্যাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের লুটপাট চালাবার অধিকার বহাল থাকতে দেবো কিন। ভারতের বিপুল সম্প-দের উপর অসম্ভব পরিশ্রমী ভারতীয় জনতার মেহনতে যদি এক নতুন ভারত গড়ে তুলতে হয়, তবে প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষকে একজোট হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিকসাম্রাজ্যবাদকে ভারতের ভারতের মাটি থেকে বিতাড়িত করার শপথ নিতেই হবে।

নির্দেশিকা

১। Contemporary Problembs of Leninism (More on Togliatti) : Foreign Languages press, Peking, 1963

২। কোসিগিনের রিপোর্ট : সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির ২২তম কংগ্রেস, ১৯৬৫।

৩। Soviet Economic Reforms : Progress and Problems : মস্কো, ১৯৭২।

৪। "মুখে সমাজতন্ত্র কাজে সাম্রাজ্যবাদ"—দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দল-চ্যুতদের মতলব বোঝাতে লেনিন "তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দায়িত্বে" এই 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেন।

৫। লেনিন ঃ ইকনমিক্স্ অ্যাণ্ড পলিটিক্স্ ইন দি এরা অফ্ দি ডিক্টেটরশিপ্ অফ্ দি প্রলেতারিয়েত ঃ নির্বাচিত রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড ঃ মস্কো।

৬। হিন্দু পত্রিকা ঃ নভেম্বর, ১৯৭২

৭। মার্চ অফ্ নেশন ঃ মে, ১৯৭২

৮। ঐ

৯। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৯ এপ্রিল, ১৯৬৮

১০। স্টেট্স্ম্যান ঃ ৭. ৫. ৭২

১১। ইকনমিক টাইম্স্ ঃ ২. ৮. ৭২

১২। ১৯৭০-৭১ সালে আমাদের সোভিয়েতের সাথে বাণিজ্যে উদ্‌বৃত্ত ছিলো ১০৫'১৭ কোটি টাকা, ১৯৬৯-৭০ এ ছিলো ৫'০৪ কোটি টাকা। —রিপোর্ট অন কারেন্সী অ্যাণ্ড ফিন্যান্স, ১৯৭১-৭২।

১৩। চিরাচরিত পণ্যের মধ্যে কয়েকটি রপ্তানীর হিসাব (লক্ষ টাকায়)

	১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১
	মোট রপ্তানী/রাশিয়ায়	মোট রপ্তানি/রাশিয়ায়
চা	১২২,১৩/২৩,৮৮	১৪৫,১১/২৬,৩৯
কাজু বাদাম	৫৭,৪২/২৪,৭১	৫২০৪/১৪৬৮
তামাক	৩২৭১/৬৪৩	৩১৪০/৫৫৪
চটের থলে	৩৪৫৪/১৩৯৭	৫৪৯৯/২৩১৫

সূত্র ঃ রিপোর্ট অন কারেন্সী অ্যাণ্ড ফিন্যান্স, ১৯৭১-৭২

১৪। এস. স্কাচ্কভ, সোভিয়েত বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যানের ভাষণ থেকে।

১৫। ইকনমিক টাইম্স্, ১. ৬ ১৯৬৮

১৬। অ্যান্টি ড্যুরিং ঃ পৃষ্ঠা ৩৮২

১৭। সমস্ত পরিসংখ্যান কমার্স ইয়ারবুক অফ্ পাব্লিক সেক্টর, ১৯৭২ থেকে।

১৮। ঐ

সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ

নবেন্দু সাহা

'সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ' কথাটির উৎপত্তি ও অর্থ

মিথ্যা, ভণ্ড ও প্রতারক সমাজতন্ত্রীদের মুখোশ খুলে দিতে গিয়ে মহান লেনিন বহুবার 'সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ' এবং 'সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী' কথাদু'টি ব্যবহার করেছেন। তাঁর তিনটি বিখ্যাত লেখা থেকে এ বিষয়ে তাঁর তিনটি মূল উক্তি বেছে নিয়ে নীচে তুলে দেওয়া হলো :

* "আজকের দিনের তথাকথিত জার্মান 'স্যোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক' পার্টির নেতাদের সঙ্গত কারণেই আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী'— অর্থাৎ কথায় সমাজতন্ত্রী, এবং কাজে সাম্রাজ্যবাদী।" ('সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' ; লেনিন রচনাবলী, মস্কো ১৯৬৫, ২২ খণ্ড)

* "এক বছরের 'অভিজ্ঞতার' পর সোভিয়েতগুলি যে শোষকদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, তার থেকেই বোঝা যায় যে, সোভিয়েতগুলি যথার্থই নিপীড়িত জনগণের প্রতিনিধি ; যে-সব সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী এবং সামাজিক-শান্তিবাদী নিজেদের বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে বিকিয়ে দিয়েছে, তাদের প্রতিনিধি নয়।" ('সর্বহারা বিপ্লব ও নীতিত্যাগী কাউট্স্কি' ; ঐ, ২৮ খণ্ড; পৃঃ ২৭৯)

* " 'ফেবিয়ান সাম্রাজ্যবাদ' এবং 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' এক এবং অভিন্ন : কথায় সমাজতন্ত্র, কাজে সাম্রাজ্যবাদ ; সুবিধাবাদের সাম্রাজ্যবাদে পরিণতি লাভ। সুবিধাবাদ বা সংস্কারবাদকে অনিবার্যভাবেই পরিণত হতে হয়েছিলো বিশ্ব তাৎপর্যময় 'সমাজবাদী সাম্রাজ্যবাদ' বা সামাজিক-উগ্রজাতীয়তাবাদে……।" ('তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কর্তব্য) ; ঐ, ২৯ খণ্ড, পৃঃ ৫০২)

সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের মূল সত্তাটি লেনিনের এই উক্তিগুলি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে : "মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ানো এবং কাজে সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতা করা"। সে যুগে (১৯১৬ থেকে ১৯১৯) লেনিন এইসব তীব্র শ্লেষোক্তির সাহায্যে যাদের মুখোশ খুলে দিতে

চেয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন (১৮৮২ সালে স্থাপিত) দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা, অর্থাৎ ইউরোপব্যাপী সর্বহারা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংগঠনের তথাকথিত নায়কবৃন্দ—যাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রভাবশালী ছিলেন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা কার্ল কাউট্‌স্কি। প্রথম মহাযুদ্ধ বাঁধার ত্ব'বছর আগে এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা (যাঁদের মধ্যে সে সময়ে লেনিনও ছিলেন) ১৯১২ সালে সুইজারল্যাণ্ডের বেস্‌ল্ শহরে অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনে যে ইস্তাহার প্রচার করেন, তাতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় : (১) বৃটিশ ও জার্মান বুর্জোয়া গোষ্ঠীর মধ্যে এই আসন্ন যুদ্ধ নিঃসন্দেহে হবে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধ কোনো ক্রমেই জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ হতে পারে না ; (২) এই যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবীদের পক্ষে পরস্পরকে গুলি করা হবে গুরুতর অপরাধ ; এবং (৩) এই যুদ্ধ সর্বহারা বিপ্লবে পর্যবসিত হবে। কিন্তু তার অল্প কিছুদিন পর থেকেই, অর্থাৎ সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, কাউট্‌স্কি প্রমুখ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অধিকাংশ নায়ক ঐ হিংস্র আগ্রাসী যুদ্ধের পরোক্ষ সমর্থক হয়ে ওঠেন, অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজের নিজের জাতীয় সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর সমর্থক হয়ে দাঁড়ান। নামে অবশ্য তখনও তাঁরা সোশ্যালিষ্ট, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, কিন্তু কাজে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের হাতে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে বিকিয়ে দিলেন। অবশ্য নানা রকম প্যাঁচালো শয়তানী উক্তির ভিতর দিয়ে তাঁরা বিভ্রান্ত শ্রমিক-শ্রেণীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমঝোতা ও সহযোগিতার মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র 'খাঁটি গণতন্ত্র' স্থাপিত হতে পারে। কাউট্‌স্কি, ড্যাণ্ডারভেল্ড, অটো বাওয়ার, ম্যাকডোনাল্ড প্রমুখ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই নীতিত্যাগী মিথ্যাভাষী, প্রতারণাপন্থী এবং আত্মসমর্থনবাদী নেতাদের সমাজতান্ত্রিক আবরণকে ছিন্নভিন্ন কোরে লেনিন এদের উলঙ্গ বিশ্বাসঘাতকতার মূর্তিটিকে দিনের আলোয় তুলে ধরেন। যারা সেদিন 'মার্কস্‌বাদী' এবং 'সর্বহারা শ্রেণীর নায়ক' হয়ে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে সমর্থন করেছিলো এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছিলো, যারা তাদের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণীকে পরস্পরকে

ধ্বংস করতে প্ররোচিত করেছিলো, যারা হিংসাত্মক সংগ্রাম এবং সর্বহারা একনায়কত্বকে বিপ্লবের কর্মসূচী থেকে নিঃশব্দে বাতিল কোরে দিয়ে বুর্জোয়াদের অধীনেই শান্তিপূর্ণ পথে সংসদীয় সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জনের কথা বলেছিলো, যারা বুর্জোয়া রাষ্ট্র-যন্ত্রকে চূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেছিলো, যারা মার্কসবাদের শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গীকে বাদ দিয়ে 'মার্কসবাদ' প্রচার করেছিলো, বৈপ্লবিক যুদ্ধকে বাদ দিয়ে 'বিপ্লব' করার কথা বলেছিলো, অর্থাৎ যারা তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক নেতা হয়ে কার্যতঃ **মার্কসবাদের নির্বীর্যকরণ এবং শ্রমিকশ্রেণীর আত্মসমর্পণের ভিতর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সেবা করতে চেয়েছিলো,** তাদেরই লেনিন আখ্যা দেন 'সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী'।

লেনিন-বর্ণিত সেদিনের এই সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ এবং আজকের বিশ্বের বুকে এক ভয়াবহ ক্ষতচিহ্নের মত বিরাজমান সমাজতন্ত্র-বিধ্বংসী রুশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ কি একই জিনিষ? হ্যাঁ, মূলতঃ একই, যদিও রূপে ভিন্ন। মার্কসবাদের একটি মূল নীতি হচ্ছে যে, কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতি, অর্থাৎ যে কোনো দ্বন্দ্ব-প্রক্রিয়ার রূপকে ভেদ কোরে তার অন্তঃস্থলে পৌঁছোতে পারলে তবেই তার সারমর্মটিকে উপলব্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে রুশ-রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যকলাপকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তার সারমর্ম দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নীতিভ্রষ্ট প্রতারণাপন্থী নায়কদের কার্যকলাপের সঙ্গে একই। সেই সারমর্ম হচ্ছেঃ "মুখে সমাজতন্ত্রী, কাজে সাম্রাজ্যবাদী।" লেনিনের এই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকে সঠিকভাবেই প্রয়োগ কোরেই চীন ও আলবেনিয়ার পার্টি সংশোধনবাদী রুশ নেতৃত্বকে (১৯৬৮ সালে) চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর আক্রমণ চালানোর পরে "সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী" বলে চিহ্নিত করে।

কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের ও পরিস্থিতির ভিন্নতার দরুণ আজকের রুশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ রূপ ও তার বিচিত্র বহিঃপ্রকাশের দিক থেকে কাউট্স্কিগোষ্ঠীর সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের থেকে ভিন্ন। লেনিন অসাধারণ মণীষাবলে সে যুগের ঐ সর্বাত্মক বিচ্যুতির প্রকৃতিটিকে তীক্ষ্ণভাবে চিহ্নিত করেছিলেন বটে, কিন্তু ঐ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা যে তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে গড়া প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রশক্তিকে দখল কোরে আজকের দানবীয় বিশ্বশক্তিতে পরিণত হতে পারে, তা বোধ হয় তিনি

স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। সেদিনের সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ছিলো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ভিতরে শ্রমিক-আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে এক সংশোধনবাদী, আত্ম-সমর্পণবাদী এবং ফলতঃ সাম্রাজ্যবাদ-সেবী প্রবণতা মাত্র, সর্বহারা আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার আলেয়া। আজ সে এক প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রশক্তি—এক মহান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মহান সংগঠনকে ভিতর থেকে বেদখল এবং বিকৃত কোরে তার সমস্ত বিপ্লবী ও জনসেবী শক্তিকে এক প্রতিবিপ্লবী ও বিশ্ব-শোষক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। কাউট্‌স্কির যুগে যা ছিলো ক্ষুদ্র চারাগাছ, তা আজ পরিণত হয়েছে প্রকাণ্ড এক বিষবৃক্ষে; সেদিন যা ছিলো এক মুখ-লুকানো চোরাগোপ্তা ব্যাপার, তা আজ প্রকাশ্য দিবালোকে দানবীয় পদক্ষেপে বিশ্বময় বিচরণ কোরে বেড়াচ্ছে শিকারের সন্ধানে। সাম্রাজ্যবাদের প্রচ্ছন্ন সেবাদাস আজ নিজেই হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অংশীদার। সেদিনের ভীরু নিশাচর তস্কর আজ পরিণত হয়েছে এক নির্মম বিশ্বদস্যুতে।

সংশোধনবাদ—সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি

সংশোধনবাদের ভিতর দিয়েই সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের জন্ম। সংশোধনবাদ হচ্ছে মার্কসবাদের পোষাক-পরা পুঁজিবাদ-পন্থীদের দ্বারা তাদের শ্রেণীস্বার্থে মার্কসবাদকে 'সংশোধন' বা 'শোধন' বা প্রয়োজনমত পরিবর্তন, যার ফলে মার্কসবাদ আর মার্কসবাদ থাকে না, তার মূল সত্তাটি হয় অন্তর্হিত এবং তা আর শোষিত শ্রেণীর হাতিয়ার থাকে না। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক বস্তু-বাদের মূল কথা (যা অসংখ্যবার অভ্রান্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে) হচ্ছে : শ্রেণী-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যুগে যুগে নিপীড়ক শ্রেণীর পতন ও নিপীড়িত শ্রেণীর উত্থান এবং তদনুযায়ী পুরোনো উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ক্ষয় এবং নোতুন ও উন্নততর উৎপাদন-প্রক্রিয়ার জয়ের ভিতর দিয়ে পর্যায়ে পর্যায়ে সমাজের অনিবার্য অগ্রগতি। এই প্রক্রিয়ার চিরন্তন ছন্দটি হচ্ছে শান্ত ক্রমিক বিবর্তন ও আকস্মিক তীব্র প্রবিবর্তনের, দীর্ঘদিনব্যাপী পরি-মাণগত বৃদ্ধি এবং আকস্মিক গুণগত পরিবর্তনের, অর্থাৎ, evolution এবং revolution-এর অনুবৃত্তি (alternation)। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তেই এই নিয়মে চলছে এবং প্রথম শ্রেণী-সমাজ সৃষ্টির যুগ থেকে সমাজবিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে এই দ্বৈত গতিচ্ছন্দের পদক্ষেপ লক্ষিত হয়।

এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী পরিবর্তনের এই দ্বৈত ধারাটি অমোঘ গতিতে চলতে থাকবে—যতদিন না শ্রেণীসমাজ ভেঙ্গে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ তৈরী হয়। সংশোধনবাদের বহুরকম অভিব্যক্তি ও কারসাজি আছে, কিন্তু আমরা যদি সংশোধনবাদের মর্মবস্তুতে পৌঁছাই, তাহলে দেখবে যে, অনেক আনুসঙ্গিক বিকারের সঙ্গে সে মার্কসবাদের মধ্যে যে মূল বিকারটি আনে, তা এই : মার্কসবাদ প্রকৃতি ও সমাজ উভয়ের বিবর্তনের মধ্যেই দেখে "ক্রমবিকাশ—বৈপ্লবিক পরিবর্তন—ক্রমবিকাশ—বৈপ্লবিক পরিবর্তন" (evolution—revolution—evolution—revolution)—এই চলচ্ছন্দটিকে। সংশোধনবাদীরা, অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন পুঁজিবাদপন্থীরা, **ইতিহাসের এই অমোঘ গতিচ্ছন্দটি থেকে 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন' বা** revolution **জিনিসটিকে কৌশলে বাদ দিয়ে দেয় এবং তার বদলে আমদানী করে এক সংস্কারবাদী নিছক ক্রমবিকাশের তত্ত্বকে,** যার ফলে মার্কসবাদ তার বৈজ্ঞানিক এবং বৈপ্লবিক সত্তাটি হারিয়ে ফেলে এক শান্ত, নির্জীব, উদ্দেশ্যহীন ও অর্থহীন মতবাদে পরিণত হয়, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনোই সম্পর্ক নেই, যা কেবল বাস্তবের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের বৈজ্ঞানিক এবং বিপ্লবী চেতনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

পুঁজিবাদ এবং তার চরম বিকশিত রূপ সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন অনুযায়ী শোষণভিত্তিক সমাজ-সংগঠনের শেষ এবং চরম বিকশিত রূপ—যার ধ্বংসের ভিতর দিয়ে সৃষ্টি হবে (এবং হয়েছে ও হচ্ছে) সমাজতন্ত্র, এবং এরই চরম পরিণতি সাম্যবাদ। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী সমাজেই শোষক ও শোষিতের, বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীর দ্বন্দ্ব চরম হয়ে উঠে বিস্ফোরণী পর্যায়ে পৌঁছায়—এবং তার ফলে বুর্জোয়াদের শোষণমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র টলমল করতে থাকে। ঠিক এই পর্যায়েই সংশোধনবাদের আবির্ভাব হয়েছিল সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বের মধ্যে। অর্থাৎ **"ভূতঝাড়া সরষের মধ্যেই আবির্ভূত হলো ভূত"**! এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে মার্কসবাদের বৈপ্লবিক সত্তাকে কেড়ে নিয়ে তাকে এক শান্ত ক্রমবিকাশের নীতিতে পরিণত করার অর্থ কী? শোষক ও শোষিতের মধ্যকার মারাত্মক দ্বন্দ্ব, যা শোষকশ্রেণীকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিলো, তাকে শিথিল কোরে দেওয়া—ক্ষীয়মান আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদকে রক্ষা করার স্বার্থে। বিপ্লবী যুদ্ধের বদলে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক শান্তিপূর্ণ পথে

বুর্জোয় পার্লামেণ্টেই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জনের নীতির অর্থ, কৌশলে বুর্জোয়া-রাষ্ট্রযন্ত্রকে শ্রমিকশ্রেণীর আঘাতে চূর্ণ হওয়া থেকে বাঁচানো। নির্বাচনের মাধ্যমে "পূর্ণ গণতন্ত্রে" (কাউট্স্কীয়) পৌঁছানো এবং শ্রমিক সোভিয়েত-গুলিকে জাতীয় (অর্থাৎ বুর্জোয়া) পার্লামেণ্টের সঙ্গে যুক্ত করার তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্য ছিলো বুর্জোয়াদের সংসদীয় ব্যবস্থাকে চূর্ণ কোরে সর্বহারা-শ্রেণীর একনায়কত্বকে প্রতিষ্ঠা করার অপরিহার্য নীতিটিকে অবান্তর প্রতিপন্ন করা। আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করার অর্থই ছিলো বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত কোরে সর্বহারা শ্রেণীর অত্যাবশ্যক আন্তর্জাতিক সংহতিকে বিনষ্ট করা—যাতে তারা বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রগুলিকে সম্মিলিত আঘাত হানতে না পারে। এটাই ছিলো, এবং আজও আছে—সংশোধনবাদীদের মূল প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা। কিন্তু বর্তমান রুশ সংশোধনবাদীদের উদয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে নয়, তার জন্ম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির মধ্যে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ কোরে যে মহান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বে বিপুল রুশ ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলে, তার "পাতায় পাতায় শিরায় শিরায়" অর্থাৎ প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শীর্ষদেশে পরাজিত বুর্জোয়াশ্রেণীর উপাদান কৌশলে আত্মগোপন কোরে ছিলো। পার্টি ও রাষ্ট্রের মধ্যে ঘাপ্‌টি-মেরে থাকা এই পুঁজিবাদীপন্থীরা, সীমিতভাবে হলেও, তাদের করায়ত্ত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে পার্টি ও সর্বহারা একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে ঘুন ধরাবার প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলো। স্তালিনের নেতৃত্বাধীন কমিউনিষ্ট পার্টি অমিতবিক্রমে দেশের ভেতরের ও বাইরের প্রতিবিপ্লবী সমস্ত চক্রান্ত ও আক্রমণ প্রতিহত ও বিধ্বস্ত করবার জীবন-মরণ লড়াই চালিয়ে গেলেও সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিলো দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে কোনোরকম পূর্ব-অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিলো না, এবং তার ফলে সমাজের আনাচে-কানাচে, বিশেষতঃ মতাদর্শগতক্ষেত্রে, জমে-থাকা অসংখ্য পুঁজিবাদী প্রবণতার প্রত্যেকটিকে মূলগতভাবে ও সর্বতোভাবে উপড়েফেলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।* স্তালিনের মৃত্যুর পূর্বেই পরিলক্ষিত বিভিন্ন মতাদর্শগত, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

* এ সংখ্যার "সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শগত পটভূমিকা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বিচ্যুতিগুলি যে ক্ষণিকের ব্যক্তিগত বিচ্যুতি ছিলো না, বরং সেগুলি ছিলো পুনঃপ্রতিষ্ঠাকামী বুর্জোয়াশক্তি কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহারেরই সুস্পষ্ট ও ঘনীভূত লক্ষণ—এটাও তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নি। এবং ১৯৫২ সালে সোভিয়েত জনগণের মহান নেতা স্তালিনের মৃত্যু ঘটার কয়েক বছরের মধ্যেই পার্টি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে ঘাপ্‌টি-মেরে-লুকিয়ে-থাকা এই সব পুঁজিবাদীপন্থীরা এক দ্রুত পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে (যেমন মালেনকভ ও মলোটভের অপসারণ, বেরিয়ার হত্যা প্রভৃতি) পার্টি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ক্ষমতা দখল কোরে বসেছিলো।

পুঁজিবাদী পথের যাত্রী এই সংশোধনবাদী চক্র কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়েই উৎখাত হলো সর্বহারা একনায়কত্ব, এবং তার জায়গায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো বুর্জোয়া একনায়কত্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সংশোধনবাদ আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে একটি বিপ্লব-বিরোধী প্রবণতা হিসেবেই বিরাজ করছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পরেই যুগোশ্লাভিয়ায় টিটো সংশোধনবাদী চক্র কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে আধুনির সংশোধনবাদ একটি ব্যবস্থায় পরিণত হতে শুরু করে। এতোদিন সংশোধনবাদীরা রাষ্ট্রক্ষমতাকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ও বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে নিয়োজিত করতে পারছিলো যুগোশ্লাভিয়ার মতো একটি ছোটো দেশে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন-সহ অন্যান্য সর্বহারা একনায়কত্বাধীন দেশে সীমিতভাবে। কিন্তু ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র কর্তৃক দুনিয়ার একটি প্রধান শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে আধুনিক সংশোধনবাদ একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হলো। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো একটি বৃহৎ দেশের রাষ্ট্রক্ষমতাকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগিয়ে আধুনিক সংশোধনবাদীরা একদিকে যেমন সোভিয়েত ইউ-নিয়নের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক উপরিকাঠামোর প্রতিটি ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার চক্রান্তকে সংহত ও জোরদার কোরে তুললো, অন্যদিকে ঠিক তেমনি তারা আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে তার বিপ্লবী লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার চক্রান্ত চালাতে শুরু করলো।

১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস ক্রুশ্চভচক্র একদিকে যেমন স্তালিনের তথাকথিত 'ব্যক্তিপূজা'র বিরো-

ধিতার নাম কোরে স্তালিন যার প্রতীক সেই সর্বহারা একনায়কত্বকে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতির ইতিহাসকে কলঙ্কিত করলো, ঠিক তেমনি অন্যদিকে "পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতির" দোহাই দিয়ে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের বৈজ্ঞানিক ও বিপ্লবী মার্কস-বাদী লাইনকে বুর্জোয়াশ্রেণী-স্বার্থের প্রয়োজন অনুসারে 'সংশোধন' কোরে নিতে চাইলো। দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রকাশ্যেই অনুসরণ ও ফেরী করতে শুরু করলো বার্ণষ্টাইন-কাউটস্কির বিশ্বাসঘাতকতার লাইন।

আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে, তারা একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রাণকেন্দ্র "সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব"-কেই নানা বাক্যজালের ধোঁয়া সৃষ্টি কোরে উড়িয়ে দিলো এক তুড়িতে, এবং "সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র"-এর সাইন-বোর্ডের আড়ালে সেখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া একনায়কত্বের প্রকৃত স্বরূপটাকে ঢেকে রাখতে চাইলো। এমনকি, একটি কমিউনিষ্ট পার্টি যে "সর্বহারাশ্রেণীর অগ্রবাহিনী", এই মার্কসবাদী শিক্ষাকে অস্বীকার কোরে পার্টির বিপ্লবী শ্রেণীসত্তাটিকেই বিলুপ্ত কোরে দিলো, এবং "সমগ্র জনগণের পার্টি" নামক গালভরা বুলির আড়ালে মহান অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহ্যমণ্ডিত লেনিন-স্তালিনের হাতে-গড়া সোভিয়েত পার্টিকে রূপান্তরিত করলো একটি বুর্জোয়া ফ্যাসিষ্ট পার্টিতে। কৃষিক্ষেত্রে তারা ব্যক্তি-মালিকানার প্রসার ঘটালো, এবং সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মুনাফাকেই পরি-চালিকা শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলো। 'বৈষয়িক উৎসাহ' দিয়ে উৎপাদন বাড়াবার শ্লোগান তুলে তারা জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে ঘুষের আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাইলো। এ সব কিছুই দেশের ভেতরে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের অভিব্যক্তি হিসেবে দিনে দিনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগলো। এবং এভাবে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের ভেতরে সমাজতান্ত্রিক বহিরা-বরণের আড়ালে পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটলো, এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে উদ্ভূত ও জোরদার হয়ে উঠলো আমলা-তান্ত্রিক নয়া বুর্জোয়াশ্রেণী। তারাই সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের সামাজিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হতে লাগলো।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদীরা তাদের এই আভ্যন্তরীণ

নীতির নিখুঁত পরিপূরক একটি নীতি প্রচার করলো, যার সারমর্ম হলো : (১) সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস এবং (১) বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। এ ব্যাপারে ক্রুশ্চভীয় ভনিতাটা ছিলো এরকম : আজকের তুনিয়ায় সমাজতন্ত্র এক বিশ্বশক্তি হিসাবে পৃথিবীর বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সাম্রাজ্যবাদ আপেক্ষিকভাবে তুর্বল ও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। দেখাই যাচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বে (এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলিতে) অবস্থিত তাদের উপ্নিবেশগুলি থেকে তাদের সরে আসতে হচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্বের নিপীড়িত জনগণকে আক্রমণ করার ক্ষমতা বা প্রবণতা এ যুগে সাম্রাজ্যবাদের আর থাকছে না। এখন থেকে তাদের কৌশল হবে, যে সব অনুন্নত দেশগুলি তাদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে "স্বাধীন" বা প্রায় স্বাধীন হচ্ছে, তাদের উপর নিছক অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার কোরে মুনাফা অর্জন করা। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য থেকে মুক্তির জন্য অনুন্নত দেশগুলিতে আর সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন নেই। ঐ দেশগুলির অধিকাংশতেই স্বাধীন জাতীয়তাবাদী সংসদীয় গণতন্ত্র (বা স্বাধীন, জাতীয়তাবাদী রাজতন্ত্র বা জঙ্গীতন্ত্র) ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে, এবং আজকের পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের দিনে শ্রমিক (ও অন্যান্য নিপীড়িত) শ্রেণী ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই প্রভাব বিস্তার কোরে বুর্জোয়া সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন কোরে বিনা বিপ্লবেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে। আর সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী শক্তি যখন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির গুণে স্তিমিত হয়ে পড়েছে, তখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের আর প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের কোনো অবকাশ নেই। এখন থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক হবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের; এবং শান্তিপূর্ণ অর্থ নৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়েই এ যুগে সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির ক্রমিক উত্থান ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ক্রমিক পতন ঘটবে।

এবং এইটাই নাকি এ যুগে লেনিনবাদের সঠিক এবং সার্থক প্রয়োগ! কিন্তু যে কোনো প্রাথমিক মার্কসীয়-লেনিনীয় বিশ্লেষণেই ধরা পড়বে যে, এই ক্রুশ্চভীয় নীতি এক চরম ঐতিহাসিক "তুর্নীতি", এ হচ্ছে মার্কসবাদ লেনিনবাদকে একেবারে কাৎ কোরে শুইয়ে দেওয়া, দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক

বস্তুবাদকে বীভৎসভাবে বিকৃত কোরে, তার মর্মসত্তাকে কেড়ে নিয়ে, তাকে এক সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অসত্য ভাববাদী বিবর্তন তত্ত্বে পরিণত করা এবং ফলস্বরূপ বিশ্ব-শোষিতের হাত থেকে বিপ্লবের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে তাকে বিশ্ব-শোষক সাম্রাজ্যবাদের অসহায় শিকারে পরিণত করা।

একদিকে যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার জয় এবং চীনবিপ্লবের সার্থক সমাপ্তি এবং অন্যদিকে যুদ্ধে পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শক্তিক্ষয়ের দরুণ সাম্রাজ্যবাদ আপেক্ষিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলো ঠিকই; কিন্তু (১) তারা দ্রুত তাদের শক্তিকে পুনঃসংগঠিত করছিলো এবং (২) পৃথিবীর বিপুলতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তখন ছিলো মহাপরাক্রমশালী এবং নয়-উপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে ক্রমশঃই অধিকতর শক্তিসঞ্চয় করছিলো। ১৯৫০ এ কোরিয়ায় আগ্রাসী আক্রমণ, চীনের ফর্মোজা দ্বীপকে প্রচণ্ড নৌ ও বিমান শক্তি দিয়ে ঘিরে রাখা, বিশ্বময় অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি স্থাপন (এবং অল্প কিছুদিন পরেই ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক মিশর আক্রমণ) প্রভৃতি ঘটনা অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করছিলো যে, সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষতঃ মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ সারা বিশ্বে তখনও এক প্রচণ্ড আগ্রাসী শক্তি হিসাবে বিরাজ করছে। সুতরাং "সাম্রাজ্যবাদ এখন আর আগ্রাসী যুদ্ধে নামছে না"—এই সংশোধনবাদী সিদ্ধান্ত ১) প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার এক সম্পূর্ণ মিথ্যা ব্যাখ্যা প্রচার করে এবং (২) "সাম্রাজ্যবাদ মানেই আগ্রাসন"—লেনিনবাদের এই অন্যতম মূল সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। বিরাট এবং হিংস্র শত্রুকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং অহিংস্র কোরে দেখানোর রাজনৈতিক তাৎপর্য হচ্ছে (১) বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে স্তিমিত ও অসতর্ক কোরে তোলা এবং (২) বিশ্ব-জনগণের শত্রুর সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা।

তৃতীয়তঃ, সোভিয়েত সংশোধনবাদীচক্রের মতে সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বের যে "স্বাধীন" দেশগুলিতে অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করছে, সেগুলো কার্যতঃ মোটেই স্বাধীন নয়। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক নাগপাশে বাঁধা থাকার অর্থ সাম্রাজ্যবাদের কাছে অর্থনৈতিক অধীনতা এবং অর্থনৈতিক অধীনতার অনিবার্য ফল রাজনৈতিক এবং সামরিক অধীনতা। সুতরাং যে সব দেশের শাসকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে বাঁধা পুতুল মাত্র; সে সব আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক দেশের পার্লামেণ্টও স্বাধীন বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট নয়, পুতুল পার্লামেণ্ট মাত্র। সুতরাং যে

স্বাধীন সংসদীয়” শাসন ব্যবস্থা একটা সাম্রাজ্যবাদী ভাঁওতা মাত্র, সেই ব্যবস্থার মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণী শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন কোরে তথাকথিত বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে—এই তত্ত্বের মত অসম্ভব, অবাস্তব এবং হাস্যকর ব্যাপার আর কী হতে পারে? কোরিয়ায়, আলজেরিয়ায়, কিউবায়, ভিয়েতনামে, কাম্বোদিয়ায়,লাওসে পরিস্থিতি বিপ্লবের দিকে এগিয়েছে শান্তিপূর্ণ সংসদীয় উত্তরণের পথে, না শতলক্ষ প্রাণের বিনিময়ে? ঐ সব বিপ্লবে “দুর্বল হয়ে পড়া” সাম্রাজ্যবাদ শুধু অর্থনৈতিক শোষণ কোরেই ক্ষান্ত থেকেছে, না হিংস্রতম, ব্যাপকতম, বীভৎসতম আক্রমণ চালিয়ে ঐ সব দেশের বিপ্লবী শক্তিগুলোর ওপর মরণ-আঘাত হানার চেষ্টা করেছে? এই সব জ্বলন্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ক্রুশ্চভচক্র কর্তৃক সংসদীয় পথে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের নীতি প্রচারের রাজনৈতিক তাৎপর্য হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের জনগণের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকত এবং সাম্রাজ্যবাদকে গৌতম বুদ্ধ সাজিয়ে তার সঙ্গে হাত মেলানোর চেষ্টা।

সামাজিক পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক প্রসার ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ

এইভাবে বিপ্লবপ্রসূত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সামাজিকীকৃত উৎপাদন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলো প্রচ্ছন্ন পুঁজিবাদী কর্তৃত্ব; সৃষ্টি হলো সমাজতন্ত্রের সাইনবোর্ডে ঢাকা পুঁজিবাদের, অর্থাৎ সামাজিক পুঁজিবাদের। এই পরিবর্তনের আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের বিবরণ আপনারা বর্তমান সংখ্যাতেই প্রকাশিত ‘অর্থনৈতিক অভিব্যক্তি’ শীর্ষক প্রবন্ধে পাবেন। এখানে আমরা রুশ সমাজতন্ত্রের বুকে পুঁজিতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তার ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক লক্ষণগুলি নিয়েই বিশেষভাবে আলোচনা করবো।

সোভিয়েত সামাজিক-পুঁজিবাদের-সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে পরিণতি প্রসঙ্গে আমাদের তিনটি মূল সত্যকে মনে রাখতে হবেঃ (১) রাশিয়া হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত দু’টি মহাসাগর ও দু’টি সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত এক বিশাল (পৃথিবীর বিশালতম) এবং বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদবিশিষ্ট দেশ। (২) সমাজতন্ত্র পুঁজিতন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত ও শক্তিশালী সমাজ-সংগঠন তার

শোষণমুক্ত, যৌথ এবং সাম্যভিত্তিক সংগঠনের জন্য তার সম্পদ-সৃষ্টির ক্ষমতা পুঁজিবাদের চেয়ে অনেক বেশী। (৩) এ যুগে পুঁজিবাদকে হয় অন্য পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে, তার ছোট শরিক হয়ে, সংকুচিত, অর্ধস্ফুট অবস্থায় থাকতে হবে, নয়তো তাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসার লাভ কোরে অন্যান্য দেশকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শোষণ কোরে উত্তরোত্তর মুনাফা অর্জন ও বিনিয়োগ কোরে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হতে হবে। রাশিয়ায় তিন দশক ব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিকাশের ফলে বিপুল প্রাকৃতিক উপাদানকে অসাধারণ দ্রুত ও ব্যাপকভাবে সভ্যতার প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে পরিণত করার শক্তি সৃষ্টি হয়েছিলো—যার চরম প্রমাণ পাওয়া যায় প্রথম (এবং প্রায়-শিশু) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন ফ্যাসিষ্ট জার্মানীর পরাজয়ের মধ্যে এবং যুদ্ধোত্তর যুগে মহাবিক্রমশালী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাশিয়ার পরমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণের মধ্যে। এই অসাধারণ শক্তি, সম্পদ এবং সম্ভাবনাপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক দেশের অভ্যন্তরে যখন প্রচ্ছন্ন পুঁজিবাদী প্রভাব ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে স্তালিনের মৃত্যুর পরে রাষ্ট্রশক্তিকেই দখল করলো, **তখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমস্ত বিকশিত শক্তি ও সম্পদ সংশোধনবাদী বা নয়া পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীর আয়ত্বাধীনে চলে এলো।** যেদিন থেকে সংশোধনবাদীদের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বন্দোবস্তকে গৌণ পর্যায়ে ঠেলে দিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সংগঠন, পুঁজিবাদী সম্পদ-বণ্টন ও পুঁজিবাদী উদ্বৃত্ত-আত্মসাৎ প্রক্রিয়া মুখ্য হয়ে উঠলো, **সেইদিন থেকেই রুশ অর্থনীতি ও রাজনীতি মূলতঃ পুঁজিবাদী বিশ্ব-নিয়মের আওতায় এসে পড়লো**—সামগ্রিক সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যকে হটিয়ে দিয়ে এসে পড়লো শ্রেণীগত মুনাফা অর্জনের ক্রমবর্ধমান নেশা। কিন্তু মুনাফাকে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িয়ে যেতে হলে তাকে কাঁচামাল জোগাড় করতে হবে সস্তা দরে, শ্রমিকদের বেশি কাজ করাতে হবে কম মজুরি দিয়ে, এবং বেশি দামে বিক্রি করতে হবে উৎপন্ন দ্রব্যকে। এই সব প্রয়োজন পূর্ণ করার তাগিদেই সমাজতন্ত্রের জনকল্যাণ-মূলক, সর্বসমন্বিত ও সুসম বিকাশের জায়গায় এলো পুঁজিবাদের মুনাফা-অন্বেষী একপেশে অসম বিকাশ; সমাজতান্ত্রিক সামগ্রিক সফলতার হিসেবের বদলে এলো মুনাফার ভিত্তিতে পার্থক্য করার হিসেব: কর্মীদের মধ্যে বহুমুখী কর্মকুশলতা শিক্ষার বদলে ফিরে এলো পুঁজিবাদী উৎপাদনের

পক্ষে এবং শ্রমিকের শ্রম-দাসত্বের পক্ষে অপরিহার্য শ্রমবিভাগ ; সমাজ-কল্যাণকামী যৌথ-কর্ম-উদ্দীপনার বদলে এলো বেশি পাবার লোভ দেখিয়ে বেশি কাজ করানোর পুঁজিবাদী নীতি ; এবং উৎপাদনের যৌথ তত্ত্বাবধানের বদলে এলে আমলাদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা—যার ফলে এই আমলাশ্রেণীই ক্রমশঃ বেশি বেশি ক্ষমতার অধিকারী হতে লাগলো। এই তত্ত্বাবধায়ক আমলাশ্রেণী কর্তৃক শ্রেণীগতভাবে শ্রম-উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ শুরু হওয়ায় সোভিয়েত শ্রমিকশ্রেণী সমাজতান্ত্রিক সম্পদের অংশীদার থেকে পুঁজিবাদী সমাজের মজুরী-পাওয়া শ্রম-দাসে রূপান্তরিত হলো। একই সংগে বুর্জোয়ারীতি অনুসারে শ্রমিকদের মধ্যে স্তর-বিভেদ ও বৈষম্য বাড়িয়ে তুলে উঁচু স্তরের কিছু শ্রমিককেও তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত কোরে এবং নয়া বুর্জোয়া আমলাশ্রেণী কর্তৃক অপহৃত উদ্বৃত্তের একাংশ দিয়ে তাদের নোতুন শাসকশ্রেণীর বশংবদ তাঁবেদারে পরিণত করা হলো। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থাটি এমনভাবে পুনঃসংগঠিত হলো, যাতে-কোরে কম খরচে বেশি উৎপাদন কোরে বেশী মুনাফা অর্জন করা যায়, যে মুনাফার এক ভাগ যাবে নয়া-বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে এবং অন্যভাগ যাবে তাদেরই স্বার্থে চালিত রাষ্ট্রের রাজকোষে—ঠিক যেমন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে মোট উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফা বিভক্ত হয় বুর্জোয়া-শিল্পপতিশ্রেণী ও তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে।

সোভিয়েত সংশোধনবাদী পুঁজিবাদ অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে প্রসারিত হলো দু'টি কারণে। প্রথম কারণটি হচ্ছে, আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদে পরিণতি লাভের সাধারণ কারণটি। সোভিয়েত সংশোধনবাদী পুঁজিবাদ উদ্বৃত্ত লগ্নী-পুঁজিকে খাটিয়ে আরো বেশী মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে আরো সস্তা কাঁচামাল, আরো সস্তা শ্রমশক্তি এবং তার শিল্পজাত পণ্যকে (বিশেষতঃ অতি-উৎপাদন-জনিত উদ্বৃত্ত পণ্য, এবং নিকৃষ্ট পণ্যকে চড়া-দামে বিক্রীর জন্য আরো ভালো বাজার খুঁজতে লাগলো অনুন্নত দেশগুলিতে। দ্বিতীয়ত, রুশ সামাজিক-পুঁজিবাদ সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর স্থাপিত বলেই তার পক্ষে গতানুগতিক পুঁজি-বাদের চেয়ে স্বদেশে ব্যাপকভাবে মুনাফা-লুণ্ঠন অনেক বেশী অসুবিধাজনক ছিলো, এবং সে কারণেই তাকে পরিপূরক হিসাবে বিদেশের সম্পদ লুণ্ঠনের দিকে প্রথম থেকেই বেশী নজর দিতে হয়েছিলো। অসুবিধাটা এই।

গতানুগতিক পুঁজিবাদ (বা তার চরম-বিকশিত রূপ সাম্রাজ্যবাদ) তার অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, দর্শন, নীতিচেতনা ইত্যাদি নিয়ে ধীরে ধীরে, সামগ্রিকভাবে বিকাশলাভ করে। সে সমাজে শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে লুণ্ঠন কোরে উদ্বৃত্ত আত্মসাতের ব্যাপারটা শুধু একটা অর্থনৈতিক ব্যাপার নয়, সমস্ত উৎপাদন-সংগঠন এবং সমস্ত সামাজিক কাঠামোটিই এই উদ্বৃত্ত-অপহরণ অর্থাৎ মুনাফা-লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার অনুকূলে গঠিত, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত-পুঁজিবাদের পক্ষে পরিস্থিতিটি ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমস্ত সোভিয়েত সমাজ-সংগঠনটি ছিলো জনকল্যাণ-মূলক সমাজতান্ত্রিক সংগঠন; তার মধ্যে নয়া-বুর্জোয়াদের মুনাফা লুণ্ঠন প্রক্রিয়াটিকে খাপ খাইয়ে নেওয়া সহজ ছিলো না। যেমন, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের পক্ষে উৎপাদনের যে পরিমাণ কেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন, সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে তা থাকার কথা নয়, কারণ সমাজতন্ত্রের সুষম বিকাশের নীতির একটি পথই হচ্ছে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ। সেখানে সামাজিক বা দার্শনিক নীতি শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ-সৃষ্টির, শোষণ-মূলক শ্রেণী-বৈষম্য সৃষ্টির নয়। এই সমাজতান্ত্রিক-পটভূমিকায় ফিরে আসা পুঁজিবাদের পক্ষে জাতীয় ক্ষেত্রে তার শোষণ প্রক্রিয়াকে খুব বেশী গভীরে নিয়ে যাওয়ার পথে অনেক বাধা ছিলো এবং তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন বাধাটি ছিলো শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে লুণ্ঠন করার ব্যাপারে। সমাজতন্ত্র শ্রমিকেরই রাষ্ট্র, শ্রমিকশ্রেণীরই একনায়কত্ব; সেখানে শ্রমিকশ্রেণী যৌথ-ভাবে সমস্ত উৎপাদনযন্ত্র এবং উৎপন্ন সম্পদের মালিক, এবং ব্যক্তিগতভাবেও প্রত্যেকটি শ্রমিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় তার অবদান অনুযায়ী উৎপাদিত সম্পদের একটা অংশ মজুরী হিসাবে পায় এবং সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার (মজুরী আকারে) প্রাপ্ত অংশ পরিমাণগত এবং গুণগতভাবে বেড়েই যায়—যে ক্রমিক বৃদ্ধি সাম্যবাদের পর্যায়ে অঢেল ঐশ্বর্যের প্রয়োজনভিত্তিক বণ্টনকে সম্ভব কোরে তোলে। এখন যে সমাজতন্ত্রে শ্রমিকের অবস্থার ক্রমিক উন্নতি সুনিশ্চিত, সেখানে যদি তার বদল দেখা যায়, শ্রমিকের সুবিধা তো হচ্ছেই না, উপরন্তু তত্ত্বাবধায়ক আমলাশ্রেণীর বিপুল শ্রীবৃদ্ধির অনুপাতে তার প্রকৃত মজুরী এবং আনুষঙ্গিক স্বাধীনতা কমেই যাচ্ছে, তাহলে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা অত্যধিক প্রকট হয়ে উঠে বিদ্রোহী অভ্যুত্থান সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং রুশ সামাজিক-

পুঁজিবাদীরা প্রথমেই সোভিয়েত শ্রমিকদের ওপর বেশী চাপ সৃষ্টি করতে সাহস করে নি, এবং সে কারণে, স্বদেশে মুনাফা লুণ্ঠনের ঐ আপেক্ষিক ঘাটতিকে তারা প্রথম থেকেই বহু গুণ পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে অনুন্নত দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী নয়া-উপনিবেশিক কায়দায় লুণ্ঠন কোরে। বর্তমান লেখকের অনুমান, সোভিয়েত সামাজিক-পুঁজিবাদের এই অসাধারণ দ্রুত ছন্দে (প্রায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মুহূর্ত থেকেই) সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে বিকশিত হওয়ার এইটেই মূল কারণ।

১৯৫৬-র বিংশতিতম কংগ্রেসটি ছিলো সংশোধনবাদের প্রথম ম্যানিফেস্টো— যার মধ্যে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত শোষণ ও আক্রমণমূলক নীতিগুলি প্রচ্ছন্ন ছিলো। পরবর্তীকালে, যুদ্ধোত্তর দেড়দশক ধরে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বময় শোষণের থাবা বিস্তার, কোরিয়ায়, ফরমোজায়, ভিয়েতনামে, লাতিন আমেরিকার বহু দেশে তাদের হিংস্র আগ্রাসী আচরণ এবং সারা পৃথিবীতে তাদের যুদ্ধঘাঁটি স্থাপন এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ও জঙ্গীবাদী জাপানের পুনরভ্যুত্থান—এই সমস্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হলো যে, বিশ্ব-দ্বন্দ্বগুলির প্রকৃতি আজ পরিবর্তিত। সাম্রাজ্যবাদ আজ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার বিশ্ব-আগ্রাসী শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এখন থেকে সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে আর শত্রুতামূলক দ্বন্দ্বের অবকাশ রইলো না। এখন থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়েই বিশ্বনাট্যে সমাজতন্ত্রের ক্রমিক অগ্রগমন ও সাম্রাজ্যবাদের ক্রমিক পশ্চাদপসরণ ঘটবে। ঐ সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের যে সব দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের নয়া-উপনিবেশিক শোষণের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো এবং কতকগুলি সাম্রাজ্যবাদ-সেবী মুৎসুদ্দি সরকারের দ্বারা শাসিত, তাদের স্বাধীন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হলো। এদের আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-উপনিবেশিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হলো, এবং সেই সঙ্গেই অস্বীকার করা হলো ঐ সব দেশে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাকে। আবিষ্কার করা হলো তথাকথিত "জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের" সংশোধনবাদী এবং সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বকে। এর অর্থ এই যে, ঐ (মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া সামন্ত-শাসিত) দেশগুলিকে অভিহিত করা হলো স্বাধীন জাতীয় বুর্জোয়া-শাসিত বলে, এবং এখনও যেহেতু সেগুলি কিছুটা সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক

প্রভাবাধীন, সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কর্তব্য হবে ঐ সব দেশগুলির রাষ্ট্রায়ত্ত বা সরকার-চালিত শিল্প-প্রকল্পগুলিকে অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্য করা, যাতে ঐ শিল্পগুলি ক্রমশঃই শক্তিশালী, বিপুল উৎপাদনকারী এবং বিপুল লাভজনক হয়ে উঠে জাতীয় সরকারকে ক্রমশঃই বেশী শক্তিশালী কোরে তোলে। এইভাবে রাষ্ট্রায়াত্ত সেক্টরের উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধির ফলে দেশের সাম্রাজ্যবাদ-প্রভাবিত ব্যক্তিগত পুঁজি-প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশঃই দুর্বল হোয়ে পড়বে, এবং এইভাবে "জাতীয় গণতন্ত্রের" শক্তি বৃদ্ধির ভিতর দিয়ে সমস্ত সামাজিক কাঠামোটি [বিনা বিপ্লবে, বিনা রক্তপাতে !] ধীরে ধীরে-সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবে।

আগেই বলা হয়েছে এই শয়তানী নীতি প্রতিষ্ঠার ফলে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মৌলিক ও চিরন্তন শত্রুতামূলক দ্বন্দ্বটিকে অস্বীকার করা হোলো ; এমন কি উপনিবেশিক ও আধা উপনিবেশিক দেশগুলির জনগণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শত্রুতামূলক দ্বন্দ্বটিকেও অস্বীকার করা হোলো। নীতি হোলো দু'টি : (১) সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঢালাও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাও এবং (২) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে "সমাজতান্ত্রিক সাহায্য" দিয়ে যাও ঐ সব দেশের ওপর সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবকে খর্ব করতে।

এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের বদলে তার সঙ্গে লুঠের মাল ভাগাভাগি করার নীতির উদয় হোলো। সাম্রাজ্যবাদ-শোষিত অনুন্নত দেশগুলির জনগণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে এবং তাদের বিশ্বাসঘাতক মুৎসুদ্দি শাসকদের বিরুদ্ধে সমস্ত বিপ্লবী চেতনাকে নিবিয়ে দেয়ার জন্য সমস্ত দ্বন্দ্বগুলির মিথ্যা ব্যাখ্যা দেওয়া হোলো। এবং এই সব করা হোলো সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী রুশ রাষ্ট্রের শ্রমিক-ঠকানো লগ্নী-পুঁজিকে এইসব অনুন্নত দেশগুলিতে সাহায্যের ছলে খাটিয়ে নয়া-উপনিবেশিক কায়দায় বিপুল মুনাফা লুঠ করার উদ্দেশ্যে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব-চেতনাকে স্তিমিত করা হোলো। সোভিয়েত সংশোধনীচক্রও সাম্রাজ্যবাদী। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী চেতনা সাধারণভাবে স্তিমিত হোলে সেটা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদেরও কাজে লাগবে দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ আসছে তৃতীয় বিশ্বের জনগণের পরিত্রাতারূপে—সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে তাদের মুক্ত করতে—বিনা সংঘর্ষে, বিনা বিপ্লবে—শুধুমাত্র "সাহায্য" দিয়ে।

এইভাবে সমাজতান্ত্রিক জালের আড়ালে মূলতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের কায়দায় "সাহায্যের" মাধ্যমে অঢেল অর্থনৈতিক লুট, অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার, এবং (ভীষণ চড়া দামে) অস্ত্র-সরবরাহের মাধ্যমে সামরিক নিয়ন্ত্রণের পাকাপাকি বন্দোবস্ত হোলো। সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীদের "সাহায্য" যে কী ব্যাপক এবং মারাত্মক পরিমাণে এক বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক-সামরিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার বিস্তারিত সাক্ষ্য এ সংখ্যার অন্য লেখায় পাওয়া যাবে।

সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ

লেনিন তাঁর সাম্রাজ্যবাদ-সম্পর্কিত তত্ত্বে সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ বা সর্বশেষ স্তর হিসেবে বর্ণনা কোরে দেখিয়েছিলেন: পুঁজিবাদী দেশের মুক্ত প্রতিযোগিতা থেকে একচেটিয়া পুঁজি জন্ম নেয়, একচেটিয়া শিল্প ও ব্যাঙ্ক-পুঁজির মিলন ঘটে, পুঁজি রপ্তানি পণ্য রপ্তানির তুলনায় বেশি প্রধান হোয়ে ওঠে, সর্বোচ্চ মুনাফার তাড়নায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো হন্যে হয়ে বিদেশে বাজার ও কাঁচা মালের উৎস খুঁজে ফেরে, সেগুলিতে দখল বজায় রাখার জন্য প্রভাবাধীন তুনিয়াকে নিজ নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চলে ভাগাভাগি কোরে নেয় এবং এ নিয়ে প্রচণ্ড খেয়োখেয়িতে লিপ্ত হয়—এবং শেষ বিচারে, সাম্রাজ্যবাদ মানেই হয়ে দাঁড়ায় তুনিয়া জুড়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য খেয়োখেয়ি।

লেনিনের এই বিশ্লেষণের সারবত্তা আজও অকেজো হোয়ে যায় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালেও সাম্রাজ্যবাদের এই নিয়ম কার্যকরী রয়েছে, যদিও রূপের দিক থেকে তার কিছু বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা তুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-জোয়ারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের কৌশল কিছুটা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে। তারা আজ কোনো দেশে প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম করে না, তার বদলে তাদের দ্বারা নির্বাচিত ও শিক্ষিত বিশ্বস্ত সেবাদাসদের মাধ্যমেই তারা পরোক্ষভাবে শাসন চালাবার বন্দোবস্ত করে। উপনিবেশবাদের এই নবতম রূপকেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা 'নয়া উপনিবেশবাদ' নামে অভিহিত কোরে থাকে। সাম্রাজ্যবাদীরা আজকাল সামরিক জোট, সামরিক ঘাঁটি, 'শিবির' প্রভৃতির মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিকভাবে সদ্যস্বাধীনপ্রাপ্ত দেশগুলিকে দাসত্বের বন্ধনে বা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে, যেসব দেশে নিজেদের বিশ্বস্ত শাসক

গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসিয়ে রাখে। অর্থনৈতিক সাহায্য' প্রভৃতির মাধ্যমে তারা এসব দেশকে তাদের পণ্যের বাজার, কাঁচা মালের উৎস, পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এবং ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এরকম 'শান্তিপূর্ণ' পদ্ধতিতে যদি এসব দেশকে নিয়ন্ত্রণে না রাখা যায়, তবে তখন সামরিক অভ্যুত্থান, অন্তর্ঘাত বা এমন কি প্রত্যক্ষ সামরিক আগ্রাসন চালিয়েও তারা তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চায়। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের রূপের এই পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ-সম্পর্কিত তত্ত্ব অকেজো হয়ে যায়নি বলেই, দুনিয়াজোড়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশগুলিকে বুঝতে গেলে লেনিনের এই তত্ত্ব আমাদেরকে বিশেষভাবে সাহায্য করবে। সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদও আজ রয়েছে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তরে। পুঁজিবাদী- সাম্রাজ্যবাদী দেশের মতো কয়েকটি একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী নয়, তার চেয়েও বেশি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ সেখানে প্রতিষ্ঠিত। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক একচেটিয়া শাসকগোষ্ঠী দেশের অভ্যন্তরে সামান্যতম বিরোধিতাও আজ সহ্য করতে রাজী নয়। আর বৈদেশিক ক্ষেত্রে এই সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা দুনিয়ার সর্বত্র নিজেদের আধিপত্য ও শোষণের জাল বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠা করাটাকেই তাদের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে— যদিও এ সব কিছুই তারা করছে 'সমাজতান্ত্রিক' বোলচালের আড়ালে। এ লক্ষ্যে পৌঁছুতে গিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, মতাদর্শগত প্রভৃতি কোনো পন্থাকেই তারা ব্যবহার করতে ছাড়ছে না।

(ক) সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ঃ

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের মূলতঃ দু'ধরণের সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে ঃ (১) অনমনীয় ও অবিচল ভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাইন অনুসরণকারী দেশগুলির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান শত্রুতার সম্পর্ক ; (২) মতাদর্শগতভাবে দুর্বল দেশগুলিতে বশংবদ সংশোধনবাদী শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসিয়ে কার্যতঃ যে সব দেশেও পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সে সব দেশকে নিজেদের 'উপগ্রহে' পরিণত করা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ফ্যাসিষ্ট জার্মানীর (এবং অংশতঃ ইতালীর) করতলগত পূর্ব ইরোপের বেশ কয়েকটি দেশের (পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী,

আলবানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানী) জনগণ তাদের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যখন লড়াই চালাচ্ছিলেন, তখন বার্লিনের দিকে অগ্রসরমান বিজয়ী সোভিয়েত লালফৌজের অমূল্য সহযোগিতায় তারা বিজয় অর্জন করেন এবং এসব দেশে সমাজতন্ত্র (জনগণতন্ত্র) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম থেকেই স্তালিনের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের সামরিক শক্তি দ্বারা এই দেশগুলি সুরক্ষিত থাকে এবং সোভিয়েত অর্থনৈতিক সাহায্যে পুষ্ট হয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু এদের মধ্যেই আবির্ভাব ঘটে 'ট্রয়ের ঘোড়া' টিটোপন্থার, এবং সংশোধনবাদী টিটো-চক্র একদিকে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর কাছে গোপনে সাহায্য নিয়ে যুগোশ্লাভিয়াকে একটি পুঁজিবাদী দেশে পরিণত করে, এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের তাঁবেদার গ্রীস সরকারের সহযোগিতায় আলবানিয়া ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিকে করতলগত করার চক্রান্ত চালাতে থাকে। মহান স্তালিনের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সংগঠন কমিনফর্ম থেকে সঠিকভাবেই যুগোশ্লাভিয়াকে বহিষ্কার করা হয়।

কিন্তু সোভিয়েত পার্টির কুখ্যাত বিংশতিতম কংগ্রেসের পর থেকেই যুগো-শ্লাভিয়াকে ক্রুশ্চভচক্র আবার 'সমাজতান্ত্রিক' আখ্যা দিয়ে বুকে টেনে নেয়। শুধু তাই নয়, আলবানিয়ার মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী পার্টি ও রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালিয়ে যুগোশ্লাভিয়া যখন আলবানিয়ায় সীমান্তে হামলা শুরু করে, তখন রুশ সংশোধনবাদী শাসকচক্র নির্লজ্জের মতো যুগোশ্লাভিয়াকেই সমর্থন করে। এর পরে ১৯৫৬ সালেই টিটোচক্রের প্রত্যক্ষ এবং সাম্রাজ্য-বাদীদের পরোক্ষ মদৎ পেয়ে হাঙ্গেরীতে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চললে ক্রুশ্চভচক্র প্রথমে তার বিরুদ্ধে কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করে, কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যান্য মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী পার্টির চাপে সেখানে সৈন্য পাঠিয়ে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানকে দমন করে বটে, কিন্তু সেই সুযোগ তারা সেদেশে নিজেদের বশংবদ এক সংশোধনবাদী শাসকচক্রকেই ক্ষমতায় বসায় এবং যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থাই গ্রহণ করে না। পরবর্তীকালে ১৯৫৭ সালের মস্কো-ঘোষণায় এবং ১৯৬০-এর ৮১ পার্টির দলিলে যুগোশ্লাভিয়াকে 'সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে নিন্দে করা সত্বেও, ক্রুশ্চভচক্র ও পরবর্তীকালে ব্রেজনেভ-কোসিগিনচক্র যুগোশ্লাভিয়াকে 'সমাজতান্ত্রিক' হিসেবেই গণ্য কোরে চলেছে।

পরবর্তীকালে সোভিয়েত শাসকচক্র ছলে-বলে-কৌশলে, পুর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির সামরিক সংগঠন 'ওয়ারশ চুক্তিকে' একটি সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটে পরিণত কোরে তার সাহায্যে এবং অর্থনৈতিক 'সাহায্যের' মাধ্যমে পুর্ব ইউরোপের এইসব দেশকে (আলবানিয়া, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া বাদে) তাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল 'উপগ্রহে' পরিণত করে। ১৯৬৫-র পরে ক্রুশ্চভকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল কোরে উদীয়মান সংশোধনবাদী নেতা ব্রেজনেভ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদকে এক নোতুন শয়তানী দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর কুখ্যাত "সীমিত সার্বভৌমত্ব" এবং "আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ" নীতির মাধ্যমে। প্রথমটির অর্থ এই যে, সমাজতান্ত্রিক তুনিয়ার অন্তর্গত বিভিন্ন দেশগুলি ঐ তুনিয়ার সামগ্রিক সার্বভৌমত্বের মধ্যে পড়ে এবং পৃথকভাবে তাদের কেবলমাত্র আংশিক সার্বভৌমত্ব থাকতে পারে, পুর্ণ সার্বভৌমত্ব থাকতে পারে না ; এবং সমাজতন্ত্রের সামগ্রিক স্বার্থে যে কোনো রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে—যেমন করা হয়েছিল হাঙ্গেরীতে, পোল্যাণ্ডে, চেকোশ্লোভাকিয়ায়। অর্থাৎ পুর্ব ইউরোপের সমস্ত এলাকাটি এবং মঙ্গোলিয়া সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী নয়া-জারদের জমিদারী এবং "সমাজতান্ত্রিক তুনিয়ার সামগ্রিক স্বার্থে" ঐ তুনিয়ার "নেতা" হিসাবে তাদের ঐ এলাকার যে কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সামরিক হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে। 'আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ নীতি' হচ্ছে পুর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলির উপর রুশ অর্থনৈতিক শোষণকে "ন্যায্য" ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। নেতা হিসাবে সোভিয়েতচক্র ঠিক কোরে দেবে কোন্ পুর্ব-ইউরোগীয় দেশ কী ধরণের জিনিস তৈরী করবে—নিজের ইচ্ছা বা প্রয়োজন অনুযায়ী নয়। বস্তুতঃ একদিকে রাশিয়া তাদের কাছ থেকে সস্তায় কাঁচা মাল বা প্রাথমিক পর্যায়ের পণ্য কিনে নিজের দেশে উচ্চ পর্যায়ের পণ্যদ্রব্য তৈরী কোরে চড়া দামে আবার ঐ দেশগুলিকেই বিক্রী কোরে। অন্যদিকে চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত শিল্পোন্নত দেশগুলিকে বাইরে থেকে কাঁচা মাল আমদানী করতে হয় অনেকাংশেই রাশিয়ার মাধ্যমে রাশিয়ার নির্ধারিত দামে ; এবং শিল্পজাত দ্রব্য ও ভারী যন্ত্রপাতির একটা বিরাট অংশ রাশিয়াকেই বিক্রী করতে হয়—এবং সেটাও রাশিয়ার নির্ধারিত দামে। সেগুলো আবার সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী সরকার চড়া দামে বাইরের জগতে বিক্রী কোরে মোটা লাভ করে। স্বাধীন সুসমন্বিত সমাজতান্ত্রিক শিল্পবিকাশের পথে চলার এদের

কোনো অধিকার নেই—এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের শীর্ষে অবস্থিত সংশোধনবাদী দালালচক্র এই শয়তানী নীতিকে মেনে নিয়েছে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে। যদি কেউ 'আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ' নামক এই অর্থনৈতিক দস্যুতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাহলে ব্রেজনেভচক্র তখনই "সীমিত সার্বভৌমত্বের" নীতিকে প্রয়োগ কোরে তাঁদের প্রচণ্ড সামরিক শক্তি দিয়ে ঐ বিদ্রোহকে মাটিতে মিশিয়ে দেবে। এই অজুহাতেই তারা পোল্যাণ্ডের শ্রমিক-আন্দোলনকে ট্যাঙ্ক ও কামানের তলায় পিষে মেরেছে, চেকোশ্লোভাকিয়া সোভিয়েত প্রভুত্ব মানতে অস্বীকার করায় বিপুল সৈন্য পাঠিয়ে চেকোশ্লাভিয়া দখল করেছে, আলবানিয়ায় ও রুমানিয়ায় সৈন্য পাঠাবার হুমকি দিয়ে চলেছে, এবং মঙ্গোলিয়া ও পুর্ব-ইউরোপের সমস্ত দেশে বিপুল সৈন্য মোতায়েন কোরে রেখেছে।

মতাদর্শগতভাবে দুর্বল দেশগুলিকে 'উপগ্রহে' পরিণত করলেও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী লাইনে অবিচল দেশগুলিকে পদানত করতে পারে নি। যেমন চীনের ও আলবানিয়ার কথাই ধরা যাক। স্তালিনের জীবিতকালেই কোরিয়ায় মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের হামলা প্রতিরোধ করার যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিছু অস্ত্র সাহায্য পাঠালেও ওই যুদ্ধের ব্যয়ভার চীনকেই বহন করতে হয়েছিলো। পরে চীনকে দেওয়া অর্থনৈতিক সাহায্যের ক্ষেত্রে চীন শ্রম-ভিত্তিক উৎপাদন সংগঠনের ওপর জোর দেওয়া সত্ত্বেও, রাশিয়া চীনের উৎপাদনে যন্ত্রীকরণের ওপর বেশি জোর দেওয়াতে চেয়েছিলো; কৃষিভিত্তিক চীনে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে গিয়ে চীন "কৃষিকে ভিত্তি ও শিল্পকে প্রধান বিষয় হিসেবে" গ্রহণ করার নীতি গ্রহণ করলেও, রাশিয়া চেয়েছিলো, চীনও রাশিয়ার মতো "আগে শিল্পের বিকাশ ও পরে কৃষির যৌথকরণ" করুক। স্তালিনের শেষ জীবনেই সোভিয়েত প্রশাসনের বহু ক্ষেত্রে সংশোধনবাদীদের অন্ততঃ আংশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার কথাটা মনে রাখলেই এই ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা মিলে যাবে—যদিও স্বয়ং মাওসেতুংও তখন পর্যন্ত এসব ব্যাপারগুলিকে এতো গুরুত্বপুর্ণ মনে করেন নি।

কারণ, রাশিয়ায় সংশোধনবাদের বিকাশ ও ক্ষমতা দখলের যেমন একটা প্রক্রিয়া ছিলো, তাকে পুরোপুরি বুঝবারও একটা প্রক্রিয়া ছিলো। ১৯৬৫ সালে সোভিয়েত পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে ক্রুশ্চভচক্রের উপস্থাপিত উগ্র স্তালিন-বিরোধিতার (তথা সোভিয়েত দেশের ৩০ বছরের মহান অগ্রগতি ও আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মহান ঐতিহ্যকে নস্যাৎ কোরে দেবার

প্রচেষ্টার) বিরোধিতা পারস্পরিক আলোচনার সময়ে করলেও, চীন বা আলবানিয়া তখনও তাদের সংশোধনবাদী দুরভিসন্ধি পুরোপুরি ধরে উঠতে পারে নি। তাই, এর পরবর্তীকালে সংশোধনবাদী ক্রুশ্চভচক্রের বিভিন্ন মার্কস্‌বাদ-বিরোধী তত্ত্ব ও কার্যকলাপের (নাম না কোরে) নীতিভিত্তিক সমালোচনা করলেও, ১৯৫৭-র মস্কো ঘোষণা এবং ১৯৬০-এর ৮১ পার্টির দলিলে অন্তর্ভুক্ত প্রচুর সংশোধনবাদী ধ্যানধারণা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করলেও, ক্রুশ্চভচক্রের প্রকৃত স্বরূপ ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি না বুঝে উঠতে পারার জন্য এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সংহতি রক্ষার জন্য, চীন ও আলবানিয়া এই দু'টি দলিলকে তখন সমর্থন করে। কিন্তু দিন দিন রুশ সংশোধনবাদীদের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হোয়ে উঠতে থাকলে এবং তাদের মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকলে, দুনিয়ার জনগণের বিরুদ্ধে তথা বিপ্লব, সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান ধরা পড়ে যেতে লাগলো এবং চীন ও আলবানিয়া স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাষায় আধুনিক সংশোধনবাদ বিরোধী মতাদর্শগত সংগ্রামকে জোরদার কোরে তুলতে লাগলো। এর স্বাভাবিক পরিণতিতে রুশ শাসকচক্র ১৯৫৯ সালে অকস্মাৎ বিনা যুক্তিতে চীন থেকে তাদের সমস্ত প্রযুক্তিবিদদের সমস্ত গঠনকাজের নক্সা-সহ ফিরিয়ে নিয়ে এলো, ১৯৬০ সালে আলবানিয়ায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের সময়েও কোনোরকম সাহায্য পাঠালো না। চীনে গণ-কমিউন গড়ে তোলার মহান পদক্ষেপকে তারা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে এক সুরে নিন্দা করতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে চীন তাদের নির্দেশমতো চীনে রুশ পারমাণবিক ঘাঁটি তৈরী করতে দিতে অস্বীকার করায় তারা চীনের ওপরে আরও চটে গেলো, চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ তিব্বতে সামন্ত-পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজ-তন্ত্রের ক্রমিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দালাই লামার পিছনে ভারতীয় প্রতিক্রিয়া-শীলদের উস্কানিকে তারা সমর্থন কোরে চললো, বৃটিশ আগ্রাসী নীতির উত্তরাধিকারী ভারতীয় শাসকচক্রের চীন-বিরোধী চক্রান্তে তথা ১৯৬২-র "ভারতের চীনযুদ্ধে" মদৎ দিতে লাগলো, চীনের অংশ তাইওয়ানে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি জোরদার করা হলেও তারা 'নিরপেক্ষতার' ভান করতে শুরু করলো। একই সময়ে তারা আলবানিয়ায় প্রচণ্ড অর্থনৈতিক চাপ দিতে শুরু করলো এবং এককভাবে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ কোরে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে বিভক্ত কোরে ফেললো। ওই একই সময়ে তারা মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের

পাণ্ডা কেনেডিকে "পরম শান্তিকামী" বলে সার্টিফিকেট দিয়ে দিলো।

এর পরবর্তী ঘটনাবলী সবারই জানা। চীন ও আলবানিয়া রুশ সংশোধনবাদী শাসকচক্রের প্রকৃত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে উদ্ঘাটন কোরে দেবার পর থেকে রুশ শাসকচক্র এই দু'টি দেশকে তাদের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত কোরে দিয়েছে। ১৯৫৯ সাল চীনের চেন পাও দ্বীপে চীনের ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে—যদিও লেনিনের নেতৃত্বে ১৯২০ সালে সোভিয়েত সরকার জারের আমলে রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত চীনের সমস্ত ভূখণ্ড চেনপাও সহ) ফিরিয়ে দেবার ঘোষণা সঠিকভাবেই করেছিলো। বর্তমানে তারা চীন সীমান্তে দশ লক্ষেরও বেশি পারমাণবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্য মোতায়েন কোরে রেখে উস্কানি দিচ্ছে, চীনে গুপ্তচর ও প্লেন পাঠাচ্ছে—চীনকে আক্রমণ করার তোড়জোড় করছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রুশ শাসকচক্রের স্বরূপ আরও নগ্নভাবে উদ্ঘাটিত হোয়েছে ভিয়েতনামের কষ্টিপাথরে। ভিয়েতনামের বীর জনগণ যখন প্রবল পরাক্রম মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে লড়াই চালিয়েছেন, তখন তারা একের পর এক মার্কিণ প্রেসিডেণ্টকে আইজেনহাওয়ার-কেনেডি জনসন-নিক্সনকে 'শান্তির দূত' আখ্যা দিয়েছে, ভিয়েতনামকে অস্ত্রসাহায্য দিতে অস্বীকার করেছে, বিশ্ব-যুদ্ধ বেধে যাবে—এই জুজুবুড়ীর ভয় দেখিয়ে ভিয়েতনামের জনযুদ্ধকে গলা টিপে হত্যা করতে চেয়েছে। তাদের এই কুৎসিৎ চরিত্র সবার চোখেই ধরা পড়ে যাবার পর বাধ্য হয়ে তারা মুখ বাঁচাবার জন্য ভিয়েনামকে কিছু অস্ত্র-সাহায্য দিয়েছে এবং এই সুযোগে তাদেরকে বারবার যুদ্ধ বন্ধ কোরে মার্কিণী শর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ দিয়েছে। অর্থাৎ এককথায়, সোভিয়েত-সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা চীন ও আলবানিয়ার মতো মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদে অবিচল দেশের চরম শত্রুতে পরিণত হয়েছে, ভিয়েতনামের মতো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ে বিভ্রান্তি আনতে চেয়েছে, এবং পূর্ব ইউরোপের মতো মতাদর্শগতভাবে দুর্বল দেশগুলিকে নিজেদের 'উপগ্রহে' পরিণত করেছে।

(খ) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ঃ

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ প্রচণ্ড সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বাক্যবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে একদিকে নিজের 'সমাজতান্ত্রিক ভাবমূর্তি গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে, এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও সামরিক 'সাহায্য'

ইত্যাদির মাধ্যমে ঠিক মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের মতোই নয়া উপনিবেশিক কায়দায় বিভিন্ন দেশকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অসম বাণিজ্য এবং পুঁজি ও সমরোপকরণ রপ্তানির মাধ্যমে তারা এসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করছে, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে এবং সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ খুঁজছে, মুখে এসব দেশের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের কথা ঘোষণা করলেও কাজে এসব সংগ্রামের প্রতি তারা বিশ্বাসঘাতকতাই করছে এবং এসব দেশের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে দমিয়ে দেবার জন্য বাস্তবে তারা দুনিয়ার সবচেয়ে ঘৃণ্য প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গেও হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী জনগণকে এরা "উগ্রপন্থী", "উচ্ছৃঙ্খল জনতা" প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে কুৎসা করছে এবং বিপ্লবী গণ-আন্দোলনে ভাঙন ও বিভেদ সৃষ্টি করবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সশস্ত্র সংগ্রামের আগুনকে নিভিয়ে ফেলার জন্য এবং জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনগুলিকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য তারা দিনরাত ফন্দি আঁটছে। মার্কিণ-সাম্রাজ্যবাদীদের মতো তারাও আজ দুনিয়ার পাহারাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বে এদের কুকর্মের বিস্তৃত তালিকা দিতে গেলে লিখে শেষ করা যাবে না। ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চভচক্র ক্ষমতা দখল করার পর থেকেই এরা এ ধরণের কাজ কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে তা আরও বেশি নগ্ন ও প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে।

১৯৫৮ সালে ইরাকে সাম্রাজ্যবাদী চাপের সামনে সোভিয়েত শাসকচক্র ইরাকের কমিউনিষ্ট ও বিপ্লবীদের নিরস্ত্র হবার নির্দেশ দিয়ে ইরাকে সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণের সহায়তা করেছে।

১৯৬১ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর পোষাকে কঙ্গোয় সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপকে এরা সম্পূর্ণ সহায়তা করেছে এবং প্যাট্রিস লুমুম্বা তথা সেখানকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে হত্যা করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে।

১৯৬২ সালে এরা মার্কিনী হুমকির সামনে নতি স্বীকার কোরে কিউবাকে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের সামনে অসহায় অবস্থায় ফেলে এসেছে।

১৯৬৩ সালে এরা 'আংশিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি'-র মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে একসঙ্গে পারমাণবিক শক্তির একচেটিয়া অধিকার ভাগ কোরে নিয়েছে এবং অন্যান্য দেশকে পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলের শিকার কোরে তুলেছে।

ঐ বছরেই তারা লাওসের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অস্ত্র সংবরণ করবার পরামর্শ দিয়ে মার্কিণীদের আক্রমণের সামনে অসহায় কোরে তুলবার চক্রান্ত করেছে।

১৯৬৫ সালে তারা চীন-বিরোধী ভারত-পাক যুদ্ধ জোট গড়ে তোলার মার্কিণী চক্রান্তের শরিক হয় এবং তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে এই জোট গড়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করে।

ঐ বছরেই কোসিগিন প্রকাশ্যেই ভিয়েতনামের মুক্তি-যুদ্ধ বন্ধ করার মার্কিণী প্রস্তাবকে সমর্থন করে।

১৯৬৮ সালে তারা সৈন্য পাঠিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে।

১৯৬৯ সালে তারা চীন সীমান্তে হামলা চালায়।

১৯৭০ সালে তারা কাম্বোদিয়ায় মার্কিণী সেবাদাস লন নল শাসকচক্র কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পরেও নরোদম শিহানুকের বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি না দিয়ে লন নল চক্রকেই স্বীকৃতি দিয়ে চলে এবং বিভিন্নভাবে তাদের সাহায্য দিয়ে চলে।

১৯৭১ পাকিস্তানকে চীন-বিরোধী যুদ্ধজোটে ভেরাবার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করবার মার্কিণী চক্রান্তে তারা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে, ভারতকে একটি সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ করে, এবং পরে মার্কিণীরা পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান চালাবার প্রস্তাবে পিছিয়ে পড়লে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের মদৎ দিয়ে সেখানে সামরিক অভিযান চালায়, এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন কোরে ফেলবার চক্রান্ত হাসিল করে।

১৯৭২ সালে তারা সুদানের প্রশাসন ও সামরিক বিভাগের বিশ্বস্ত লোকদের দিয়ে সেখানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাবার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়।

১৯৭৩ সালে পাকিস্তানকে তারা আরও খণ্ডিত করার জন্য চক্রান্ত চালায় এবং সুদানের মতো একই কায়দায় আফগানিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়।

ঐ বছরই তারা ইজরায়েলী আগ্রাসী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে আরব ও প্যালেষ্টাইনের জনগণের বীরত্বপূর্ণ লড়াইকে মার্কিণীদের সঙ্গে যোগসাজশে থামিয়ে দেয়।

সাম্প্রতিককালে তারা দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো অস্ত্রের ব্যবসাদার হোয়ে উঠেছে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অস্ত্র বিক্রি কোরে একদিকে মুনাফা এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

দুনিয়ার জলপথে আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য পুরোণো জারদের স্বপ্নকে সার্থক কোরে তুলবার জন্য ভূমধ্যসাগর ও ভারত

মহাসাগরে তারা নিজেদের আনাগোনা বাড়িয়ে চলেছে, এবং সামরিক ঘাঁটি বানাবার তোড়জোড় করছে।

অর্থাৎ এককথায়, মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের মতো একই কায়দায় সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ আজ সমগ্র দুনিয়াকে ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে—এবং স্বভাবতঃই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিই হয়ে উঠেছে তাদের সবচেয়ে বড়ো শিকার।

পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক :

সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের মূল লক্ষ্য যেহেতু সমগ্র দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করা, তাই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সোভিয়েত শাসকচক্র বিভিন্ন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলছে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার সবচেয়ে প্রবল পরাক্রম শক্তি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একই সঙ্গে তাদের রয়েছে সমঝোতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একদিকে তারা সর্বত্র মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বদলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য মরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে দুনিয়ার জনগণ তথা বিশ্ব-বিপ্লবের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে তারা বহুক্ষেত্রেই সমঝোতা চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে বিভিন্ন দেশের শাসকগোষ্ঠির ওপর থেকে মার্কিণ প্রভাবকে হটিয়ে তারা নিজেদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, মারণাস্ত্র তৈরীর বল্গাহীন প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে ; অন্যদিকে তারা মার্কিনীদের সঙ্গে যৌথভাবে দুনিয়ার পাহারাদারী করবার দাবী করছে, 'শক্তির ভারসাম্য' ইত্যাদি বোলচাল দিয়ে দুনিয়ার জনগণকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক নিয়ম অনুসারে, তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকটিই প্রধান, এবং সাম্প্রতিকালে দেশে দেশে 'প্রভাবাধীন অঞ্চল' প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তাদের প্রতিযোগিতা এই সত্যকেই সুস্পষ্ট কোরে তুলেছে।

দুনিয়ার আধিপত্য বিস্তারের এই লক্ষ্যকেই সামনে রেখে সোভিয়েত শাসকচক্র অন্যান্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গেও সম্পর্ক গড়ে তুলছে। 'উত্তেজনা হ্রাস' ইত্যাদি সাইনবোর্ডের আড়ালে তারা একদিকে চাইছে নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য এসব দেশকে ব্যবহার করতে ; এসব দেশের উন্নত কারিগরী জ্ঞান এবং পুঁজিকে তারা এই উদ্দেশ্যেই নিজেদের দেশে আমন্ত্রণ কোরে আনছে। অন্যদিকে, মার্কিণ ও সোভিয়েত দুই বৃহৎ

শক্তির মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এদের অনেককেই তারা দলে ভেরাতে চাইছে। এ কারণেই ইউরোপের গুরুত্ব আজ প্রচণ্ড বেড়ে গেছে।

অর্থাৎ এককথায়, পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্য-বাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থই সব সময়ে প্রাধান্য পাচ্ছে, এবং এই স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তারা কখনও 'নরম' কখনও বা 'গরম' নীতি অনুসরণ করছে।

উপসংহার

এই হোচ্ছে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ—মুখে সমাজতান্ত্রিক, কাজে সাম্রাজ্যবাদী—পুঁজিবাদের শৃঙ্খল ভেঙে গড়ে তোলা সমাজতন্ত্র থেকে আবার পুঁজিবাদে ও সাম্রাজ্যবাদে ঐতিহাসিক পশ্চাদপসরণের দানবীয় পরিণাম। দেশের ভেতরে ও বাইরে এর সংগঠনটি এমনভাবে গঠিত যাতে একটি কেন্দ্রীয় শ্রেণীগত শোষণ-চক্র সর্বত্রই তার আধিপত্য বজায় রাখতে পারে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেমন, ঠিক তেমনি দেশের ভেতরেও নয়া বুর্জোয়াশ্রেণীর শোষণ ও লুণ্ঠনের স্বার্থে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে আন্তঃপ্রাদেশিক শ্রমবিভাগ। জর্জিয়া, ইউক্রেন, উজবেকিস্তান প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্য যাতে সমাজতান্ত্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার আদর্শে বিকশিত হয়ে উঠতে না পারে, সেজন্য এসব জায়গায় উৎপাদনের এক এক ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাকে সীমিত কোরে রাখা হোয়েছে। সোভিয়েতের অসংখ্য জাতিসত্তা সম্পর্কিত সমস্যার যে চমৎকার সমাধানের পথ লেনিন ও স্তালিনের সময়ে অনুসৃত হয়েছিলো, তাকে উল্টে দিয়ে এসব জাতিসত্তার ওপর রুশ জাতির আধিপত্য বিস্তারের এবং এসব জাতিসত্তার ক্রমবিলুপ্তির পথই আজ অনুসৃত হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চরমতম সামাজিক-ফ্যাসিবাদ কায়েম কোরে মেহনতী জনতার সামান্যতম গণতান্ত্রিক অধিকারও আজ কেড়ে নেওয়া হোয়েছে, বর্তমান সোভিয়েত দেশ পরিণত হয়েছে "অসংখ্য জাতিসত্তার এক বিশাল কারাগারে।"

সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের দানবীয় ক্ষুধার আর একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়ে তার এই চরিত্রচিত্রণ শেষ করি। গত বছর সোভিয়েত ইউনিয়ন তার বিভিন্ন পত্রপত্রিকার বাৎসরিক ক্রেতাদের একটি ১৯৭৩ সালের চিত্রিত ক্যালেণ্ডার বিতরণ করে। নিঃসন্দেহে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ ঐ ক্যালেণ্ডারের বহুলতম প্রচার চেয়েছিলো। ঐ ক্যালেণ্ডারের কয়েকটি বর্ণাঢ্য চিত্রের বিষয়বস্তু কী?

সোভিয়েত ইউনিয়নে "সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির", মহান জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টার কোনো চিত্র? অনুন্নত দেশগুলির জনগণের বৈপ্লবিক প্রয়াসের কোনো প্রতীকচিহ্ন? সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও অমানুষিকতার কোনো মুখোশ-অপসারণ? সমাজতান্ত্রিক মানুষের মধুরতর সুন্দরতর জীবনের কোনো অপরূপ ছবি? রাশিয়ার অতীত ইতিহাস বা সংস্কৃতির কোনো উজ্জ্বল প্রগতিশীল দিকের পরিচয়? না, ওসব কিছুই নয়। ওই ক্যালেণ্ডারের প্রথম পৃষ্ঠায় আছে সান্ধ্য মস্কোনগরীর একটি ছবি—রূপকথার আলোকোজ্জ্বল রঙীন প্রমোদ-পুরীর মত। বাকি এগারোটি পৃষ্ঠায় আছে সৌরজগতের সুদূরতম গ্রহে-গ্রহান্তরে, এমন কি সৌরজগতের বাইরে বহুদূরের নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত গ্রহলোকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উদ্ভট, বীভৎস আকারের সোভিয়েত মহাকাশ-যান এবং তার আনুষঙ্গিক স্বয়ংচালিত যন্ত্রগুলি (তাদের আশে পাশে সোভিয়েত অভিযাত্রীরাও ঘোরাফেরা করছে) ঐ সব গ্রহের উপরিভাগে ও অভ্যন্তরে সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যখন অত্যাচার-জর্জরিত, যখন বিশ্বের শ্রমজীবী জনতার শতকোটি নারীর চোখে জল, অগণিত শিশু অনাহারগ্রস্ত অপুষ্ট, ক্ষীণদৃষ্টি, তখন "সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার নেতা" সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ শুধু এই পৃথিবীর দুঃস্থ জনগণকে লুণ্ঠন কোরেই ক্ষান্ত নয়, তাঁদের অসীম লুণ্ঠন পিপাসা পৃথিবীর সীমানাকেও ছাড়িয়ে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়তে চায় গ্রহে গ্রহান্তরে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!

কিন্তু দুনিয়াটা জনগণের—জনগণই রচনা করেন ইতিহাস। তাই ইতিমধ্যেই দুনিয়ার জনগণ তথা সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ নিজেদের জীবন দিয়ে বুঝতে শুরু করেছেন এই দানবীয় সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ, তার বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলছেন। প্রতিক্রিয়াশীলরা চিরদিনই কাগুজে বাঘ—একদা প্রবল পরাক্রম হিটলারের জার্মানির পরাজয় বা মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রতিক দুরতিক্রম্য সংকট সেকথাই প্রমাণ করেছে। সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। দুনিয়ার জনগণ সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অদূর ভবিষ্যতে সুনিশ্চিতভাবেই এই সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদকে লড়াইয়ের আঘাতে পাঠিয়ে দেবে তার ইতিহাস-নির্দিষ্ট স্থানে—অর্থাৎ ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে ॥

সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ
মতাদর্শগত পটভূমিকা

দেবেশ চৌধুরী

তুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ এব [illegible] সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, অক্টোবর বিপ্লবের বজ্রগর্জনের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সর্বহারা একনায়ত্ব আজ সেখানে পর্যবসিত হয়েছে ফ্যাসিষ্ট বুর্জোয়া একনায়কত্বে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তিকে চুরমার কোরে দিয়ে সেখানে আজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুঁজিবাদ, এবং লেনিন-স্তালিনের হাতে-গড়া মহান সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি আজ রূপান্তরিত হয়েছে একটি আধুনিক সংশোধনবাদী ফ্যাসিষ্ট পার্টিতে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে: কী কোরে এটা সম্ভব হোলো? মহান সোভিয়েত জনগণ এবং তাদের অগ্রবাহিনী কমিউনিষ্ট পার্টি—যাঁরা বিপ্লব করেছেন, সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজে অভূতপুর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন, প্রবল পরাক্রম ফ্যাসিষ্ট জার্মাণীকে বিধ্বস্ত করেছেন—কেন পুঁজিবাদের এই পুনরভ্যুত্থানকে ঠেকাতে পারলেন না? কেন? কেন?

এইসব অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে সোভিয়েত সমাজের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিলো তুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সমাজতন্ত্র মানেই কি শ্রেণী সংগ্রামের অবসান? পুঁজিবাদী পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমস্ত প্রচেষ্টার অবসান? মোটেই তা নয়। মার্কস্, লেনিন এবং স্তালিন তাঁদের বিভিন্ন রচনার মধ্যে দিয়ে বরং এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন যে, সমাজতন্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা নয়, তা হচ্ছে পুঁজিবাদ ও কমিউনিজ্‌মের মধ্যবর্তী একটি পর্যায়, যা "অর্থনৈতিক, নৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে

প্রতিটি ক্ষেত্রে যে পুরোণো সমাজের গর্ভ থেকে উদ্ভুত হোয়েছে, সেই (পুঁজিবাদী) সমাজের জন্মচিহ্ন সর্বাঙ্গে বহন কোরে থাকে।'' পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের এই সুদীর্ঘ পর্যায় জুড়ে শ্রেণীসমূহ বিরাজ করতে থাকে, শ্রেণী-সংগ্রাম চলতে থাকে, পরাভূত বুর্জোয়াশ্রেণী পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা পোষণ করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত কে জিতবে—পুঁজিবাদ, না সমাজতন্ত্র—এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা তখনও পর্যন্ত হয় না। এ কারণেই অক্টোবর বিপ্লবের পর বিভিন্ন সময়ে লেনিন দেখিয়ে গেছেন যে: (১) ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়ারা হাজার রকম পন্থায় ক্ষমতা ফিরে পাবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়; (২) ব্যক্তি মালিকানাধীন ক্ষুদ্র উৎপাদন প্রতিনিয়ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী মানসিকতার জন্ম দিয়ে যায়; (৩) বুর্জোয়া ভাবধারা, অভ্যেস ও রীতিপদ্ধতির প্রভাব এবং পেটিবুর্জোয়ার ব্যাপক ও দুর্নীতিকর পরিমণ্ডল প্রায়শঃই শ্রমিকশ্রেণী ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে নীতিত্যাগী অধঃপতিতদের এবং নোতুন নোতুন বুর্জোয়াদের জন্ম দিয়ে যায়; এবং (৪) আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদীদের সশস্ত্র আগ্রাসনের সম্ভাবনা এবং তাদের অন্তর্ঘাতমূলক কাজ-কারবার সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী-সংগ্রাম চলতে থাকার বাহ্যিক শর্ত হিসেবে কাজ করে।

সোভিয়েত সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা লেনিনের এই সব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকেই প্রমাণ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম-লগ্ন থেকেই প্রতিবিপ্লবীরা গোপনে গোপনে সমাজতন্ত্রকে উৎখাত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে এবং এই উদ্দেশ্যে পার্টি ও সরকারের বিভিন্ন বিভিন্ন, অর্থনৈতিক সংস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক বিভাগগুলিতে ঢুকে পড়েছে। অর্থনৈতিকভাবে তারা রাষ্টীয় মালিকানার উৎপাদন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটাবার চক্রান্ত চালিয়ে গেছে। সাংস্কৃতিক মতাদর্শগত ও শিক্ষাক্ষেত্রে তারা সর্বহারা বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির বদলে বুর্জোয়া মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে এবং এভাবে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী জনগণকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। এসবের ফলে বহু রাজনৈতিক কর্মী বিভ্রান্ত ও অধঃপতিত হয়েছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্ত ও ব্যক্তি-স্বার্থবাহী আমলাদের উদ্ভব হোয়েছে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লবী ভাবধারার বিষবৃক্ষগুলি ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কি কৃষির যৌথকরণ ও শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পরেও, পুরোণো বুর্জোয়া ও অন্যান্য শোষকশ্রেণীগুলি ক্ষমতাচ্যুত হলেও বিলুপ্ত হয় নি, উপরন্তু নোতুন বুর্জোয়াদের আবির্ভাব ঘটেছে, রাজনৈতিক-মতাদর্শগত-সাংস্কৃতিক উপরি-

কাঠামোতে বুর্জোয়া প্রভাব বিরাজ কোরে গেছে—এবং এসব কিছুই সোভিয়েত সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্র থেকে তীব্রতর কোরে তুলেছে। সোভিয়েত সমাজে সর্বহারা একনায়কত্ব যতো বেশি সুসংহত হোয়েছে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তি যতো বেশি দৃঢ়তর হোয়েছে, সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজ যতো বেশি সাফল্য অর্জন করেছে, ততোই এইসব বুর্জোয়ারা ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য মরিয়া হোয়ে চক্রান্ত চালিয়ে গেছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে তাদেরকে সর্বোতোভাবে সাহায্য কোরে গেছে অন্যান্য দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা।

কিন্তু প্রথমে লেনিন ও পরে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েতের কমিউনিষ্টরা ও জনগণ অমিতবিক্রমে এই সব প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের মোকাবিলা কোরে গেছেন। ট্রটস্কি-জিনোভিয়েভ-কামেনেভ-বুখারিন প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকদের বিচিত্রমুখী ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত চক্রান্তকে বিধ্বস্ত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, মানুষের পূর্ব-ইতিহাসে এ ধরণের পরিস্থিতির কোনো নজির ছিলো না, এবং তার ফলে কোনোরকম পূর্ব-অভিজ্ঞতার অভাব নিঃসন্দেহে স্তালিন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের দ্বারা এই জটিল পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সঠিক মীমাংসার পথে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করেছিলো। তাঁরা সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্বেও মতাদর্শগতক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক-ও সাংস্কৃতিক ইমারতে জমে-থাকা অসংখ্য অলক্ষ্য বুর্জোয়া প্রভাবের গুরুত্ব সম্পর্কে সব সময় যথেষ্ট সচেতন ও সতর্ক থাকতে পারেন নি। বিশেষতঃ ট্রটস্কিপন্থী ও বুখারিণপন্থীদের আপাত-নির্মূলীকরণ এবং প্রবল পরাক্রান্ত ফ্যাসিষ্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে গৌরবময় বিজয় অর্জনের পরে স্তালিন ও তাঁর সহযোদ্ধারা সোভিয়েত দেশে সমাজতন্ত্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে অনেক বেশি নিঃসন্দেহ হোয়ে পড়েছিলেন—বাইরের সাম্রাজ্য-বাদীদের আক্রমণ ছাড়া আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও যে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিরা নোতুন কায়দায় আক্রমণ চালাতে পারে, সে সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন থাকেন নি। অথচ জার্মাণীর বিরুদ্ধে জীবন-মরণ যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ অগ্রণী কর্মীর মৃত্যু ঘটার সুযোগ নিয়ে প্রতিবিপ্লবীরা এই সময়েই পার্টি ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে দলে দলে লোক ঢুকিয়ে দিয়েছিলো, এবং প্রধানতঃ মতাদর্শগতক্ষেত্রে ও স্থানে স্থানে অর্থনৈতিকক্ষেত্রেও তারা পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নোতুন উদ্যমে উন্মত্ত প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করেছিলো।

এর ফলে ব্যাপক জনগণকে বৈপ্লবিক আহ্বান জানিয়ে, পার্টির অগ্রগামী ক্যাডারদের নেতৃত্বে তাদেরকে বিপুল সংখ্যায় সংগঠিত কোরে এক মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে পার্টি ও প্রশাসনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অল্পসংখ্যক বুর্জোয়াপন্থীর মুখোশ নির্মমভাবে খুলে দিয়ে এবং বিপুলসংখ্যক বুর্জোয়া-প্রভাবিত কিন্তু মূলতঃ নির্দোষ বিপথগামীদের সমাজতান্ত্রিক পথে ফিরিয়ে এনে সমস্ত কাঠামোটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন বুর্জোয়া মতাদর্শের মূলে আঘাত করার প্রক্রিয়াটি তাঁরা ঐ সামগ্রিক পরিস্থিতির মধ্যে অবলম্বন করতে পারেন নি। তার বদলে তাঁরা মূলতঃ পার্টি কর্তৃত্ব দিয়েই প্রশাসনিক পদ্ধতিতে পার্টি ও প্রশাসনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বুর্জোয়া উপাদানগুলির মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন। ফলে প্রথমতঃ, এই মতাদর্শগত বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক পুলিশের মধ্যেও শত্রুপক্ষের বহু গুপ্তচর অনুপ্রবেশ করে এবং তাদের চক্রান্তে সত্যিকারের শয়তানদের সঙ্গে বেশ কিছু নির্দোষ কমিউনিষ্টও অভিযুক্ত এবং চরম দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং স্তালিনের তথাকথিত "অমানুষিক স্বৈরাচার" সম্পর্কে দেশে ও বিদেশে নানারকম শয়তানী প্রচারের সুযোগ ঘটে। (স্তালিন নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, এক্ষেত্রে "কিছু বাড়াবাড়ি" হয়েছিলো)। দ্বিতীয়তঃ, বুর্জোয়া চক্রান্তের সাংগঠনিক কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হওয়া সত্বেও কতকগুলি স্তরে গভীরভাবে ব্যাপ্ত বুর্জোয়া শ্রেণীচিন্তার মূল উৎপাটিত হয় নি। অর্থনীতি নিঃসন্দেহে পূর্ণতর সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু শিল্প ও সরকারী প্রশাসনের ভিতরে (এবং তার প্রতিফলন হিসাবে পার্টিতে) অর্থাৎ সামাজিক ইমারতের উচ্চস্তরে বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণার মায়া-জাল অলক্ষ্যভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো—যা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অনুপস্থিতির ফলে অপসারিত হতে পারে নি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, রাশিয়ায় স্তালিনের সময় থেকেই পুঁজিবাদ পুনঃ-প্রতিষ্ঠার বাস্তব ভিত্তি ও পরিবেশ বজায় ছিলো। এর সামাজিক ভিত্তি সেদেশের পুরোণো ও নোতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর উপাদানরা ও ক্ষমতাচ্যুত ভূস্বামীরা, ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদকেরা এবং অধঃপতিত সরকারী কর্মচারী-বুদ্ধি-জীবী ও অন্যান্যরা জনগণের চেতনায় বুর্জোয়া মতাদর্শের ওপর নির্ভর কোরে গোপনে গোপনে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। সোভিয়েত সমাজের এই শ্রেণী-সংগ্রামই প্রভাব ফেলছিলো কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে। বুর্জোয়াশ্রেণী এবং আন্তর্জাতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ একটি সমাজতান্ত্রিক

দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে প্রথমেই সে দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিকে অধঃপতিত কোরে একটি আধুনিক সংশোধনবাদী ফ্যাসিষ্ট পার্টিতে পরিণত করবার ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সোভিয়েতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সেখানে পার্টির মধ্যে ঘাপ্‌টি-মেরে- থাকা আধুনিক সংশোধনবাদীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সাথে, শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশের সাথে এবং নিজেদের সাময়িক সুবিধে-অসুবিধের সাথে খাপ খাইয়ে নানারকম ধূর্ত পদ্ধতি ও ছলচাতুরি অবলম্বন করেছে, নানা ধরনের ঘোমটা দিয়ে নিজেদের শয়তানি উদ্দেশ্য গোপন কোরে রেখেছে। স্তালিনের জীব-দ্দশাতেই তারা সুযোগ ও সুবিধে মতো নিজেদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণী-স্বার্থে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করেছে, শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী প্রবণতাকে জোরদার করবার চেষ্টা করেছে, পার্টিকে অধঃপতিত করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। স্তালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সর্বহারা পার্টি-কেন্দ্রের নির্দেশগুলিকে তারা ওপর ওপর সমর্থন ও কার্যকরী করার ভান করেছে, তোতাপাখীর মতো লোক-দেখানোর জন্য পার্টির বক্তব্য আউড়ে গেছে, আর গোপনে গোপনে ঠিক তার উল্টো কাজই করেছে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঘুণ ধরাবার উপযোগী কাজ-কারবার চালিয়ে গেছে। মতাদর্শ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে জনমত তৈরী করার কাজে ব্যাপৃত থেকেছে। নিজেদের বদমাইসিকে ঢেকে রাখার জন্য মুখে তারা স্তালিনের গুণকীর্তনকে এক চরম আতিশয্যের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। যে ক্রুশ্চভ ১৯৫৬ সালে স্তালিনের 'ব্যক্তিপূজা'-র বিরোধিতা করার নাম কোরে সোভিয়েতে সমাজতন্ত্র ও সর্বহারা একনায়কত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযান শুরু করেছিলো, ১৯৩৭ সালে মস্কো পার্টি-কমিটির সম্পাদক হিসেবে সে-ই সর্বপ্রথম সেদেশে ধূমধাম কোরে স্তালিনের জন্মদিন পালনের 'শুভ' উদ্বোধন করে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংশোধনবাদী সাহিত্যিকদের পাণ্ডা যে শলোকভ ক্রুশ্চভের স্তালিন-বিরোধী অভিযানে প্রধান সহায়ক হয়েছিলো, সে-ই স্তালিনের জীবিতকালে "স্তালিন আমাদের পিতা"—ব'লে কবিতা লিখে চাটুকারিতার বান ডাকিয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য জনগণের মহান নেতাকে মুখে প্রশংসা কোরে আকাশে তুলে দিয়ে এবং জনগণ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন কোরে দেবার প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিবিপ্লবী কাজ-কারাবার গোপনে চালিয়ে যাবার এই ঘৃণ্য পদ্ধতিই সাংস্কৃতিক বিপ্লব-পরবর্তীকালের

চীনে অনুসরণ করেছিলে প্রতিবিপ্লবী লিন পিয়াও চক্র। কিন্তু সোভিয়েতের বিপ্লবীরা ক্রুশ্চভ-মার্কা প্রতিবিপ্লবীদের এই চক্রান্ত ধরতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঠেকাতেই ব্যর্থ হয়েছিলেন, আর সোভিয়েতের এই নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই মাও সেতুঙের নেতৃত্বে চীনের বিপ্লবীরা লিনপিয়াও চক্রের প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানকে বিধ্বস্ত কোরে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু তার মানেই এই নয় যে, স্তালিন ও তাঁর সহকর্মীরা সোভিয়েতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজতন্ত্র-বিরোধী প্রবণতা সম্পর্কে একেবারেই সচেতন ছিলেন না। বাস্তবতঃ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশেষতঃ মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্তালিনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা বিভিন্ন প্রতিবিপ্লবী ভাবধারার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। 'ঝল্-মলে জীবন' নামে সে' সময়কার একটি প্রতিবিপ্লবী চলচ্চিত্রর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কমিটি মতাদর্শগত লড়াই চালিয়েছিলো, ১৯৪৭-৪৮ সালে স্তালিনের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা ঝানভ্ 'জভেজ্দা' ও 'লেনিনবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবিপ্লবী সাহিত্যের বিরুদ্ধে এবং গান ও দর্শনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজতন্ত্র-বিরোধী প্রবণতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন, ১৯৪৯ সালে ভাষাগত সমস্যাকে কেন্দ্র কোরে বিভিন্ন মার্কসবাদ-বিরোধী ভাবধারার বিরুদ্ধে স্বয়ং স্তালিনকে কলম ধরতে হয়েছিলো। মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে ১৯৫২ সালে স্তালিন তাঁর "সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজ-তন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী" গ্রন্থে পার্টির ভেতর থেকে এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন সমাজতন্ত্র-বিরোধী অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহকে অপূর্ব তীক্ষ্ণতার সাথে ও প্রাঞ্জলভাবে প্রতিহত করেন। সেখানে তিনি এই বলে সতর্ক কোরে দেন যে, সঠিক কর্মনীতি অনুসৃত না হলে সোভিয়েত সমাজেও উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব শত্রুতামূলক হয়ে পড়তে পারে এবং উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতি ব্যহত হতে পারে। অর্থনীতির মধ্যে বিভিন্ন সমাজতন্ত্র-বিরোধী প্রবণতা যে ইতিমধ্যেই সোভিয়েত উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতিকে ব্যাহত কোরে তুলতে শুরু করছিলো, সেদিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পার্টি, প্রশাসন ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিতে এইসব সমাজতন্ত্র-বিরোধী বক্তব্য সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রতিফলিত হয় স্তালিনের জীবিতকালে অনুষ্ঠিত

সোভিয়েত পার্টির সর্বশেষ কংগ্রেসে—১৯৫২ সালে পার্টির উনবিংশ কংগ্রেসে—মালেনকভ কর্তৃক প্রদত্ত 'কেন্দ্রীয় কমিটির কাজের রিপোর্টে'। এই রিপোর্টে পার্টি ও সরকারের মধ্যে, অর্থনীতি ও পার্টির মধ্যে বিভিন্ন মারাত্মকরকমের বিপজ্জনক বিপ্লবী-বিরোধী কার্যকলাপ ও ঝোঁক সম্পর্কে পার্টি-কর্মী ও জনগণকে সতর্ক কোরে দেওরা হয়।

কিন্তু এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার ৩০-৩৫ বছর পরে, ট্রট্স্কি-বুখারিণ চক্রের পতনের ১৫ বছর পরে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গৌরবময় বিজয় অর্জনের পরে—অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রচণ্ড শক্তিবৃদ্ধির পরেও—পার্টি ও সরকারের মধ্যে থেকে মতাদর্শগত, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সব সমাজতন্ত্র-বিরোধী প্রতিবিপ্লবী বক্তব্য ও কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে কেন—এই প্রশ্নের সঠিক সমাধান স্তালিন ও তাঁর সহকর্মীরা কোরে যেতে পারেন নি। তাঁরা সম্ভবতঃ ভেবেছিলেন যে, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র এক অচল অটল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, কাজেই ওসব বিপ্লব-বিরোধী ঝোঁক ক্ষণিক ব্যক্তিগত বিচ্যুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নে তখনও বিরাজমান শ্রেণীসমূহ এবং শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে কোনো পরিপূর্ণ ধারণা তাঁদের ছিলো না—এবং সে কারণেই সোভিয়েত পার্টি ও জনগণকে তাঁরা সর্বাত্মকভাবে ও সুসংবদ্ধভাবে বুর্জোয়াদের সুপরিকল্পিত পুনঃপ্রতিষ্ঠার চক্রান্ত সম্পর্কে সচেতন ও সংগঠিত কোরে তুলতে পারেন নি। ফলতঃ প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে স্তালিন ও তাঁর সহকর্মীদের, পার্টি-সদস্য ও জনগণের, অমিতবিক্রম সংগ্রাম সত্বেও, সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্রকে স্তালিনের মৃত্যুর পর শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নেওয়া যায় নি—কয়েক বছরের মধ্যেই আধুনিক সংশোধনবাদীরা পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দখল কোরে নিতে পেরেছিলো।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েতে সর্বহারা একনায়কত্ব উৎখাত কোরে বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি আধুনিক সংশোধনবাদীদের বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মূলে কাজ করেছে প্রতিবিপ্লব প্রতিহত করতে পার্টির ব্যর্থতা। লেনিন-স্তালিনের হাতে-গড়া বিপ্লবী ঐতিহ্যময় সোভিয়েত পার্টির এই ব্যর্থতার কারণগুলি এবার বিশ্লেষণ করা দরকার। সোভিয়েতের সর্বহারা বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া একাজ কিছুতেই সুসম্পন্ন হতে পারে না। তবুও আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিভিন্ন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী

দলিলের ভিত্তিতে * আমরা, প্রাথমিক পর্যায়ে হলেও, এ ব্যাপারে চেষ্টা করতে পারি।

প্রথমতঃ, সোভিয়েত পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত শিক্ষা সব সময়ে প্রতিটি পর্যায়ে বাস্তবের দাবী অনুসারে গভীরতা ও ব্যাপকতা পায় নি। পদ্ধতিগত অপর্যাপ্ততা ছাড়া বিষয়বস্তুর বিচারেও এই শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ছিলো—বিশেষতঃ সমাজতান্ত্রিক সমাজেও যে শ্রেণী-সংগ্রাম চলতে পারে এবং প্রতিবিপ্লবীদের দ্বারা ক্ষমতা পুনর্দখলের বিরুদ্ধে সদা সর্বদা সতর্কতা বজায় রাখা দরকার—এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পার্টির মধ্যে শেষের দিকে ছিলো না। অর্থাৎ এক কথায়, সব সময়ে সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে বিপ্লবী বাস্তবতার সংগে বিপ্লবী তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয় নি।

দ্বিতীয়তঃ, পার্টির মান, অর্থাৎ গভীর মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক চেতনা এবং বিপ্লবী পদ্ধতিতে তার রূপায়ণ সব সময়ে যথোপযুক্ত ছিলো না। মূলগতভাবে এই মান লেনিন ও স্তালিন কর্তৃক সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছিলো এবং সঠিক ছিলো, কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সংগে সংগে সব সময়ে তা তাল রাখতে পারে নি, পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছিলো, এবং পার্টির মধ্যেকার ঘাপটি-মেরে-থাকা সংশোধনবাদীরা সেগুলিকেই বিকৃত কোরে নিজেদের লাগাতে পেরেছিলো।

তৃতীয়তঃ, সর্বহারাশ্রেণীর অগ্রবাহিনী ও সুসংগঠিত বাহিনী হিসেবে পার্টির ওপরই দায়িত্ব এসে পড়ে নেতৃত্ব দেবার, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-গুণগুলিকে বজায় রাখার এবং বিকশিত ও পরিশীলিত করার, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সর্বাগ্রে ও সঠিকভাবে আয়ত্ত করার এবং তাকে প্রয়োগ করার—শ্রেণী-শত্রুর বিরুদ্ধে চরম ও অবিচল সতর্কতা বজায় রাখার। এ দায়িত্ব পালন করবার জন্য দরকার পার্টির ঐক্য—মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ঐক্য, পার্টি-শ্রমিকশ্রেণী-

---

* (১) মালেনকভ ঃ "উনবিংশ পার্টি কংগ্রেসে সিপিএসইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির কাজের রিপোর্ট" / অক্টোবর ৫, ১৯৫২। (২) সিপিসি'র দলিল ঃ "ক্রুশ্চভের ভূয়া সাম্যবাদ এবং দুনিয়ার কাছে তার শিক্ষা" / জুলাই ১৪, ১৯৬৪। (৩) এনভার হোজা ঃ "পঞ্চম পার্টি-কংগ্রেসে আলবানিয়ার লেবার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাজের রিপোর্ট" / নভেম্বর ১, ১৯৬৬।
(৪) আলবানিয়ার লেবার পার্টির দলিল ঃ "সংশোধনবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীকে অবশ্যই অগ্রণী হতে হবে" / মার্চ ১৪ ঃ ১৯৬৮।

মেহনতী জনতার ইস্পাত দৃঢ় ঐক্য। এই ঐক্য একদিনেই গড়ে ওঠে না, আবার একবার গড়ে উঠলেই তা চিরস্থায়ী হয় না। সোভিয়েত পার্টিতে লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই ঐক্য গড়ে উঠেছিলো, ক্রমশঃ তার উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নতি ঘটেছিলো। কিন্তু এই ঐক্যের মধ্যে কিছু দুর্বলতা স্তালিনের জীবনের শেষের দিকে ধরা পড়েছিলো (উনবিংশ কংগ্রেসের রিপোর্টই তার প্রমাণ) এবং সংশোধনবাদী শ্রেণী-শত্রুরা তার সুযোগ নিয়ে গোপনে পার্টির মধ্যে ঢুকতে শুরু করেছিলো, ভেতর থেকে পার্টি- সদস্যদের মধ্যে বুর্জোয়া মতাদর্শ ও কাজের পদ্ধতি সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করছিলো, পার্টিকে অধঃপতিত করবার চক্রান্ত চালাচ্ছিলো। স্তালিনের মৃত্যুর পর শ্রেণী-শত্রুদের এই চক্রান্তই অনেক বেশি জোরদার হয়েছিলো এবং পরিণতিতে নেতৃত্ব দখল করেছিলো।

কিন্তু স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে : ব্যাপক পার্টি-সদস্যরা, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিলেন বিপ্লবী, কীভাবে সংশোধনবাদী শ্রেণী-শত্রুদের চক্রান্তের ফাঁদে পা দিলেন? সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য অধঃপতিত পার্টির নৈতিবাচক অভিজ্ঞতার আলোকে এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ধরা পড়বে, সোভিয়েতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজের অভূতপূর্ব সাফল্য ও অগ্রগতির সংগে সংগে পার্টি ও সরকারের এক বিরাট সংখ্যক কর্মীদের মধ্যে নিজেদের অজান্তেই একটা আত্ম-সন্তুষ্টি ও আত্ম-গৌরবের মানসিকতার জন্ম দিয়েছিলে, এবং তার ফলে নিজেদের অজান্তেই তাদের মধ্যে জন্ম নিচ্ছিলো কিছু বিকৃত ও ভুল প্রবণতা, যা অবশ্যই সর্বহারা মানসিকতার বিরোধী। তারা পার্টির বিপ্লবী তত্ত্ব ও কর্মধারা অনুসরণ করছিলেন এবং প্রথম দিকে এসব প্রবণতা প্রচণ্ড বিপজ্জনক হয়ে ওঠে নি, কিন্তু অসচেতনভাবে হলেও এইসব প্রবণতা ধীরে ধীরে পার্টির কর্মধারার মধ্যে ছাপ ফেলতে শুরু করে, আরও জটিল ও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে থাকে।

লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ, প্রতিবিপ্লব-বিরোধী সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং ফ্যাসিষ্ট জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এইসব পার্টিকর্মীরাই পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছেন, আন্তরিকভাবেই তারা পার্টির সঠিক লাইন অনুসরণ ও কার্যকরী কোরে গেছেন। কিন্তু আত্ম-সন্তুষ্টি ও অহমিকা বোধের সংগে সংগে তাদের মধ্যে একটা স্থিতিশীলতার মানসিকতাও গড়ে উঠেছিলো, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে

তারা অজেয় ও দুর্ভেদ্য বলে ভাবতে শিখেছিলেন, এবং আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ মতাদর্শ ক্ষেত্রে, যথোচিত 'বিপ্লবী সতর্কতা কিছু পরিমানে হারিয়ে ফেলেছিলেন। নীচুতলার কর্মীরা ও সরকারী কর্মচারীরা উচ্চস্তরে উন্নীত হবার সংগে সংগে "সাফল্য ও উন্নতি"-র এক সর্বহারা-বিরোধী মানসিকতা তাদের মধ্যে জন্ম নিচ্ছিলো, তাদের জীবন-ধারায় তা ছাপ ফেলছিলো, সর্বহারাসুলভ সহজ-সরল জীবনযাত্রা ছেড়ে এতোদিনের কষ্ট ও আত্মত্যাগের 'পুরস্কার' হিসেবে কিছু 'বিশেষ সুযোগ-সুবিধে'-র প্রত্যাশা মনে জন্ম নিচ্ছিলো—এবং এভাবে আমলাতান্ত্রিক ঝোঁক ক্রমশঃই জোরদার হচ্ছিলো। ফলতঃ জনগণের কথা শুনবার মানসিকতা কমে আসছিলো, নিজেদের সবজান্তা ভাবার ও নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করবার চিন্তা মনে জাগছিলো, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা বেড়ে যাচ্ছিলো। স্তালিনের নেতৃত্বাধীন পার্টি জনগণের হৃদয়ে এতো গভীরভাবে স্থান নিয়েছিলো যে, কর্মীদের এসব বিচ্যুতি প্রথমে অতো চোখে পড়ে নি, কিন্তু পার্টি ও রাষ্ট্রের কাঠামোতে জনগণ থেকে একটা বিচ্ছিন্নতা আসছিলো, যান্ত্রিকতা ও আমলাতান্ত্রিকতার ঝোঁক বাড়ছিলো।

এর ফলে পার্টি ও সরকারের উচ্চস্তরের অনেক কর্মীই নিজেদেরকে শ্রেণী ও জনগণের উর্ধে স্থাপন করতে শুরু করেছিলো, বিশেষ সুবিধেভোগী একটা স্তর জন্ম নিচ্ছিলো, নিজেদের স্বার্থেই তারা অন্যদের মধ্যেও এ সব সর্বহারা-বিরোধী মানসিকতা সঞ্চারিত করছিলো—এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো, পার্টির কর্মধারা ও চেতনার মাঝে তা প্রভাব ফেলছিলো, পার্টির জীবন-স্রোতকে রুদ্ধ কোরে দিচ্ছিলো, অন্য কর্মীদেরও জীবন্ত উৎসাহ ও আবেগে ভাটা পড়ছিলো। স্তালিন ও অন্যান্য নেতাদের জীবন্ত নেতৃত্ব এবং সর্বহারা একনায়কত্ব পার্টিকে তখনও পর্যন্ত ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো ঠিকই, কিন্তু জনগণ থেকে পার্টির কর্মপ্রবাহের বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা পার্টির মধ্যেকার জীবনে যান্ত্রিকতা আনছিলো, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক চেতনায় বিপজ্জনক বিচ্যুতি ধরা পড়ছিলো—এবং এ সব কিছুকেই বাড়িয়ে তুলছিলো এবং এ সবের সুযোগ নিচ্ছিলো বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধি আধুনিক সংশোধনবাদীরা। পার্টি-সদস্যদের মতাদর্শগত মান উন্নীত করার জন্য পার্টি-নেতৃত্ব যদিও প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন ব্যাপক শুদ্ধিকরণ আন্দোলন গড়ে তোলার, কিন্তু যান্ত্রিকতার প্রবণতা এবং আত্ম-সন্তুষ্টির মনোভাব তাকে

ব্যাপক ও গভীর কোরে তোলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিলো, এবং তার ফলে পার্টির ভেতরে ঘাপটি-মেরে-থাকা শ্রেণী-শত্রুদের খুঁজে বের করা ও নির্মূল কর সম্ভব হচ্ছিলো না। পার্টি ও সরকারের বিভিন্ন স্তরে নেতৃস্থানীয় বহু কর্মী তাদের 'পদমর্যাদার' অহমিকায় নিজেদেরকে ক্রমশঃই বেশি বেশি কোরে জনগণ ও শ্রেণীর ঊর্ধে স্থাপন করছিলো, তাদের উচ্চ পদমর্যদাকে 'স্বাভাবিক' ভেবে নিয়ে একে রক্ষা করার, আরও উন্নত করার এবং বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধে ভোগ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো, নিজেদেরকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা ঠাউড়ে নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ কারবার চালিয়ে যাচ্ছিলো। এই সমস্ত বিপ্লব-বিরোধী প্রবণতাই ক্রমশঃ জোরদার হচ্ছিলো সূক্ষ্মভাবে ও গোপনে গোপনে, পার্টির শৃঙ্খলা ও আচরণ-বিধির প্রতি বাহ্যিকভাবে অনুগত থেকেই। আর এই সব প্রবণতার ফলে পার্টি ও সরকারের বহু ক্ষেত্রে ও স্তরে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা, পার্টি-শৃঙ্খলা প্রভৃতি নীতিকে শুধু মুখের বুলিতে পর্যবসিত করা হয়েছিলো, সেগুলি বাস্তব কার্যকারিতা হারিয়েছিলো। এসবের ফলশ্রুতিকে যা হবার তাই হয়েছিলো—পার্টির নেতৃত্বের সংগে ব্যাপক পার্টি-সদস্যদের মধ্যে এবং পার্টির সংগে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনতার মধ্যে ধীরে ধীরে একটি ব্যবধান রচিত হচ্ছিলো—এবং পার্টি-শ্রমিক-মেহনতী জনতার ইস্পাত-দৃঢ় ঐক্যই বিঘ্নিত হচ্ছিলে, পার্টির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিলো। এসব সত্ত্বেও স্তালিন এই ঐক্যকে রক্ষা করবার এবং এক এগিয়ে নিয়ে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ক্রমভঙ্গুর এই ঐক্যের বনিয়াদ পর্যন্ত উৎপাটিত কোরে দিয়ে সংশোধনবাদী চক্র পার্টির নেতৃত্ব দখল করেছিলো।

এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, পার্টির নেতৃত্ব দখলের এবং পার্টিকে পুরোপুরি আধুনিক সংশোধনবাদী ফ্যাসিস্ট পার্টিতে অধঃপতিত করার প্রক্রিয়াটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নি। ব্যাপক সংখ্যক প্রকৃত বিপ্লবীদের পার্টি থেকে বহিষ্কৃত কেড়ে নিয়ে, দায়িত্ব কোরে নিয়ে বা গোপনে খুন কোরেই কেবল আধুনিক সংশোধনবাদীরা পার্টিকে পুরোপুরি করায়ত্ত করতে পেরেছিলো। ১৯৫২ সালে স্তালিনের জীবদ্দশায় শেষ কংগ্রেস ১৯তম কংগ্রেস থেকে ১৯৬১ সালের ২২তম কংগ্রেসের মাঝে (এই কংগ্রেসেই সংশোধনবাদীরা 'সমগ্র জনগণের পার্টি'-র সাইনবোর্ড তুলে পার্টির সর্বহারা চরিত্রকে

পুরোপুরি বুর্জোয়া ফ্যাসিষ্ট চরিত্রে রূপান্তরিত করেছিলো।) কেন্দ্রীয় কমিটির ৭০ শতাংশ সদস্যকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিলো। স্থানীয় কমিটি-গুলিতে এই বহিষ্কারের হার ছিলো আরও অনেক বেশি। সংশোধন-বাদীদের নিজেদের স্বীকৃতি অনুসারেই, ১৯৬৩ সালে ২২তম পার্টি-কংগ্রেসের সময় বিভিন্ন আঞ্চলিক পার্টিসমূহের ৯৬ শতাংশ সম্পাদকই ছিলো ম্যানেজার, যৌথ-খামারের চেয়ারম্যান বা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবি। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন !

এভাবেই লেনিন ও স্তালিনের হাতে-গড়া গৌরবময় বিপ্লব ও অসংখ্য লড়াইয়ের ঐতিহ্যমণ্ডিত সোভিয়েত পার্টি অধঃপতিত হয়েছিলো, পার্টিতে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংশোধনবাদীরা সর্বহারা একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রকে বুর্জোয়া একনায়কত্বে রূপান্তরিত করেছিলো, এবং পার্টি ও রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা দখল কোরে ও তাকে ব্যবহার কোরে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলো।

কিন্তু এতদ্‌সত্বেও প্রকৃত বিপ্লবী কর্মীরা সবাই এই অবস্থাকে মেনে নিন নি, ব্যাপক বিক্ষোভে আজ তারা প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ছেন, নোতুনভাবে বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং মাও সেতুং যেমন বলেছেন ঃ "সোভিয়েত জনগণের এবং পার্টির ব্যাপক অংশ ভালো, তারা বিপ্লব করতে চান। সংশোধনবাদীদের রাজত্ব চিরকাল টিকে থাকতে পারে না।"

আজকের দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই (১০০ পৃষ্ঠার পর)

যাবে—ততোদিন তারা সুনিশ্চিতভাবেই ধারাবাহিক ও নিত্যনোতুন বিজয় অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদকে তাদের অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেবে, বিশ্ব-বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনকে ত্বরান্বিত কোরে তুলবে॥

আজকের দুনিয়ায়

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই এবং সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ

সুশান্ত রায়চৌধুরী

আজকের দুনিয়ায় চারটি মৌলিক দ্বন্দ্ব রয়েছে : সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিপীড়িত জাতিগুলি ও জনগণের দ্বন্দ্ব; পুঁজিবাদী ও সংশোধনবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরে সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ; সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যেকার এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব; সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দ্বন্দ্ব। এই চারটি দ্বন্দ্বের প্রত্যেকটিই অত্যন্ত তীব্র বটে, কিন্তু এদের মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্ব কেবলমাত্র একটিই হতে পারে। সেই দ্বন্দ্বটিকেই আমরা প্রধান দ্বন্দ্ব বলবো, যার "অস্তিত্ব ও বিকাশ অন্যান্য দ্বন্দ্বগুলির অস্তিত্ব ও বিকাশকে নির্ধারিত করছে"। এই বিচারে আজকের দুনিয়ায় প্রধান দ্বন্দ্বটিই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিপীড়িত জাতিগুলি ও জনগণের দ্বন্দ্ব।

কেন এই দ্বন্দ্বটিকেই আমরা আজকের দুনিয়ার প্রধান দ্বন্দ্ব বলে চিহ্নিত করছি? এপ্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখা ভালো, দুনিয়ার বিভিন্ন দ্বন্দ্বের প্রধান দ্বন্দ্বটি, বা দুনিয়ার রাজনৈতিক সংগ্রাম-প্রবাহের প্রধান কেন্দ্রস্থলটি, কোনো পূর্ব-নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনশীল ব্যাপার নয়, বরং আন্তর্জাতিক সংগ্রাম এবং বিপ্লবী পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রধান দ্বন্দ্বটিও পরিবর্তিত হতে পারে। বর্তমান আন্তর্জাতিক সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার কোরেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, বর্তমান দুনিয়ার বিভিন্ন দ্বন্দ্বগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে—এগুলিই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীন সবচেয়ে দুর্বল গ্রন্থি, বিশ্ব-বিপ্লবের ঝটিকা-কেন্দ্র—এগুলিই প্রত্যক্ষ আঘাত হানছে সাম্রাজ্যবাদের ওপর।

এই সব অঞ্চলের অধিকাংশ দেশই দীর্ঘদিন ধরে সাম্রাজ্যাবাদের উপনিবেশিক ও নয়া-উপনিবেশিক শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। সবচেয়ে বেশি

শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে বলেই শোষণ ও নিপীড়নের বিরোধিতা করার এবং মুক্তি ও বিকাশ ঘটাবার আকাঙ্খা এদের মধ্যেই সবচেয়ে তীব্র। জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে এসব দেশ প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় দিয়ে এবং ক্রমাগত বিজয় অর্জন কোরে চলেছে। আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে এসব দেশের জনগণের সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী সংগ্রাম পুরোণো ও নোতুন রূপের সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশ-বাদী শাসনের ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের সাফল্যই কার্যতঃ নির্ভর করছে এই সব দেশের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের পরিণতির ওপর—যারা তুনিয়ার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। সেকারণেই এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম আজ আর শুধু স্থানীয় বা আঞ্চলিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সর্বহারা বিশ্ব-বিপ্লবের সামগ্রিক সাফল্যের জন্যই এগুলির রয়েছে সামগ্রিক গুরুত্ব। এগুলি আজ পরিণত হয়েছে বিশ্ব-ইতিহাসের চাকা ঘোরাবার একটি বিপ্লবী পরিচালিকা শক্তিতে, সাম্রাজ্যবাদের পুরোণো ও নয়া উপনিবেশবাদী শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রধান শক্তিতে।

মনে রাখা দরকার, তৃতীয় বিশ্বের (অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার) জাতিগুলি ও জনগণের এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম-গুলির বিশ্ব-বিপ্লবের ঝটিকাকেন্দ্র হিসেবে আবির্ভাব কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। ১৯১৩ সালেই লেনিন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, "বিরাট তুনিয়া-কাঁপানো ঝড়ের এক নোতুন উৎস জন্ম নিচ্ছে এশিয়াতে……এই সব ঝড়ের এবং ইউরোপের ওপর তাদের 'প্রতিফলন'-এর যুগেই আমরা বাস করছি।"[১] ১৯২১ সালে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে তিনি আবার বলেছিলেন, "……বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শুরু কোরে হাজার লক্ষ জনতা, প্রকৃতপক্ষে তুনিয়ার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা, আজ এক স্বাধীন ও সক্রিয় বিপ্লবী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এবং এটা খুবই সুস্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার যে, বিশ্ব-বিপ্লবের আগামী নির্ধারক সংগ্রামগুলিতে জাতীয় মুক্তিকে লক্ষ্য কোরে সূচিত তুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার এই আন্দোলন পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে, এবং সম্ভবতঃ

---

১ লেনিন ঃ 'নির্ধারিত রচনাবলী'ঃ ইংরাজী / ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্সঃ নিউ ইয়র্ক ঃ ১৯৪৩ / খণ্ড ১১ঃ পৃঃ ৫৯

আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বড়ো বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করবে…… আন্দোলন এগিয়ে চলেছে, এবং ব্যাপক মেহনতী জনতা, ঔপনিবেশিক দেশগুলির কৃষকেরা, এখনও পশ্চাৎপদ হওয়া সত্বেও, বিশ্ব-বিপ্লবের আগামী পর্যায়গুলিতে অত্যন্ত বিরাট এক ভূমিকা গ্রহণ করবে।”[২]

১৯২৫ সালে লেনিনের উত্তরসূরী স্তালিনও বলেছিলেন, “উপনিবেশিক দেশগুলিই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পশ্চাৎভূমি। এই পশ্চাৎভূমির বিপ্লবীকরণ সাম্রাজ্যবাদকে শুধু এই পশ্চাৎভূমি থেকে বঞ্চিত হবার অর্থেই দুর্বল কোরে তুলবে না. উপরন্তু এই অর্থেও করবে যে, প্রাচ্যের এই বিপ্লবীকরণ পাশ্চাত্যের বিপ্লবী সংকটকে তীব্রতর কোরে তোলার ব্যাপারেও একটা শক্তিশালী প্রভাব হিসেবে কাজ করবে।”[৩]

বাস্তব জীবন লেনিন ও স্তালিনের এই ভবিষ্যংবাণীকেই সঠিক বলে প্রমাণিত করেছে। বিশেয়তঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার মধ্যেকার বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পুরোণো শক্তিগুলির তুলনায় মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে, বস্তুতঃ একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে, আবির্ভূত হলো, ঠিক তেমনি তৃতীয় বিশ্বে চীন বিপ্লবের দুনিয়া-কাঁপানো বিজয় অর্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েতনাম, কোরিয়া, লাওস, থাইল্যাণ্ড, মালয়, বার্মা প্রভৃতি দেশে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে অন্যান্য বিপ্লবী শ্রেণীগুলির সঙ্গে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ মোর্চার মাধ্যমে গড়ে তোলা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের আগ্নেয় আঘাতের জোয়ারে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সবচেয়ে বেশি আঘাত পেতে লাগলো, মার্কিণ-নেতৃত্বাধীন বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠতে লাগলো। পরবর্তীকালে এসব দেশের সঙ্গে আরও যোগ হলো কাম্বোদিয়া, প্যালেষ্টাইন, কিউবা, বলিভিয়া, গিনি-বিসাউ, ক গে, মোজাম্বিক ও অ্যাঙ্গোলা প্রভৃতি দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন। এবং এভাবেই বিশ্ব-বিপ্লবের ঝটিকাকেন্দ্র হয়ে উঠলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি, দুনিয়ার প্রধান দ্বন্দ্ব হয়ে উঠলো মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিপীড়িত জাতিগুলি ও জনগণের দ্বন্দ্ব।

---

২ লেনিন : ‘রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির রণকৌশল” / “কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট”ঃ জুলাই ৫, ১৯২১

৩ স্তালিন : ‘রচনাবলী’ঃ ইংরাজী / মস্কো : ১৯৫৪ / খণ্ড ৭ : পৃঃ ২৩৫-৩৬

কিন্তু এই পর্যায়েই আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে একটি নোতুন ঘটনা হচ্ছে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব। স্তালিনোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে নয়া বুর্জোয়া-শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধি আধুনিক সংশোধনবাদীদের পাণ্ডা ক্রুশ্চভ চক্র প্রথমে পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দখল কোরে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব উৎখাত কোরে বুর্জোয়া একনায়কত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলো এবং সেদেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত শুরু করেছিলো। তার এই কাজকেই সম্পূর্ণ করলো তার উত্তরসূরী ব্রেজনেভ-কোসিগিন চক্র, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে তারা পুঁজিব্যদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলো, এবং বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে রূপান্তরিত করলো সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নে—মুখে 'সমাজতান্ত্রিক' থাকলেও কার্যতঃ তা হয়ে দাঁড়ালো একটি সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তি। এবং সাম্রাজ্যবাদের নিয়ম অনুসারেই সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ আজ দুনিয়ার দেশে দেশে তার আধিপত্য বিস্তার করবার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের মতোই তা কখনও অর্থনৈতিক 'সাহায্য' দিয়ে, কখনও বা সামরিক 'সাহায্য' দিয়ে, কখনও 'সংযুক্ত অর্থনৈতিক মোর্চা' গড়ে, কখনও ব যুদ্ধজোট গড়ে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে তার নয়া উপনিবেশবাদী শোষণের জালে আবদ্ধ করছে, মার্কিণী কায়দায় নিজেদের বিশ্বস্ত সেবাদাস শাসকগোষ্ঠিকে এসব দেশের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করছে বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুৎসুদ্দি শাসকগোষ্ঠিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছে, মার্কিণী সিআইএ-র মতো তার কেজিবি-ও বিভিন্ন দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছে বা প্রতিষ্ঠিত করছে, এবং দুনিয়া জুড়ে চালিয়ে যাচ্ছে হুমকি, ভীতিপ্রদর্শন, হস্তক্ষেপ, নিয়ন্ত্রণ, অন্তর্ঘাত ও আগ্রাসন। এ সব কিছুর ফলে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের সংগে সাম্রাজ্যবাদের আর কোনো পার্থক্য থাকছে না—একমাত্র রূপের পার্থক্য ছাড়া। কাজেই, আজকের দুনিয়ার প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের সংগে নিপীড়িত জাতিগুলি ও জনগণের দ্বন্দ্বের কথা বলতে গিয়ে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদকেও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করাটা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে—বা, আরও প্রাঞ্জলভাবে বলতে গেলে, এই প্রধান দ্বন্দ্বকে "সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের সংগে নিপীড়িত জাতিগুলি ও জনগণের দ্বন্দ্ব" হিসেবে অভিহিত করাটা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে রড়েছে।

এ প্রসংগে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার।

প্রথমতঃ, সাম্রাজ্যবাদ মানেই হচ্ছে কয়েকটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে তুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা—লেনিনের এই সঠিক সিদ্ধান্ত বর্তমানেও প্রযোজ্য। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে বর্তমানে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বৃহৎ শক্তি, সবচেয়ে আধিপত্যবাদী এবং সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদও একটি আধিপত্যবাদী বৃহৎ শক্তি। কাজেই, সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সংগে তুনিয়ার নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলির দ্বন্দ্বের মূল মর্মবস্তু দাঁড়াচ্ছে : তুই বৃহৎ শক্তি মার্কিণ-সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সংগে তুনিয়ার নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলির দ্বন্দ্ব।

দ্বিতীয়তঃ, এই তুই বৃহৎ শক্তি এবং তৃতীয় তুনিয়ার মধ্যবর্তী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অনেকেই একদিকে তৃতীয় তুনিয়ায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিছু পরিমাণে ঔপনিবেশিক শোষণ চালাচ্ছে, অন্যদিকে তারা আবার এই তুই বৃহৎ শক্তির নিয়ন্ত্রণ বা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে—এবং ফল্তঃ এদেরও কম-বেশি আকাংখা রয়েছে বৃহৎ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হবার।

তৃতীয়তঃ, তুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য এই তুই বৃহৎ শক্তির মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দিতা-সঞ্জাত দ্বন্দ হয়ে উঠেছে মীমাংসার অতীত। তাদের আপোষ ও সমঝোতা শুধু আংশিক, সাময়িক ও আপেক্ষিকই হতে পারে, কিন্তু তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হচ্ছে সর্বাত্মক, চিরস্থায়ী ও চরম। তাদের তথা-কথিভ "শক্তির ভারসাম্য" বা "রণনীতিগত অস্ত্র-সীমিতকরণ" তাই চূড়ান্ত বিচারে একটা লোক-দেখানো ভাঁওতাবাজী ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা। তলে তলে তারা আরো বেশি ও আরো তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং সমগ্র তুনিয়া জুড়েই চলেছে আধিপত্য বিস্তারের জন্য তাদের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেখানেই তারা প্রতিদ্বন্দিতা করছে, সেখানেই অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। যতোদিন সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ রয়েছে, ততোদিন তুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। হয় তারা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে, অথবা জনগণ বিপ্লব ঘটাবেন।

চতুর্থতঃ, তুই বৃহৎ শক্তির তুনিয়াজোড়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই শুধু তৃতীয় তুনিয়ার নিপীড়িত জনগণের মধ্যেই নয়, এমনকি শাসকশ্রেণীর মধ্যেও

প্রচণ্ড বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছে, দীর্ঘদিনের বশংবদ শাসকগোষ্ঠিও আজ নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থেই বহু ক্ষেত্রে ও বহু বিষয়ে এই দুই বৃহৎ শক্তির বিরোধিতা করতে বাধ্য হচ্ছে। আজকের দুনিয়ায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য নোতুন ঘটনা।

পঞ্চমতঃ, দু'টি বৃহৎ শক্তির মধ্যে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ ইতিমধ্যেই বিরাট সংকটে নিমগ্ন হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ার দেশে দেশে তার ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী কার্যকলাপ চালানোর ফলে 'মুক্ত গণতান্ত্রিক দুনিয়া'-র সাইনবোর্ডের আড়ালে তার লুণ্ঠনকারী চরিত্র আজ সম্পূর্ণভাবে দুনিয়ার জনগনের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে, দিকে দিকে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সশস্ত্র জনযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলনেয় আগ্নেয় আঘাতে সে আজ মীমাংসার অতীত এক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত হয়েছে —এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শ্রেণী-সংগ্রামের তুলনামূলক কম তীব্রতা সত্বেও তার এই গভীর সংকট সাম্রাজ্যবাদের সংগে নিপীড়িত জাতি ও জন-গণের দ্বন্দ্বটিই যে আজকের দুনিয়ার প্রধান দ্বন্দ্ব, তা নোতুনভাবে প্রমাণ কোরে দিয়েছে।

ষষ্ঠতঃ, তুলনামুলকভাবে অপর বৃহৎ শক্তি সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্য-বাদের আবির্ভাব ঘটেছে অনেক পরে। তার শোষণের অক্টোপাশ বাহুর সম্প্রসারণ এখনও পূর্ণ মাত্রায় পৌছোয় নি, যতোটা পৌছেছে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বাহু। তার ফলে তার আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ এখনও কিছু পরিমাণে রয়ে গেছে, যদিও প্রথম থেকেই চরম সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে জন্ম-লগ্ন থেকেই তার সংকটকে গভীর কোরে তুলতে শুরু করেছে। তা ছাড়াও, আপেক্ষিকভাবে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় সে আরও কিছু সুবিধে পেয়ে থাকে। যেমন, সে তার সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়ন চালাচ্ছে 'সমাজতন্ত্র'-এর মুখোশ এঁটে. তৃতীয় দুনিয়ায় সে আবির্ভূত হচ্ছে "সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে পরিত্রাতা" রূপে। স্বভাবতঃই তার এই মুখোশের ফলে তার স্বরূপ এখনও মার্কিণ সাম্রাজ্যের মতো অতো বেশি উদ্ঘাটিত হয়ে যায় নি। তার ওপর বিভিন্ন দেশে এখনও পর্যন্ত 'কমিউনিষ্ট পার্টি'-র সাইনবোর্ড এঁটে এবং লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে তার আন্তর্জাতিক এজেন্টরা তার পক্ষে প্রকাশ্যেই প্রচার ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যে সুবিধেটা আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের

প্রায় কোনো দেশেই আর নেই। এ সব কারণেই ছুনিয়ার জনগণের শত্রু ছুইটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদই আজ বেশি প্রতারণামূলক, এবং সেকারণেই অনেক বেশি বিপজ্জনক।

আজকের ছুনিয়ার প্রধান দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত বিষয়গুলিকে মনে রেখে একটি মাত্র সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হতে পারি : সমগ্র ছুনিয়ার সর্বহারাশ্রেণী নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলির মধ্যে এবং যে সব দে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, অন্তর্ঘাত, হস্তক্ষেপ, নিয়ন্ত্রণ বা হুমকির শিকার, তাদের মধ্যে ঐক্যকে স্বদৃঢ় কোরে তুলতে হবে—এবং সাম্রাজ্যবাদের পুরোণো ও নয়া উপনিবেশবাদী শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে, বিশেষ কোরে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ এই ছুই বৃহৎ শক্তির আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ছুনিয়াজোড়া একটি ব্যাপকতম যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এই বিপ্লবী এই বিপ্লবী সংগ্রামের নেতৃত্বে অবশ্যই থাকবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে অবিচল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এবং প্রকৃত বিপ্লবী পার্টিগুলি, এবং এই সংগ্রামে প্রধান শক্তি হবে তৃতীয় ছুনিয়ার নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলি। বিভিন্ন দেশের, বিশেষতঃ তৃতীয় ছুনিয়ার দেশগুলির, শাসকগোষ্টিগুলিরও কিছু ভূমিকা এই সংগ্রামে থাকতে পারে, কিন্তু এই ব্যাপতম যুক্তফ্রন্টের পরি-প্রেক্ষিতে তাদের সংগে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কেবলমাত্র কর্মসূচীর ভিত্তিতে—যে কর্মসূচীর রূপায়ণে বিপ্লবী নীতি বিসর্জন দিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। এবং এইসব শাসকগোষ্ঠিগুলি ব্যাপকতম ছুনিয়াজোড়া যুক্তফ্রন্টে এলেও, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সর্বহারা-শ্রেণী ও জনগণকে নিজের নিজের দেশের বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে শ্রেণী-সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদীরা, বিশেষতঃ বৃহৎ শক্তি ছু'টি আজ সংকটে জীর্ণ হয়ে পতনের পথে এগিয়ে চলেছে। দেশগুলির স্বাধীনতার আকাঙ্খা, জাতিগুলির মুক্তির আকাঙ্খা এবং জনগণের বিপ্লবের আকাঙ্খা আজ এক অপ্রতিরোধ্য ঐতি-হাসিক প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। যতোদিন বিভিন্ন নিপীড়িত জাতি ও জনগণ তাদের ঐক্যকে জোরদার কোরে চলবে, যাদের সংগে মৈত্রী গড়ে তোলা যায় তাদের সংগে মৈত্রী গড়ে তুলবে এবং দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালিয়ে

(৯৩ পৃষ্ঠায় শেষাংশ)

সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ঃ অর্থনৈতিক অভিব্যক্তি

তরুণ রায়

ভূমিকার বদলে

সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিলো দুনিয়ার সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজের এক গৌরবময় ও বিস্ময়কর অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেদেশে আজ পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন অধঃপতিত হয়েছে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী দেশে, একটি আধিপত্যবাদী বৃহৎ শক্তিতে।

জানি, বিরুদ্ধবাদীরা এই পর্যন্ত পড়েই হৈচৈ কোরে উঠবেন, বলবেন—"এসব বুলি আউড়ে গেলেই তো হবে না, প্রমাণ কোরে দেখিয়ে দিতে হবে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" এদের মধ্যে যারা আবার চিন্তার দিক থেকে একটু অগ্রসর, তারা বলবেন—"হ্যাঁ, একথা মানছি যে, স্তালিনের মৃত্যুর পর থেকেই সে দেশে সংশোধনবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সংশোধনবাদী নীতি ও কাজ-কারবার চালিয়ে আসছে—কিন্তু তাই বলে সোভিয়েত দেশকে 'সমাজতান্ত্রিক' বলেই মানতে অস্বীকার করাটা ঠিক নয়—তাহলে প্রমাণ কোরে দেখাতে হবে।"

সোভিয়েত ইউনিয়ন যে বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক নয়—এটা প্রমাণ করার দু'টি দিক আছে ঃ একটা রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত, অন্যটি অর্থনৈতিক। রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত দিকটি বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়, সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আপনারা এ সংখ্যার অন্যান্য লেখায় পাবেন, আমরা শুধু সেগুলির সিদ্ধান্তগুলিই গ্রহণ করবো। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দ্বিতীয় দিকটি, অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিকটি নিয়েই আলোচনা করবো।

১৯৫২ সালে সোভিয়েত জনগণের মহান নেতা স্তালিনের মৃত্যু হয়। তাঁর জীবদ্দশাতেই পার্টির মধ্যে ঘাপটি-মেরে-থাকা আধুনিক সংশোধনবাদীরা মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধভাবে হলেও যে সব সমাজতন্ত্র বিরোধী প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলো, তাঁর

মৃত্যুর পর সে সব কার্যকলাপ অনেক বেশি জোরদার হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র কয়েক বছরের মধ্যেই পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল কোরে বসে। নিজেদের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে ক্রুশ্চভের পতন ঘটলে ব্রেজনেভ-কোসিগিন চক্র তার স্থলাভিষিক্ত হয়, এবং আজ পর্যন্ত তারাই রাশিয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল কোরে আছে। আধুনিক সংশোধনবাদীরা যেহেতু সর্বতোভাবেই বুর্জোয়াশ্রেণীর দালাল, অর্থাৎ শ্রেণীচরিত্রগত বিচারে বুর্জোয়াই, অতএব আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি, স্তালিনের মৃত্যুর পরবর্তী দু'দশক ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নে বুর্জোয়ারাই ক্ষমতা দখল কোরে আছে, অর্থাৎ বুর্জোয়া একনায়কত্ব কার্যকরী রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হোচ্ছে: অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েতের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এই বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিরা গত কুড়ি বছর ধরে কোন্ পথ অনুসরণ করছে? একটা উত্তর হতে পারে এই যে, তারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পথই অনুসরণ করছে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিরা সমাজতন্ত্রের পথ অনুসরণ করছে—এমন আজগুবি কথাবার্তা শুনলে কফিন থেকে লেনিন-স্তালিনও হেসে উঠতে পারেন। কাজেই, এই অবাস্তব উত্তরটাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। বিকল্প একটা উত্তর হতে পারে এরকম যে, তারা পুঁজিবাদী অর্থনীতির পথ অনুসরণ করছে। এবং একমাত্র এই উত্তরটাই বাস্তবসম্মত। কিন্তু পরবর্তী প্রশ্ন উঠবে: তারা যে গত কুড়ি বছর ধরে এই পুঁজিবাদী অর্থনীতির পথ, অর্থাৎ সোজা কথায় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ অনুসরণ কোরে যাচ্ছে—তাতে তারা কতোদূর অগ্রসর হয়েছে? তারা কি মূলতঃ সেদেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘৃণ্য কাজটি সমাধা করতে পেরেছে, না পারে নি? এইটাই আমাদের মূল প্রশ্ন। আসুন, তাহলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে একটু গবেষণা করা যাক।

সোভিয়েত দেশে পুঁজিবাদ কি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজবার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রথমেই দেখা যাক স্তালিনের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী পথের মধ্যে সংগ্রামের অবস্থাটা কী রকম ছিলো? প্রথমতঃ, অক্টোবর বিপ্লবের ৩৭ বছর পরেও, শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং কৃষির

যৌথকরণের এবং উৎপাদনের উপকরণের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও, ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়ারা ও কুলাকরা (ধনী কৃষক) বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, বরং তলে তলে তারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশকে প্রতিহত কোরে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। এবং এরা ছাড়াও শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে কিছু অংশ আমলাতান্ত্রিক কায়দায় উৎপাদন সম্পর্কে মিথ্যে রিপোর্ট দিচ্ছিলো, তাদের তত্ত্বাবধানের অধীন উৎপাদন-সংস্থায় নিজেদের ব্যক্তিগত মৌরসী পাট্টা কায়েম করতে ব্যস্ত ছিলো, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পার্টিবিরোধী ও সমাজতন্ত্র-বিরোধী কর্মনীতি অনুসরণ করছিলো।[১] সমাজতান্ত্রিক সমাজেও যেহেতু, সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত ভাবে হলেও, পণ্য উৎপাদন ও পণ্য-মুদ্রা সম্পর্ক চালু থাকে, বাজার চালু থাকে, মূল্যের নিয়ম চালু থাকে,[২] সেহেতু সোভিয়েতে প্রতিনিয়ত ক্ষুদে বুর্জোয়াদের আবির্ভাবও বজায় ছিলো। অর্থাৎ এককথায়, সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নীতির মধ্যেই পুরোণো ও নয়া বুর্জোয়া উপাদানরা পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে জিইয়ে রাখছিলো এবং তাকে আরও জোরদার করার চক্রান্ত চালাচ্ছিলো।

দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজ শোষণের ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত না হলেও, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী নিয়মেই সেখানে উৎপাদন-সম্পর্কে ও উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিলো। মূলতঃ সঠিক নীতি অনুসৃত হবার ফলে স্তালিনের সময়ে এ দ্বন্দ্ব শত্রুতামূলক ছিলো না বটে, কিন্তু ভুল নীতি অনুসৃত হলে এই দ্বন্দ্ব শত্রুতামূলক হয়ে পড়বার এবং উৎপাদনের ক্রমাগত অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করবার আশঙ্কা থেকেই গিয়েছিলো। বস্তুতঃ, স্তালিনের সময়েই উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ট হচ্ছিলো, এবং আরও বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছিলো।[৩]

তৃতীয়তঃ, কৃষিক্ষেত্রে একই সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ও যৌথ খামার পাশাপাশি বিরাজ করছিলো। রাষ্ট্রায়ত্ত খামারে উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক ছিলো রাষ্ট্র, এবং যৌথ-খামারের উৎপাদন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অধীনে থাকলেও, তাদের উৎপন্ন দ্রব্য টাকার বিনিময়ে পণ্য হিসেবে বাজারে বিক্রি করার সুযোগ থাকায় যৌথ-খামারগুলি পণ্য-মুদ্রা সম্পর্ককে জিইয়ে রাখার

---

১. মালেনকভ: "ঊনবিংশ পার্টিকংগ্রেস সিপিএসইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটির কাজের রিপোর্ট"/১৯৫২

২. স্তালিন: "সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী"/১৯৫২

৩. ঐ

একটা প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করছিলো। সে কারণে স্তালিনের সময়েই এই সব যৌথ-খামারগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত খামারে রূপান্তরিত করার এবং সে সম্পর্কিত কর্মনীতি ঠিক করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিলো।[৪]
চতুর্থতঃ, কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত ট্রাক্টর মেশিনগুলি উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে সঠিকভাবেই রাষ্ট্রের মালিকানায় ছিলো। কিন্তু স্তালিনের সময়েই এইসব ট্রাক্টরগুলির মালিকানা যৌথ-খামারগুলির হাতে দিয়ে দেবার মতো সমাজতন্ত্র-বিরোধী দাবী পার্টির মধ্যে থেকেই উত্থাপিত হচ্ছিলো। স্তালিন এই দাবীকে সঠিকভাবেই ভুল বলে অভিহিত কোরে দেখিয়েছিলেন যে, ট্রাক্টরের মতো গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন উপকরণ রাষ্ট্রের মালিকানা থেকে যৌথ-খামারের হাতে চলে যাবার অর্থই দাঁড়াবে "ইতিহাসের চাকাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া", পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে নোতুন কোরে প্রাধান্য দেওয়া।[৫]
পঞ্চমতঃ, সমাজতান্ত্রিক সমাজে আয় বৈষম্য একদিনেই বিলুপ্ত হয়ে যায় না বটে, কিন্তু ক্রমশঃ এই বৈষম্য কমিয়ে আনার ওপর জোর দেওয়া হয়। স্তালিনের সময়ে এই বৈষম্য হ্রাসের প্রক্রিয়া যেমন চলছিলো, ঠিক তেমনি পাশাপাশি কিছু বৈষম্য প্রশ্রয়ও পাচ্ছিলো, যেমন, সাম্রাজ্যবাদী অবরোধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র দ্রুত অগ্রগতির আবশ্যিকতার দাবীতে কিছু "বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারকে বেশি মাইনে দিচ্ছিলো। স্তালিন এর কুফল সম্পর্কে সম্যক সচেতন থেকেও প্রয়োজনের দাবীতে এই ব্যবস্থাকে সাময়িকভাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আবার অন্যদিকে, কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে আয় বাঁড়াবার ওপর জোর দিচ্ছিলো, এবং পার্টি নেতৃত্ব সঠিকভাবেই তার বিরোধিতা করছিলেন।[৬]
ষষ্ঠতঃ, স্তালিনের সময়েই শ্রমিক ও রাষ্ট্রীয় বা যৌথ-খামারের কৃষকদের উৎপাদনে উৎসাহ দেবার জন্য 'বিশেষ সুবিধে' দেবার ব্যবস্থা আংশিকভাবে হলেও চালু ছিলো। স্তালিন এবং তাঁর সহকর্মীরা 'বৈষয়িক উৎসাহ' দেবার বদলে বিপ্লবী চেতনাকে আরও উন্নীত কোরে তুলে উৎপাদন বাড়াবার লেনিন-নির্দেশিত পথকে মুল গুরুত্ব দেওয়া সত্বেও, বহু ক্ষেত্রে 'বৈষয়িক উৎসাহ' দেবার প্রবণতা কার্যকরী থেকেই যায়। অর্থাৎ, উৎপাদন বাড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজকে উন্নীত করার জন্য বিপ্লবী চেতনা বাড়িয়ে তুলবার সমাজতান্ত্রিক পথ এবং

৪,—৫, স্তালিন/ঐ

৬, মালেনকভ/ঐ

টাকার লোভ দেখাবার পুঁজিবাদী পথের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে।
সবশেষে, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এই দুই বিপরীত অর্থনীতির মৌলিক নিয়ম কী— এ প্রশ্নের উত্তরে স্তালিন শিক্ষা দিয়ে গেছেন—উৎপাদন করতে গিয়ে শ্রমিকরা যে মূল্য তৈরী করছে এবং তাদেরকে যে মজুরী দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যেকার ব্যবধান, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্যকে আত্মসাৎ করার, অর্থাৎ সর্বোচ্চ মুনাফার নিয়মই হচ্ছে পুঁজিবাদের মৌলিক নিয়ম; এর বিপরীতে, সর্বোচ্চ মুনাফার নিয়ম নয়, সমাজতন্ত্রের মৌলিক নিয়ম হচ্ছে সমাজের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনকে সর্বাধিকভাবে, অব্যাহত ও ক্রমবর্ধমান ভাবে তৃপ্ত কোরে চলা।[৭] এই মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী সংজ্ঞার ভিত্তিতে বলা যায়, কিছু কিছু পুঁজিবাদী প্রবণতা ও বিচ্যুতি সত্বেও, স্তালিনের সময়ে সোভিয়েত অর্থনীতিতে সুনিশ্চিতভাবেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মৌলিক নিয়ম মুলতঃ কার্যকরী ছিলো।
এবার বর্তমান সোভিয়েত অর্থনীতির দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক। প্রথমতঃ, বর্তমান সোভিয়েত অর্থনীতিতে মুল লক্ষ্যই হচ্ছে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন। স্তালিনের মৃত্যুর পরে ক্ষমতা দখল কোরেই আধুনিক সংশোধনবাদীরা সমস্ত উৎপাদনে মুনাফাকে অগ্রাধিকার দিয়ে পুঁজিবাদের ব্যাপক পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছিলো। এরই পরিণতিতে ১৯৬৫ সালে কোসিগিন 'নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' প্রবর্তনের কর্মসূচী ঘোষণা কোরে জানালো, "মুনাফাকে অগ্রাধিকার দিয়েই উৎপাদন সবচেয়ে বেশি উন্নতি করতে পারে।" এবং অবশেষে ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে ব্রেজনেভ সগর্বে ঘোষণা করলো যে, উৎপাদনের প্রায় সমস্ত শাখাতেই তারা মুনাফাভিত্তিক 'নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' প্রবর্তন কোরে ফেলেছে।[৮] অর্থাৎ, স্তালিন সর্বোচ্চ মুনাফার যে নিয়মকে পুঁজিবাদের মৌলিক নিয়ম বলে চিহ্নত করেছিলেন, বর্তমান সোভিয়েত দেশে সেই মুনাফার নিয়মই অর্থনীতির পরিচালিকা নীতিতে পরিণত হয়েছে। মুনাফাভিত্তিক এই 'নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়' জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হয়েছে পুঁজিবাদী পরিচালনা ব্যবস্থা, সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক এবং পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি। এই ব্যবস্থায় পুর্বতন কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণকে কার্যতঃ বরবাদ কোরে দিয়ে বিভিন্ন উৎপাদন-সংস্থাকে স্বাধীনভাবে

৭, স্তালিন/ঐ

৮, 'নিউ টাইমস্' পত্রিকা : মস্কো/মে ১৪, ১৯৬৮

উৎপাদন চালাবার, কাঁচা মাল সংগ্রহ করার, বাজারে বিক্রি করার এবং পরিচালনা করার অধিকার দিয়েছে একটিমাত্র শর্তে—তাদেরকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতেই হবে—ঠিক যেমনটা হয়ে থাকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে। অতীতের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কারখানার ম্যানেজার মোটেই সর্বেসর্বা ছিলো না, সর্বহারা একনায়কত্বের রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পরিচালনাই সেখানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতো। ১৯৬৫ সালে গৃহীত শিল্প-সংস্থার আইনে কারখানার পরিচালক হিসেবে ম্যানেজারকে এককভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, সে কারখানার সম্পূর্ণ দায়িত্বে থাকবে, এবং উৎপাদন, টাকাকড়ি ও কর্মচারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, শ্রমিকদের চাকরী দিতে বা বরখাস্ত করতে এবং পুরস্কার বা শাস্তি দিতে পারবে।[৯] এখানেই শেষ নয়, ১৯৬৬ সালে গৃহীত পরিচালনা বিধি অনুসারে, যে কোনো উৎপাদন সংস্থা (অর্থাৎ তার ম্যানেজার) সংস্থার সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা, ব্যবহার বা বিক্রির অধিকারী থাকবে; 'উদ্বৃত্ত' যন্ত্রপাতি, পরিবহন, কাঁচা মাল, শক্তি পর্যন্ত বিক্রি করতে পারবে; কারখানার কোনো অংশ, গুদাম বা যন্ত্রপাতি ভাড়া খাটাতে পারবে; কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার বাইরেও উৎপাদন ও বিক্রি করতে পারবে; শ্রমিকদের মজুরী, বোনাস ইত্যাদি ঠিক করার অধিকারী থাকবে। এর সঙ্গে যে কোনো পুঁজিবাদী শিল্প সংস্থার তফাৎটা থাকলো কী?

ফলতঃ, একদিকে, স্তালিনের সময়েই শিল্প-সংস্থার ম্যানেজারদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মৌরসী পাট্টা প্রতিষ্ঠার যে সীমিত প্রকাশ ভ্রূণাকারে দেখা যাচ্ছিলো, আজ তা অবাধে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে, বিভিন্ন উৎপাদন সংস্থার আমলারা এক বিশেষ সুবিধেভোগী নয়া বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম দিয়েছে, তারাই উৎপাদনের সর্বেসর্বা হয়ে বসেছে এবং মুনাফা লুটছে, আর মজুরী নির্ধারণ ও চাকরী দেবার অধিকার পেয়ে তারা শ্রমকে পণ্যে পরিণত করেছে, অতীতের সর্বহারা একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রের ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকদের মুক্ত শ্রম বুর্জোয়া একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছে শ্রম-দাসত্বে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ বা গুণ ঠিক করতে না হওয়ায় এবং পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদনের সুযোগ মিলে যাওয়ায়, অনেক উৎপাদন-সংস্থাই আজ "দরকারী ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা না মিটিয়ে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনকারী পণ্য উৎপাদন

৯, Soviet Economic Reform/নোভোস্তি : মস্কো/পৃঃ ১৭১,

করছে, এবং ফলতঃ কোনো জিনিস প্রয়োজনের তুলনায় বেশি এবং কোনো কোনো জিনিস কম উৎপাদিত হচ্ছে।”১০ সমাজের প্রয়োজন মেটানোর চেয়ে সর্বোচ্চ মুনাফার তাড়নাই প্রধান হয়ে পড়ায় কাঁচামাল নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে, বাজার নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে, পণ্যের পরিমাণ ও গুণাগুণের ওঠানামা চলছে, ব্যাপক নৈরাজ্য ও স্বতঃস্ফূর্ততা চলছে। একটা পুঁজিবাদী দেশ হলে বলা যেতো, এসব কিছুই স্বাভাবিক, কিন্তু একটি দেশে, যেখানে মাত্র ২২ বছর আগেও স্তালিন পণ্য-উৎপাদন, ও পণ্য-মুদ্রা সম্পর্ককে 'সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত” বলে বর্ণনা করেছেন, বাজারের নিয়ম নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, সেখানে যদি আবার নোতুন কোরে পুঁজিবাদী অর্থনীতির এইসব লক্ষণগুলি সর্বাত্মকভাবে প্রকট হয়ে ওঠে, তবে তাকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে ?

উৎপাদনের ও বণ্টনের এই নৈরাজ্য কৃষিক্ষেত্রে আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। স্তালিনের সময়ে যৌথ-খামারের কৃষকেরা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জমিতে যাতে জিনিস তৈরী কোরে বাজারে তা বিক্রি করতে উৎসাহ না পায়, সেজন্য তার ওপর অতিরিক্ত ট্যাক্স চাপানো হতো। বর্তমান রাশিয়ায় পণ্য-উৎপাদনের প্রতিবন্ধক এই ট্যাক্স তো তুলে দেওয়াই হয়েছে, উপরন্তু ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ বাড়াবার এমন ব্যবস্থাই করা হয়েছে যে, এই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কৃষি-পণ্য উৎপাদনই আজ সেদেশের মোট কৃষি উৎপাদন-মূল্যের ৫৫ শতাংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিলাম ডেকে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে, ব্যাঙ্কগুলি যাতে এই সব জমিতে ব্যক্তিগত উৎপাদনের স্বার্থে ঋণ দেয় তার ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হয়েছে, খাজনার আবির্ভাব ঘটেছে। স্তালিন যৌথ-মালিকানাধীন খামারে পণ্য-উৎপাদনের বিকাশকে সীমিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, আর বর্তমান শাসকচক্র বহু রাষ্ট্রায়ত্ত খামারকে যৌথ-খামারে অধঃপতিত করেছে, যৌথ-খামারগুলিতে পরিচালকদেরকে কার্যতঃ বুর্জোয়া মালিক হয়ে বসবার সুযোগ দিয়েছে, এবং ব্যক্তিগত উৎপাদনকে অবাধ গতিতে বাড়বার সুযোগ কোরে দিয়েছে। স্তালিন উৎপাদনের উপকরণ ট্রাক্টরগুলিকে যৌথ-খামারের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাবকে “ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘোরাবার” পন্থা হিসেবে, পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন—আর বর্তমান শাসকচক্র সমস্ত ট্রাক্টরগুলোই যৌথ-খামারগুলির

---

১০. 'নিউ টাইমস্' ঃ মস্কো/মে ১৪ ঃ ১৯৬৮

কাছে বিক্রি কোরে দিয়েছে। এগুলিকে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

স্তালিন আয়-বৈষম্য ক্রমশঃ কমিয়ে আনবার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কমিউ-নিষ্টদের শ্রমিকদের সমান মাইনে নেবার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, উৎপাদন বাড়াবার জন্য টাকার লোভ না দেখিয়ে চেতনার ক্রমাগত বিপ্লবীকরণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আর বর্তমান শাসকচক্রের কল্যাণে সোভিয়েতের নয়া বুর্জোয়া ম্যানেজার-ইঞ্জিনিয়ার-অ্যাকাউন্ট্যান্ট-যৌথ খামারের চেয়ারম্যানরা তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার কোরে ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী জনতাকে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যে নিমজ্জিত রেখে নিজেদের বাড়ী-গাড়ী সম্পদ বাড়িয়ে যাচ্ছে, যথেচ্ছ নিজেদের আয় বাড়িয়ে নিচ্ছে, পুঁজিবাদী দেশের পুঁজিপতিদের মতো বিলাস-ব্যসনে অফুরন্ত ভোগের জীবন যাপন করছে, মন্ত্রীরা মেয়ের জন্য কোটি টাকার প্রমোদ-ভবন তৈরী করিয়ে দিচ্ছে [১১] 'কমিউ-নিষ্টরা' শ্রমিকদের চেয়ে বহুগুণ বেশি মাইনে নিচ্ছে, এবং উৎপাদন বাড়াবার জন্য 'বৈষয়িক উৎসাহ' দেবার কর্মনীতি চালু করেছে। এবং এই বৈষয়িক উৎসাহ' দেবার ব্যাপারেও পুরোপুরি পুঁজিবাদী দেশের 'বোনাস' দেবার ছবিটাই পাওয়া যাচ্ছে। ম্যানেজার-ইঞ্জিনিয়াররা যেখানে সংস্থার 'বৈষয়িক উৎসাহ' তহবিলের ৩০-৪০ শতাংশ টাকা আত্মসাৎ করছে, শ্রমিকদের সেখানে জুটছে বড়ো জোর ৩ থেকে ৮ শতাংশ। এ সবের পরেও বর্তমান সোভিয়েত অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

স্তালিন ১৯৫২ সালেই সতর্ক কোরে দিয়ে বলেছিলেন, ভুল কর্মনীতি অনুসৃত হলে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব শত্রুতামূলক হয়ে উঠতে পারে, এবং তার ফলে উৎপাদনের ক্রম-অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে। বর্তমান সোভিয়েত অর্থনীতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোচ্ছে না, গত পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৭০ শতাংশের বদলে মাত্র ১০ শতাংশ বেড়েছিলো, স্তালিনের সময়কার সঞ্চিত সমস্ত শস্যভাণ্ডার শেষ হয়ে গিয়ে এখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ৫৭ বছর পরেও খাদ্যশস্যের জন্য মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের কাছে সাহায্য চাইতে হচ্ছে, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উৎপাদনে নিয়োজিত করার জন্য মার্কিনী-জাপানী একচেটিয়া পুঁজিকে দেশে ডেকে আনতে হচ্ছে, দেশের ১৮ শতাংশ জনগণকে এখনও উৎপাদনশীল শ্রমে

১১, উপ-মন্ত্রী ফুর্ৎসেভার এই কাহিনী 'Statesman' (জুলাই ২১, ১৯৭৪) পত্রিকায় বেরিয়েছে।

নিয়োজিত করার সাধ্য থাকছে না, খবরের কাগজে কর্মপ্রার্থীর বিজ্ঞাপন চোখে পড়ছে, পুঁজিবাদী দেশের কায়দায় 'এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ' খুলতে হচ্ছে, ব্যাপক জনগণের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য মিলছে না, কালোবাজারীতে দেশ ছেয়ে গেছে। এসবকে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষণ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

তাহলে দেখা যাচ্ছে, স্তালিন পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে সর্বোচ্চ মুনাফার মৌলিক পুঁজিবাদী নিয়ম ছাড়াও উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা, পণ্য হিসেবে শ্রমের আবির্ভাব এবং বুর্জোয়া কর্তৃক মজুরী-শ্রমিকদের শোষণ প্রভৃতি যে সব শর্তের কথা বলেছিলেন,[১২] তার প্রত্যেকটিই বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নে বর্তমান রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে বাস্তবতঃ এবং শিল্পক্ষেত্রে কার্যতঃই আজ উৎপাদনের উপকরণ রয়েছে বুর্জোয়া মালিকানায়, শ্রম আজ বেচা-কেনার পণ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ কোরে শ্রমিক জনতাকে শোষণ করেছে সোভিয়েত নয়া বুর্জোয়াশ্রেণী। এর থেকে একটিমাত্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হতে পারি, আর তা হচ্ছে এই যে, বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসকচক্র সেদেশে পুঁজিবাদ পুনঃ-প্রতিষ্ঠার 'মহান' দায়িত্বকে ইতিমধ্যেই সমাধা কোরে ফেলেছে।

কিন্তু না, এর পরেই বিরুদ্ধবাদীরা তাদের তূণ থেকে শেষ তীরটি ছুঁড়ে দিয়ে বিজ্ঞের মতো প্রশ্ন হেঁকে বসবেন: "সবই তো হলো, কিন্তু সোভিয়েত অর্থনীতির প্রধান অংশে এখনও যে রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানা বিরাজ করছে, তার কী জবাব আছে? পুঁজিবাদ মানেই তো ব্যক্তি-মালিকানা, রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানা তো পুঁজিবাদ নয়! তাহলে?"

না, এ প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য খুব বেশি কষ্ট আমাদের করতে হবে না, আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের দুই মহান নেতা এঙ্গেলস্ ও লেনিন অনেক আগেই এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন। 'সমাজতন্ত্র: কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক" গ্রন্থে এঙ্গেলস্ বিশেষ স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে গেছেন যে, পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদিকা শক্তির একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে রাষ্ট্রীয়করণ অর্থনৈতিকভাবে অনিবার্য হয়ে পড়ে একচেটিয়া পুঁজিবাদেরই স্বার্থে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মালিকানাধীন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিই তখন কার্যতঃ পরিণত হয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের এক বৃহত্তর কেন্দ্রীভূত সংস্থা ট্রাষ্ট বা কার্টেলে, পুঁজির কেন্দ্রীভবনই তাতে অনেক বেশি বেড়ে যায়, "জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানিতে বা ট্রাষ্টে বা রাষ্ট্রীয়

---

১২. স্তালিন/ঐ

মালিকানায় রূপান্তর—এর কোনোটাতেই উৎপাদনশক্তির পুঁজিবাদী চরিত্রের অবসান ঘটে না।'' বুর্জোয়া রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্বকরণকেও 'সমাজতন্ত্র' বলে আখ্যা দেবার প্রবণতাকে ঠাট্টা কোরে তিনি বলেছিলেন, তাহলে তো জার্মানীতে উত্থাপিত "বেশ্যালয়গুলিকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রস্তাবটিকে পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বলে অভিহিত করতে হয়!" লেনিনও তাঁর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের যুগকে "একচেটিয়া পুঁজিবাদের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদে রূপান্তরিত" হবার যুগ বলে অভিহিত করেছিলেন, এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদকে সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত করার প্রবণতাকে একটা "বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ভুল ধারণা" বলে চিহ্নিত কোরে বলেছিলেন, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ "এক নোতুন ধরণের পুঁজিবাদ বটে, কিন্তু তবুও তা নিঃসন্দেহেই পুঁজিবাদ।''

উপরোক্ত মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার ভিত্তিতে এবং বাস্তব তথ্যের আলোকে একটু চিন্তা করলেই ধরা পড়বে, রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রের কথা বেমালুম চেপে গিয়ে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানমাত্রকেই 'সমাজতন্ত্র' হিসেবে হাজির করাটা আধুনিক সংশোধনবাদেরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্র যে শ্রেণী-নিরপেক্ষ একটা বিমূর্ত ব্যাপার মাত্র নয়, বরং রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রেণীর স্বার্থে সদা-সর্বদা প্রযুক্ত দমন ও নিপীড়নেরই হাতিয়ার, এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মৌলিক শিক্ষা মনে রাখলেই ধরা পড়বে যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রে সমবায়, যৌথ বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব মোটেই সমাজতন্ত্রকে সূচিত করে না, করতে পারে না তা যদি করতো, তবে ভারত, পাকিস্তান, বার্মা প্রভৃতি যে সব দেশে রাষ্ট্রমালিকাধীন প্রচুর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে, তার প্রত্যেকটিকেই 'সমাজতান্ত্রিক' বা নিদেনপক্ষে 'সমাজতান্ত্রিক পথের যাত্রী' বলে মেনে নিতে হতো! কিন্তু বাস্তব জীবন আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, কেবলমাত্র সর্বহারার একনায়ত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ব্যাপক মেহনতী জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে—কেননা রাষ্ট্র সেখানে সর্বোচ্চ মুনাফার পুঁজিবাদী নিয়মে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যায়, প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন ও বণ্টনকে মেহনতী জনতার স্বার্থে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, শ্রমকে শ্রম-দাসত্ব থেকে মুক্ত করে, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা ও পণ্য-মুদ্রা সম্পর্ককে ক্রমাগত সীমাবদ্ধ কোরে শেষে সেগুলি নিশ্চিহ্ন কোরে দেবার অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যায়। সর্বহারা-শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতার অস্তিত্বই এই গ্যারাণ্টি তৈরী করে। আর সর্বহারা

শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা না থাকলে, অর্থাৎ বুর্জোয়া সংশোধনবাদীদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকলে, রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতি হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ, এবং তা পরিচালিত হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের তাগিদে জনগণকে আরও হিংস্রভাবে শোষণ করার উদ্দেশ্যে। এবং ঠিক সেটাই আজ ঘটছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা ও খামারে বা যৌথ খামারের ম্যানেজার-চেয়ারম্যান-ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে নয়া বুর্জোয়াশ্রেণীতে রূপান্তরিত হওয়ায় তাদের সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থেই পরিচালিত হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত বা যৌথ-মালিকানাধীন সোভিয়েত অর্থনীতি। লেনিনের ভাষায় বলতে গেলে, সেটা একটা নোতুন ধরণের পুঁজিবাদ বটে, কিন্তু তবুও তা নিঃসন্দেহেই পুঁজিবাদ।

এর পরেও বিরুদ্ধবাদীরা যদি সোভিয়েতে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নি বলে দাবী করতে থাকেন, তবে তাদের অবস্থা দাঁড়াবে সুকুমার রায়ের 'পাত্র চাই' কবিতায় পাত্রের ও পাত্রের আত্মীয়দের অসংখ্য দুষ্কর্মগুলিকে বর্ণনা করার পরেও শেষে পাত্রকে "তবুও তারা উচ্চ ঘর/কংস রাজার বংশধর" বলে সার্টিফিকেট দেবার মতো। সেটা আমাদের হাসির উদ্রেক করতে পারে, কিন্তু যুক্তির কোনো সারবত্তা তাতে থাকবে না।

সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ-
বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের অবিভাজ্য অংশ

আয়তনে বিশাল, বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং অভাবনীয় সমাজতান্ত্রিক বিকাশে পুষ্ট সোভিয়েত যখনই পুঁজিবাদী পথে এসে পড়লো এবং তার সমাজ-তান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত উৎপাদনব্যবস্থা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হলো, তখনই তার মধ্যে দেখা দিলো সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের প্রবণতা, সে মূলগতভাবে এসে পড়লো বিশ্ব-পুঁজিবাদী নিয়মের আওতায়। সামাজিক-পুঁজি-বাদী (মুখে সমাজতান্ত্রিক, কাজে পুঁজিবাদী) সোভিয়েত অর্থনীতি পরিণতি পেলো সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী (মুখে সমাজতান্ত্রিক, কাজে সাম্রাজ্যবাদী) অর্থনীতিতে। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ, জাতীয় পুঁজির আন্তর্জাতিক বিস্তার।

লেনিন যখন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁর মৌলিক তত্ত্ব রচনা করেন, তারপর অবক্ষয়ী সাম্রাজ্যবাদের রূপগত অনেক পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু তার মর্মবস্তু রয়ে গেছে একই। লেনিন-বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি মূল বৈশিষ্ট্যই আজ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে। প্রথমতঃ, উৎপাদন ব্যবস্থার

চরম কেন্দ্রীভবন ও একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব—এই বৈশিষ্ট্যটি সে দেশের পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের গুণে স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান, অতীতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তির পরিচালনায় কেন্দ্রীভূত ও সম্মিলিত এক বিরাট উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং সর্বহারা একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে সমস্ত পুঁজির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ সংশোধনবাদী বুর্জোয়াদের হাতে পড়ে সহজেই সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের সহায়ক হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক পুঁজি ও শিল্প পুঁজির সম্মিলিত রূপ লগ্নী-পুঁজির প্রাধান্য—পূর্বোক্ত কারণেই, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক-সহ সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং শিল্প-প্রক্রিয়ার ওপর কেন্দ্রীয় সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ফলে, সমস্ত স্তরের সম্মিলিত পুঁজি সমাজতান্ত্রিক থেকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রে হাতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের মূল চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃতীয়তঃ, পণ্য-রপ্তানির বদলে পুঁজি-রপ্তানির প্রাধান্য—সোভিয়েত লগ্নী পুঁজি আজ যে কী ভয়াবহ পরিমাণে তুনিয়ার অসংখ্য উন্নয়নশীল দেশে অনুপ্রবেশ কোরে সেখানকার কাঁচামাল, সস্তা শ্রমশক্তি এবং বিক্রির বাজারকে নির্মমভাবে শোষণ কোরে পর্বতপ্রমাণ মুনাফা লুট কোরে নিয়ে আসছে, তার অজস্র প্রমাণ চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। চতুর্থতঃ, তুনিয়ার সম্পদ ভাগাভাগি কোরে নেবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক পুঁজি-সংস্থার উদ্ভব—সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ একদিকে ভারতে বা মধ্যপ্রাচ্যে বা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কতকগুলি "কারিগরী সহায়তামূলক" বা 'সাহায্য' দেবার আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সংস্থা গড়ে তুলেছে, এবং চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় আন্তর্জাতিক জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি খুলে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে সে রাশিয়ার অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সেখানে নিজের সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে মার্কিণ, জার্মানী, ইতালীয়, জাপানী প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে আন্ত-র্জাতিক পুঁজি-সংস্থা গড়ে তুলেছে। পঞ্চমতঃ, বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণভাবে ভাগাভাগি-কোরে-নেওয়া তুনিয়ার বিভিন্ন দেশকে নোতুন কোরে ভাগাভাগি করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও খেয়োখেয়ি—সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যাদ আজ যে তুনিয়ার অতিবৃহৎ তুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয়েছে, বহু বিচিত্র কৌশলে সারা পৃথিবীময় তার শোষণের জাল বিস্তৃত করার জন্য এবং নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রভাবাধীন অঞ্চলকে বাড়াবার জন্য সে যে চতুর, নির্ম্মম ও দানবীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তার অজস্র প্রমাণ তুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে আছে—পুর্ব ইউরোপ, মঙ্গোলিয়া,

কিউবা, চিলি, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর ও মধ্য আফ্রিকার দেশগুলি, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে, শ্রীলঙ্কা, এমন কি দুর্বলতর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি পর্যন্ত।

এ থেকে একটিমাত্র যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়ঃ সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ আজ বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের এক অবিভাজ্য অংশে পরিণত হয়ে গেছে।

নয়া উপনিবেশবাদী সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ সর্বোচ্চ মুনাফার তাড়নায় পুরোপুরি এক নয়া উপনিবেশবাদী নীতি অনুসরণ করছে। মার্কিণ সাম্রাজ্য-বাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরে সে অর্থনৈতিক ও সামরিক 'সাহায্য' দেবার নাম কোরে এবং 'অর্থনৈতিক শিবির', 'সামরিক শিবির' প্রভৃতির সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে অন্যান্য দেশে, বিশেষতঃ এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশ-গুলিতে তার শোষণের জাল বিস্তৃত করছে। এই সব দেশকে তাদের নয়া উপনিবেশে পরিণত করছে। লেনিন তাঁর "সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়" গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন, "লগ্নী পুঁজি সাম্রাজ্যবাদের অসংখ্য 'পুরোণো' ফন্দির সঙ্গে যোগ করেছে—কাঁচা মালের উৎস সন্ধান, পুঁজি রপ্তানি, প্রভাবাধীন 'অঞ্চল' প্রভৃতির জন্য লড়াই—সাধারণভাবে বলতে গেলে অর্থনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের জন্য লড়াই।" ঠিক একাজটাই আজ কোরে চলেছে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ।

দীর্ঘদিন ধরেই সাম্রাজ্যবাদীরা এই দাবী কোরে এসেছে যে, তাদের উপনিবেশে বা নয়া উপনিবেশে কী কী জিনিস তৈরী হবে—তা সঠিকভাবে ঠিক কোরে দেবার এক্তিয়ার নাকি শুধু এই সাম্রাজ্যবাদীদেরই আছে। এজন্যই তারা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিকে গায়ের জোরে রূপান্তরিত করেছে সস্তায় তাদের কাঁচামালের যোগানদারের ভূমিকায়, এসব দেশকে পরিণত করেছে তাদের এক একটা চিরস্থায়ী বাজারে। তাদের শোষণের একটা ভদ্রগোছের চেহারা দেবার জন্য তারা হাজির করেছে "আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের তত্ত্ব", "উৎপাদন বিশেষীকরণের তত্ত্ব" প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্ব, যেগুলির নির্গলিতার্থ হলো—"শিল্প-উন্নত সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের দরকারী কাঁচা মাল ও অন্যান্য রসদের যোগানদার এশিয়া-আফ্রিকা লাতিন আমেরিকা।" সাম্রাজ্যবাদীদের এইসব

তত্ত্বকেই পরমানন্দে লুফে নিয়েছে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী শাসকচক্র, একে কার্যকরী করেছে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও পূর্ব ইউরোপে।

১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ থেকে তাদের আমদানীকৃত কাঁচা মাল ইত্যাদির পরিমাণ প্রায় ৭ গুণ বেড়েছে। ১৯৬৯ সালে তাদের মোট আমদানিকৃত খনিজ পদার্থের ৬৬% এবং কৃষিদ্রব্যের ৫৫%-ই এসেছে এসব দেশ থেকে। ১৯৭২ সালে ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজদ্রব্য ও কৃষিদ্রব্যের ৭২%-ই এসেছে এসব দেশ থেকে। সেবছর তাদের মোট আমদানিকৃত কোকো, চামড়া, পাট, চা ও তন্তুজ দ্রব্যের ৯৪%-ই এসেছে এসব দেশ থেকে। ব্রেজনেভ কোসিগিন থেকে শুরু কোরে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত পাণ্ডারাই প্রকাশ্যে এ কথা স্বীকার করেছে যে, তাদের বৈদেশিক 'সাহায্য' কর্মসূচীর মাধ্যমে তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ কোরে নিতে পারছে, এবং ভবিষ্যতে এটা আরো বাড়বে।[১৩] মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!

আজকের যুগে নব-উদ্ভূত জটিল আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং আধুনিক উৎপাদনপদ্ধতির সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা নয়া উপনিবেশগুলিতে বিশেষ-ধরণের কারখানা স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ করে, যন্ত্রপাতি বিক্রি কোরে মুনাফা লোটে, সস্তা শ্রমকে শোষণ করে, অন্য কোনো অনুন্নত দেশের বাজার দখল করার জন্য এইসব কারখানাকে কাজে লাগায়, এবং এইভাবে নয়া উপনিবেশগুলিকে তাদের ওপর চিরস্থায়ী ভাবে নির্ভরশীল কোরে রেখে এইসব দেশের স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের পথকেই রুদ্ধ কোরে দেয়। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকে (Public Sector) 'সাহায্য' করার নাম কোরে ঠিক এই জঘন্য নীতিই আজ অনুসরণ কোরে যাচ্ছে। সাধারণভাবে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশকে তারা পাবলিক সেক্টরে যে সাহায্য দেয়, তা দেওয়া হয় 'প্রকল্প-বদ্ধ-সাহায্য' হিসেবে—অর্থাৎ তাদের দ্বারা অনুমোদিত শিল্প-সংস্থা বা প্রকল্পে 'সাহায্য' হিসেবে। আর এই প্রকল্পগুলির অধিকাংশই হচ্ছে 'টার্ণ-কি' (turn key) প্রকল্প—অর্থাৎ এ গুলির গোড়া-পত্তন থেকে শুরু কোরে যন্ত্রপাতি, উৎপাদন, কাঁচামাল সরবরাহ, ডিজাইন, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, বিনিয়োগ, বণ্টন ও পরিচালনা ব্যবস্থা পুরোটাই থাকে তাদের হাতে। এভাবে এই সমস্ত প্রকল্পগুলি নামেই শুধু কোনো উন্নয়নশীল

১৩, বর্তমান সংখ্যা : পৃষ্ঠা ৩০ দ্রষ্টব্য

রাষ্ট্রের মালিকানায় বা নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু কার্যতঃ সেগুলির নিয়ন্ত্রণের পুরো ক্ষমতাই এসে যায় সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। তারা যে এভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির সস্তা শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে বা শোষণ করছে, সেকথাও তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে।[১৪]

"সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীলতা কমাবার" নাম কোরে গত ১৯৫৫ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে এই সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা প্রায় ৫৬০০ কোটি টাকা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে 'সাহায্য' বা ধার বাবদ দিয়েছে। প্রথমতঃ, এজন্য তারা সুদ নেয়, এবং শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, প্রতিবছর তারা যতো টাকা 'সাহায্য' বা ধার দেয়, তার চেয়ে বেশি টাকা তারা সুদ ও ধার শোধ বাবদ দেশে নিয়ে যায়; দ্বিতীয়তঃ, এই 'সাহায্য' টাকার অঙ্কে দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় সোভিয়েত পণ্যের মাধ্যমে (তা ও আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বেশি দামে)—এভাবে 'সাহায্য' গ্রহণকারী দেশে তাদের একটা বাঁধা বাজার মিলে যায়; তৃতীয়তঃ, ধার শোধটাও টাকার অঙ্কে হয় না, হয় 'সাহায্য' গ্রহণকারী দেশের পণ্য ও কাঁচামালের মাধ্যমে (তা-ও বাজার থেকে কম দামে)—অর্থাৎ, নিজেদের ইচ্ছেমতো কাঁচা মাল ও পণ্য তারা জোর কোরে নিয়ে যেতে পারে; চতুর্থতঃ, 'সাহায্য' গ্রহণকারী দেশের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে (সম্পূর্ণতঃই যা অসম বাণিজ্য) সে দেশের রপ্তানিমুল্য উদ্বৃত্ত হলে, সেই উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে সেদেশ সোভিয়েত পণ্য কিনতেই বাধ্য থাকে। এছাড়াও আছে। অন্যদেশের সোভিয়েত 'সাহায্যপ্রাপ্ত' প্রকল্পে সোভিয়েত পুঁজি লগ্নী কোরে উৎপন্ন পণ্যই আবার সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা ধারশোধ বাবদ নিয়ে গিয়ে অন্য দেশে বেশি দামে বিক্রি কোরে (কখনও আবার লেবেল পাল্টে 'রাশিয়ায় প্রস্তুত' ছাপ মেরে) মুনাফা লুটছে। সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে অন্য দেশে যে পুঁজি বিনিয়োগ করছে, মুলতঃ তারা তা করছে সে দেশের ভারী ও মুল শিল্পে, এবং সে সব প্রকল্পের কারিগরিজ্ঞান তারা নিজেদের মুঠোতেই রেখে দিচ্ছে—এবং এভাবে সে দেশের অর্থনীতিকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছে। এই হচ্ছে তাদের বহু বিজ্ঞাপিত বৈদেশিক 'সাহায্য' কর্মসূচী, যা তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে প্রচণ্ডভাবেই সাহায্য করছে—ঠিক যেমনটা ঘটে থাকে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের বেলায়।

সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীদের তথাকথিত ভ্রাতৃপ্রতীম পুর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি ও

১৪, বর্তমান সংখ্যা : পৃঃ ৩০ দ্রষ্টব্য

মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে 'অর্থনৈতিক সংহতি' গড়ে তুলে বা ভারত, ইরাক প্রভৃতির সঙ্গে 'অর্থনৈতিক চুক্তি' কোরে তারা এসব দেশের অর্থনীতিকে পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। তাদের অর্থনৈতিক লুটপাট কেমন চলছে, তার বিস্তৃত আলোচনা এ সংখ্যারই ভারত-সম্পর্কিত লেখাটিতে পাওয়া যাবে। অন্যদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। 'আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ' ও 'উৎপাদনের বিশেষীকরণ'-এর সাম্রাজ্যবাদী নীতি তাদের ক্ষেত্রে একইভাবেই প্রযুক্ত হচ্ছে।

দুনিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সংকটকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শোষণ চালায়, তার অজস্র তথ্য দেওয়া যেতে পারে। যেমন, সাম্প্রতিক মধ্য প্রাচ্য সঙ্কটে বিভিন্ন আরব দেশকে অস্ত্র বিক্রি কোরে তার বিনিময়ে সে সব দেশকে তারা কম দামে তেল বিক্রি করতে বাধ্য করছে। ইরাক থেকে কম দামে ১২ কোটি টাকার তেল কিনে সেই তেলই তারা পশ্চিম জার্মানীকে বিক্রি করেছে ৩৬ কোটি টাকায় – অর্থাৎ ৩০০% মুনাফা! আরব দেশগুলির কাছ থেকে এভাবে তেল কিনে ও বিক্রি কোরে শুধু ১৯৭৩ সালেই তারা ৯০ কোটি রুবল মুনাফা কামিয়েছে, এবং ১৯৭৪ সালে তাদের প্রত্যাশিত মুনাফার পরিমাণ মাত্র ৪০০ কোটি রুবল।[১৫] সাম্প্রতিক নিউজপ্রিণ্ট সংকটের সুযোগ নিয়ে তারা ভারতের কাছে প্রতি টনের দাম ২২০০ টাকায় বদলে ৪২০০ টাকায় বাড়িয়ে দিয়েছে।[১৬] বর্তমানে এসব ব্যাপারে তারা মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকেও টেক্কা দিচ্ছে।

কিন্তু ট্র্যাজেডি হচ্ছে এই যে, দুনিয়াজোড়া শোষণ ও লুণ্ঠনের জাল বিস্তৃত কোরেও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা অবক্ষয়ী সাম্রাজ্যবাদী সংকটকে এড়াতে পারছে না। সংকট এড়াবার জন্য তারা তাদের পুঁজিকে ক্রমবর্ধমান অস্ত্র-উৎপাদনে নিয়োজিত কোরে সংকটকে আরও গভীরতর কোরে তুলেছে। দেশের অভ্যন্তরে যেমন মুদ্রাস্ফীতি, উৎপাদন হ্রাস, বেকার সমস্যা প্রভৃতি অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করছে, ঠিক তেমনি বিদেশেও তাদেরকে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠির কাছে দৌড়োতে হচ্ছে। এদের কাছে তাদের মোট বিদেশী ঋণের পরিমাণ এখন ৫০০০ কোটি টাকারও বেশি। দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের কী শোচনীয় অধঃপতন।

ইতিহাস এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, অতীতের প্রবলপরাক্রম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বৃটেন যেমন সাম্রাজ্যবাদের সংকট এড়াতে পারে নি, বর্তমানের মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ যেমন পারছে না, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদও তেমনি পারবে না। অবধারিত ভাবেই তা নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে॥

১৫, সুইজারল্যাণ্ডের "Fenille d'avis de neuchatel" পত্রিকা/এপ্রিল ১১, ১৯৭৪

১৬, 'দেশ' পত্রিকা/জুন ২২, ১৯৭৪

সাম্প্রতিক রেল-ধর্মঘট প্রসঙ্গে

রঞ্জন কর

গত আটই মে থেকে ভারতবর্ষের বিশ লক্ষ রেলশ্রমিক যে লাগাতার ধর্মঘট চালাচ্ছিলেন, সংশোধনবাদীদের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে দিয়ে তা অবশেষে শেষ হলো গত ২৮শে মে তারিখে। এই ধর্মঘটের মূল দাবীগুলোর যৌক্তিকতা নিয়ে কোনো মহলেই বিতর্কের অবকাশ নেই। যে রেল-শ্রমিক বছরে ২৭০ কোটি টাকার মুনাফা দেয় সরকারকে তার বোনাস পাবার অধিকার থাকবে না এবং উদয়াস্ত পরিশ্রম কোরেও অন্য যে কোনো সরকারী সংস্থার তুলনায় তাকে কম মাইনে নিতে হবে—এ বক্তব্য কোনো মহলেই প্রভাব ফেলতে পারে নি। এমনকি রেল-ধর্মঘট-বিরোধী আই এন টি ইউ সি-র "রেলওয়ে মেনস্ কংগ্রেস" পর্যন্ত দাবীগুলি সম্পর্কে কোনো কিরূপ মন্তব্য, করতে পারে নি। কাজেই দাবীগুলোর যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে যেটিকে একটি নিছক অর্থ-নৈতিক আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করা যায় (আপাত-'বাম কার্যতঃ-দক্ষিণ-পন্থীরা যাকে "নিছক অর্থনীতিবাদ" ব'লে একটি সবজান্তা ভাব কোরে বসে থাকবেন), সেই রেল-ধর্মঘটটি ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর কাজে ছিলো রাজ-নৈতিকভাবে একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বিনা বাধায় এদেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম হবে কিনা, তার পরীক্ষা হয়েছে খড়্গপুরের লোকো শেডে, মোগল-সরাই মার্শালিং ইয়ার্ডে, ইজ্জতনগরের রেল কলোনীতে। যে পটভূমিতে এই ধর্মঘট শুরু হয়, তা বিশ্লেষণ করলেই এ বক্তব্য পরিষ্কার হবে।

সকলেই জানেন, গত কয়েক বছরে ভারতীয় বুর্জোয়ার অর্থনৈতিক সংকট ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে রাজনৈতিক সংকটও বেড়েছে এবং তা ফ্যাসি-বাদী বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়েছে। জাতীয় সমাজতন্ত্র কিংবা ভারতীয় ধাঁচের সমাজতন্ত্রের নাম কোরে হিটলারী কায়দায় ভারতের শাসক পার্টিটি কখনও উগ্র জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে, কখনও ভঙ্গিসর্বস্ব 'গরিবী হটাও'-এর এবং জাতীয়করণের সোনার হরিণ দেখিয়ে ভারতীয় জনতাকে মোহগ্রস্ত কোরে রাখবার চেষ্টা করেছে। নানান অজুহাতে তারা জনতার গণতান্ত্রিক অধিকারকে সীমিত কোরে এনেছে এবং প্রথমে কমিউনিষ্ট অর্থাৎ 'নকশাল-

পন্থীদের' এবং তার পরে সমাজ-গণতন্ত্রী অর্থাৎ সি. পি. এম. এবং অন্যান্য বামপন্থী পার্টিগুলোকে সংহারের কাজে নেমেছে। এ কাজ তারা প্রায় বিনা-বাধায় সম্পন্ন করবার স্বপ্ন দেখছিলো। কিন্তু অর্থনৈতিক চাপে জর্জরিত এবং বহু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সুবিপুল ঐতিহ্যের অধিকারী ভারতের শ্রমিকশ্রেণী বিনা বাধায় তা সম্পন্ন করতে দিতে রাজী নয়। গত কয়েক-বছর ধরে নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা সত্বেও ভারতের শ্রমিকশ্রেণী সুতাকল, চটকল, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প থেকে শুরু কোরে বিমান-পরিবহন পর্যন্ত সর্বত্র বিভিন্ন লড়াই-এ নেমেছেন এবং ইন্দিরা গান্ধীর 'সাজানো বাগান শুকিয়ে দেবার' চেষ্টা করেছেন। এই প্রতিটি লড়াই-ই ফ্যাসাবাদের কালো ঘোড়ার এগিয়ে যাবার পথের এক একটি দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম দমন না কোরে ফ্যাসীবাদের কালো ঘোড়াকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না, এ সত্য ভারতের শাসকশ্রেণী বুঝেছে। এই পটভূমিতে যখন রেল-ধর্মঘটের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখন থেকেই ভারতের শাসকশ্রেণী এটিকে একটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখেছে এবং গোড়া থেকেই তাকে দমিয়ে দেবার জন্য পরীক্ষিত সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছে। রেল-শ্রমিককে 'শিক্ষা' দিয়ে সমস্ত শ্রমিককে ভয় পাইয়ে দিতে হবে--এই ছিলো তার পরিকল্পনা। এইজন্যই রেল-ধর্মঘট ছিলো সাম্প্রতিককালে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সবচেয়ে বড়ে রাজনৈতিক লড়াই।
আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, সংশোধনবাদীদের শয়তানিতে রেল-ধর্মঘট এক-তরফাভাবে তুলে নেওয়ায় এ লড়াই-এ শাসকশ্রেণী জিতেছে এবং শ্রমিকেরা আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। এ হলো বাস্তবকে স্থূলভাবে দেখা। বিশ দিনের লাগাতার ধর্মঘট শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ লড়াই-এর মান-সিকতাকে আরও মজবুত কোরে তুলেছে—শত্রু ও মিত্রের মধ্যে সীমারে-খাকে স্পষ্ট কোরে দিয়েছে। যতো বেশী হিংস্রতার সাথে শাসকশ্রেণী ঝাঁপিয়ে পড়েছে শ্রমিকদের উপর, ততো বেশী কোরে ব্যাপক মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়েছে—গরীবী হটানেওয়ালীর আসল মুখ কী নৃশংস! 'কমিউনিষ্টরা নয়, আসলে আমরাই গরীবের পক্ষে'—এই শ্লোগান তুলে যে সমস্ত যুব-কংগ্রেসীরা মানুষের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করতো, তারাই যখন সবুজ ঝাণ্ডা খুলে লাঠি হাতে কাঁপিয়ে পড়েছে কাঁচরাপাড়ার মা-বোন-দের ওপর, সাঁতরাগাছির দরিদ্র লোকো শ্রমিকের উপর, তখনই প্রমাণ

হয়েছে ফ্যাসীবাদের আসল চরিত্র কী জঘন্য। এর ফলে খুব সাধারণ মানুষও এ ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতে শিখছেন। ফ্যাসীবাদ-বিরোধী বৃহত্তর ঐক্যের বুনিয়াদ সব দেশে এভাবেই তৈরী হয়। ধর্মঘট ভেঙে যাওয়ায় শাসকপার্টি ও তার সাকরেদ ডাঙ্গেপন্থীদের কি কোনো সুবিধা হবে? মোটেই না। ধর্মঘট ভাঙলে দালালরা ফসল কুড়োয়—এটা একটা বাস্তব-বিবর্জিত ধারণা। এই ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে বিশ লাখ রেল-শ্রমিক, তাদের পরিবারের এক কোটি মানুষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষ আরও দৃঢ়ভাবে কংগ্রেসী ও ডাঙ্গেপন্থীদের ঘৃণা করতে শিখবেন। সাম্রাজ্যবাদ-সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিরাট মোর্চার সম্ভাবনা এ ভাবেই গড়ে উঠছে। এই হলো এ লড়াই-এর সবচেয়ে বড়ো লাভ।

সংকট-জর্জরিত বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে-লড়াই করতে গিয়ে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন, এধরণের লড়াই করতে গেলে সবচেয়ে যা বেশী প্রয়োজন, তা হলো সর্বস্তরের রেল-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক ঐক্য। নানা সময়ে মতলববাজ ট্রেডইউনিয়ন নেতারা নানা অজুহাতে ব্যাপক ঐক্য গড়ার কাজটিকে বানচাল কোরে থাকে। এবার কিন্তু ব্যাপক শ্রমিকের সম্মিলিত ইচ্ছাকে উপেক্ষা করবার সাহস দেখাতে পারে নি তারা। রেলের বাবু অর্থাৎ কেরানী থেকে শুরু কোরে অদক্ষ শ্রমিক পর্যন্ত সর্ব স্তরের মানুষের বিভিন্ন সংগঠনগুলো "জাতীয় কো-অর্ডিনেশন" গড়ে তুলেছিলো, কংগ্রেসী সংগঠন ছাড়া সমস্ত সংগঠন এই NCCRS-এর ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হয়। ফলে বিভিন্ন রেল-কলোনীগুলোতে পরিচিত কংগ্রেসী দালালদের পা রাখবার মাটিটুকুও হারিয়ে যায়। প্রধানতঃ বাইরের গুণ্ডা এবং খাকি ও সাদা পোষাকের পুলিশ ও মিলিটারী ছাড়া সরকারের অন্য অবলম্বন থাকে নি। পুলিশ ও টেরিটোরীয়াল আর্মিও এই সার্বিক ঐক্যের সামনে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে টেরিটোরিয়াল আর্মি ট্রেন চালাতে অস্বীকার করে, খড়্গপুরে শ্রমিকেরা যখন দালালদের উপযুক্ত পুরস্কার দিচ্ছিলেন, তখন RPF-এর লোকেরা শ্রমিকদের বিরোধিতা করতে অস্বীকার করে। সার্বিক ঐক্য শ্রমিকদের কী দিতে পারে, তা বুঝবার জন্য ১৯৭৪-এর রেল ধর্মঘটকে আদর্শ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। লক্ষ্যণীয় এই যে, এই ধরণের ঐক্য গড়ে উঠেছে নীচু তলা থেকে, উপর মহলের নেতৃত্ব বাধ্য হয়েছে NCCRS গড়তে। দুর্বলতা যা ছিলো তা হলো, এই ঐক্যের অস্তিত্বের

প্রাথমিক সর্ত, অর্থাৎ চিহ্নিত-সংশোধনবাদীদের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়ার কাজটি, শ্রমিকশ্রেণী হাতে তুলে নেয় নি। তার জন্য এ লড়াইকে মূল্য দিতে হয়েছে। এপ্রসঙ্গে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

ব্যাপক ঐক্যের ফলেই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ হয়েছিলো অভূতপূর্ব। এসম্পর্কে বুর্জোয়াদের বিভিন্ন হীন প্রচার সত্যকে লুকিয়ে রাখতে পারে নি। তাদের অসংলগ্ন বক্তব্য, পরবর্তীকালে প্রকাশিত তথ্য ইত্যাদি প্রমাণ করেছে যে, আট তারিখ নয়, কার্যতঃ দু'তারিখ থেকেই পশ্চিম ও দক্ষিণ রেলে ট্রেনে চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। এবং আট থেকে আঠাশ তারিখে পর্যন্ত আকাশবাণী এবং ষ্টেট্স্ম্যান-আনন্দবাজার ছাড়া আর কোথাও নিয়মিত ট্রেন চলে নি। শেষদিন পর্যন্ত ওয়ার্কশপগুলোতে উপস্থিতির হার ছিলো নগণ্য। বুর্জোয়া সাংবাদিকেরাও পরের দিকে স্বীকার করেছে যেই অংশগ্রহণ সর্বত্র ছিলো অভূতপূর্ব।

শুধু অংশগ্রহণের কথা নয়, যে অবস্থায় ব্যাপক শ্রমিক লড়াই-এ অংশগ্রহণ করেছেন, সেটির কথাও চিন্তা করবার মতো। একদিকে দিবারাত্র অপপ্রচার, চাকুরি ছেদের হুমকি, রেল কলোনী থেকে বের কোরে দেওয়া, অন্যদিকে পুলিশ-মিলিটারী-কংগ্রেসীগুণ্ডার যৌথ আক্রমণ, প্রহার, স্বামীর অভাবে স্ত্রীর উপর অত্যাচার, গ্রেপ্তার, মিসা, অতর্কিত আক্রমণ ইত্যাদি দানবীয় প্রতিহিংসা সয়ে রেলের শ্রমিকেরা রেকর্ড পরিমাণ দিনের জন্য রেল অচল রেখেছিলেন—হাজার বার লাল সেলাম তাদের।

স্বভাবতঃই ভারতের বুর্জোয়া অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে এই ধর্মঘট। বুর্জোয়াদের হিসেবেই মোট বিশ দিনে ৫০ কোটি টাকার মতো লোকসান হয়েছে রেলের। হিসেবটা আরও কিছু বাড়বে। রেল তো শুধু বন্ধ থাকে নি, "রেল চলছে" এই খেলাটিও চালু থেকেছে। তার বাবদ পুরস্কার, বিজ্ঞাপন, দালাল পোষা ইত্যাদির খরচ আছে। সেটিও কিছু কম নয়। সর্বোপরি রেলের এক টাকা ক্ষতি মানে জাতীয় ক্ষেত্রে পর্থাৎ টাটা-বিড়লার দশ টাকা ক্ষতি। এই হিসেবে বুর্জোয়াদের মোট ক্ষতি কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা। এদিক থেকে রেল-ধর্মঘটীদের তীর ভারতীয় বুর্জোয়াদের বক্ষ ভেদ কোরে তার বিদেশী মালিকদেরও বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত কোরে ফেলেছে। ভারতের অর্থনীতিতে যে সব বিদেশী শক্তির প্রভাব অত্যন্ত বেশী, লুটের মাল বহন করবার জন্য রেলকে যারা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগিয়ে থাকে, এই

ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবস্থানটি বিচার করলেই তা পরিষ্কার হবে। মার্কিণ বুর্জোয়াদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সবিস্তারে ভারতের রেল ধর্মঘটের খবর বেরিয়েছে। এটি যে দরিদ্র ভারতকে কী বিপদে ফেলবে, তা ভেবে ওয়াশিংটনের কর্তাদের ঘুম হচ্ছে না। আসলে তাদের লুটের মাল বহন করবার ব্যবস্থা কী হবে, এই ছিলো তাদের মুখ্য চিন্তা, কোথাও কোথাও মুখ ফস্কে তা বেরিয়েও গেছে।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক করেছে সোভিয়েত বক্তব্য। প্রথম দিকে 'প্রাভদা' মন্তব্যহীনভাবে রেল-ধর্মঘটের খবর ছাপিয়েছে। সেগুলোও ভারত সরকার এবং ভারতীয় সংবাদপত্রে পরিবেশিত বিকৃত খবর। ধর্মঘটের সমর্থনে প্রাভদায় প্রথম থেকেই কোনো লেখা বা কোনো ইতিবাচক মন্তব্য ছিলো না। মস্কোর অন্যান্য প্রচার মাধ্যমেও কিছু পাওয়া যায় নি। ধর্মঘট যতো বেশিদিন চলতে লাগলো, যতো বেশি কোরে তা ভারতীয় বুর্জোয়া ও তার বিদেশী মালিক-দের অর্থনৈতিকভাবে আঘাত দিতে লাগলো, ততো বেশি কোরে সোভিয়েত বক্তব্য খোলাখুলি ধর্মঘটের বিরুদ্ধে যেতে লাগলো। পরের দিকে দিকে, এমনকি সাধারণ বুর্জোয়া দেশ গুলি পর্যন্ত যখন ভারতের শাসকশ্রেণীর অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করতে লাগলো, চীনের নেতৃত্বে সমস্ত সমাজ-তান্ত্রিক দেশ যখন ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনে এবং ভারতীয় বুর্জোয়ার নিন্দায় নামলো, তখনও ইন্দিরার গলায় ঝুলছে ব্রেজনেভের দেওয়া প্রগতি-শীলতার সার্টিফিকেট। এই সার্টিফিকেট গলায় ঝুলিয়ে ইন্দিরা গান্ধী যখন সর্বত্র নারকীয় সন্ত্রাস চালাতে লাগলো, তখন মস্কো বললো—দক্ষিণপন্থীরা শ্রমিকশ্রেণীর উপর অত্যাচার নামিয়েছে! কারা এই দক্ষিণপন্থী? মস্কোর বিচারে ইন্দিরা গান্ধী দক্ষিণপন্থী নয়, দক্ষিণপন্থী হলো স্বতন্ত্র-জনসংঘ। তারা তো পুলিশ-মিলিটারী নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নি! তাহলে বাকী থাকে কংগ্রেসেরই 'দক্ষিণপন্থীরা'। ব্যাখ্যা তাহলে এমন দাঁড়াচ্ছে যে, প্রগতিশীল ইন্দিরা গান্ধীকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের 'দক্ষিনপন্থীরা' বাধ্য করেছে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করতে। এই যুক্তি দিয়ে কাকে বোঝাবে ব্রেজনেভ কোম্পানি? আসল কথা, ভারতে লুটের বাজার ঠিক রাখতে আপাততঃ ইন্দিরাকে চাই, কিন্তু ইন্দিরার কুকর্মের দায়িত্ব ঘাড়ে নেবো না—এই হলো ব্রেজনেভী চাল। এই কুৎসিত ফন্দিবাজদের সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ব্রেজনেভ কোম্পানির এই দু'মুখো শয়তানির একেবারে কার্বন কপি হলো ধর্মঘটে ডাঙ্গে ও তার পার্টির ভূমিকা। মে মাসের গোড়ায় মনে হলো, ডাঙ্গের চেয়ে আগমার্কা বিপ্লবী ভারতে বিরল। AITUC দ্ব্যর্থহীন মদৎ দিয়েছে ধর্মঘটকে, 'ফার্ণান্দেজকে না ছাড়লে কোনো আলোচনা নয় সরকারের সাথে'—এ আওয়াজ তুলেছে, ১৫ই মে'র ভারত বন্ধের অন্যতম উৎসাহী সমর্থক হিসেবে পাওয়া গেছে সি-পি-আই-কে। এরই পাশাপাশি আবার তাদেরই মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুত মেনন কেরালার ত্রিচুর ও ত্রিবান্দ্রমে রেল কলোনীতে অত্যাচার নামিয়েছে; বাহাদুর ডাক ও তার কর্মীরা যখন রেলের সাথে এক সাথে সরকার-বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে গেছেন, তখন সি. পি. আই সেখানে নেমেছে ধর্মঘট-ভাঙা দালালের ভূমিকায়। শেষদিন পর্যন্ত N C C R S যখন লড়াই চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, তখন ডাঙ্গে প্রথমে N C C R S-এ ভাঙন ধরাতে চেষ্টা করলো, ব্যর্থ হয়ে AITUC-কে দিয়ে আলাদা কোরে বিবৃতি দিলো এবং তারপর আঞ্চলিকভাবে ধর্মঘট তুলে নেবার অধিকার চেয়ে বসলো। শ্রমিক আন্দোলনে সংশোধনবাদ যা কোরে থাকে ডাঙ্গেকেও সেই রাস্তাই ধরতে হয়েছে এবং অন্য সব অকংগ্রেসী দলও একই পন্থা ধরতে বাধ্য হয়েছে। এই নোংরা দুমুখো শয়তানি ব্যাপক রেল-শ্রমিক ও জনগণের দ্বারা ধিক্কৃত হয়েছে। বুর্জোয়ারা যখন সরাসরি হালে পানি পায় না, তখন তাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসে সমাজগণতন্ত্রীরা—এই লেনিনীয় শিক্ষার সার্থকতা আর একবার পরিষ্কার হলো। আগামী লড়াই-এর বর্শামুখ যে শুধু শাসক কংগ্রেসের দিকেই নয়, মস্কোর সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ এবং এদেশে তার বিশ্বস্ত অনুচর সিপিআই-এর বিরুদ্ধেও তুলে ধরতে হবে, তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে।

অন্যান্য অকংগ্রেসী দলগুলোর কথাও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা দরকার। একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, তারা খুব ভালো মানুষ— স্রেফ ডাঙ্গের জন্যই লড়াইটা সাময়িকভাবে পিছু হটলো। এইসব পার্টিগুলো নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে মরিয়া হয়ে লড়তে চায় শাসক-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এ লড়াই-এ জনতাকে তারা সঙ্গে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যাপক জনতার অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে লড়াই যখন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ কোরে শুধু এই সরকার-বিরোধী না থেকে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও চলে যায়, তখন এই সব পার্টিগুলো পড়ে সংকটে। তারা ইন্দিরাকে চায় না,

কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থা ভেঙে পড়ুক এটা কল্পনাও করতে পারে না। ফলে শাসক কংগ্রেস-বিরোধী লড়াইগুলো রাষ্ট্র-বিরোধী রূপ নিতে শুরু করলে এরা ইন্দিরা বিরোধী লড়াই বন্ধ করতে কিংবা তাকে গলা টিপে হত্যা করতে বাধ্য হয়। রেল-ধর্মঘটের ক্ষেত্রেও এদের সেই চিরাচরিত শ্রেণী-চরিত্রই আর একবার প্রকাশিত হলো।

এপ্রসঙ্গে সিপিএম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। আজকের সমস্ত গণ-আন্দোলনে সিপিএম-এর প্রভাব অনস্বীকার্য—এই পার্টির বহু কর্মী নিষ্ঠার সাথে গণ আন্দোলন গড়ার কাজ দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাতয়ায় এই প্রভাব অর্জন করা গেছে। কিন্তু মতাদর্শ ক্ষেত্রে বর্তমানে সিপিএম-এর যে বন্ধ্যাত্ব রয়েছে, সর্বত্র তার অল্পবিস্তর ছাপ থাকছে। রেল আন্দোলনও কিছু ব্যতি-ক্রম নয়। মতাদর্শগতভাবে এই পার্টিটির সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে দুর্বলতা আছে, ফলে আক্রমণের বর্শামুখ মস্কো এবং শাসক কংগ্রেসের বি টিম সিপিআই-এর দিকে ঘুরিয়ে ধরতে এরা অক্ষম। এজন্যই তাদের সিপিআই-এর সাথে ঐক্য গড়বার জন্য নেমন্তন্ন চিঠি পাঠাতে হয় এবং সিপিআই বেইমানী করলে "তাই তো, ডাঙ্গেটা কী শয়তান" বলে অপ্রস্তুত মুখভঙ্গি কোরে ডাঙ্গের পথই ধরতে হয়। সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে রাজনৈতিক দৃঢ়তা না থাকলে গণ-আজকের আন্দোলন গড়া যাবে না—এ সত্য প্রতিটি সিপিএম কর্মীকেই আজ বুঝতে হচ্ছে।

সিপিএম-এর রাজনৈতিক দেউলেপনার আর এক উৎস হলো : ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাদের পিছিয়ে-পড়া ধ্যানধারণা। এরা চোখের সামনে দেখছে নির্বাচন একটি প্রহসন, তবুও গদি দখলের রাজনীতির চিরাচরিত পথ চাড়তে এদের অনীহা। চোখের সামনে দেখছে ফ্যাসীবাদের উত্থান, প্রতিবিপ্লবের সশস্ত্র হুমকি, বিপ্লবী শক্তিকে সশস্ত্র করতে তবু এদের দ্বিধা। ধর্মঘট, সাধারণ গণ-আন্দোলন প্রভৃতির উপরও যখন রাষ্ট্র বর্বর পশুশক্তি নিয়ে আক্রমণ করছে, ট্রেডইউনিয়ন অধিকার পর্যন্ত যখন বিপর্যস্ত, তখন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রেখে আইন ও বেআইনের সমন্বয়ে নোতুন ধরণের সংগঠন গড়ে তুলতে এদের অনীহা। শ্রেণী-সংগ্রামের আজকের স্তরের বিকাশের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে না পারায় সিপিএম ইতিহাসের কাছে ক্ষমা পাচ্ছে না। তাদের চিরাচরিত গণ-আন্দোলন পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে কর্মীদের বিভ্রান্ত করছে, জনগণকে হতাশ

করছে এবং ফ্যাসীবাদের অস্তিত্ব রক্ষার ভিত্তি তৈরী করছে। রেল-ধর্মঘটে সিপিএম-এর ভূমিকা এ সত্যকে আর একবার তুলে ধরেছে।

যাবতীয় ভোট পার্টির বেইমানীর মধ্যে দিয়ে রেলধর্মঘটের অবসান অবশ্যই চোখে আঙ্গুল দিয়ে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের একটি প্রধান দুর্বলতাকে প্রকাশ কোরে দিচ্ছে। এখনও ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের নির্ধারক শক্তি রয়েছে সংশোধনবাদীদের হাতে। যেখানে লড়াই-এর বর্তমান পর্যায়ে প্রয়োজন ছিলো সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে রেলের শ্রমিকদের পাশে টেনে আনা, যেখানে কেবলমাত্র ডাক ও তার তথা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ছাড়া অন্যদের সংগঠিতভাবে রেলশ্রমিকদের পাশে দাঁড় করানো যায় নি। এ ব্যাপারে স্বভাবতঃই সংশোধনবাদীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিলো না। সি আর পি, পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীর যৌথ আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্য যে লেনিনীয় কায়দার গণ-সংগঠন গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তা ছিলো, তাকে সংশোধনবাদীরা কোনো দিনই শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তুলে ধরে নি—তুলে ধরে নি কীভাবে জারের গুপ্তপুলিশ, নারদ্‌নিক আর অর্থনীতিবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার মতো আইনী-বেআইনী কায়দার নমনীয় সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে লেনিনবাদের যুগের গণ-সংগঠন সেই শিক্ষাকে, কীভাবে গোপন ও প্রকাশ্য সংগঠনের সংমিশ্রণ ঘটাতে হয় তাও লক্ষ্যণীয়ভাবে অনুপস্থিত আছে ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে। এ কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে করা যায় না। কমিউনিষ্টদের সচেতন প্রয়াসের মাধ্যমেই এ ধরণের সংগঠন গড়ে ওঠে। রেলের সংগ্রামের ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব লক্ষ্যণীয় ভাবে অনুপস্থিত ছিলো। ফলে শ্রমিকের স্বতঃস্ফুর্তভাবে কোথাও কোথাও প্রতিরোধ সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু অবশেষে তা স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যেই শেষ হয়েছে। কমিউনিষ্টরা আগ বাড়িয়ে নেতৃত্ব না দিলে আন্দোলন তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয় স্বতঃস্ফুর্ততার কানাগলিতে তার বেদনাময় পরিসমাপ্তি ঘটে—এই লেনিনীয় শিক্ষার অভ্রান্ততা রেল-ধর্মঘটের ক্ষেত্রে আর একবার সত্য-প্রমানিত হয়েছে।

এই ধর্মঘটের বাস্তব প্রয়োজন অনুসারে সবচেয়ে নির্ধারক ভূমিকা পালন করতে পারতেন সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবে বিশ্বাসী কর্মীরা। রেল-ধর্মঘটের বাস্তব চাইছিলো আক্রমণের বর্শামুখ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের দিকে তুলে ধরা হোক—এ কাজ তারাই করতে পারতেন সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে, কারণ মতা-

দর্শগতভাবে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাদের কোনো মোহ নেই। আইনের সঙ্গে বে-আইনকে সমন্বয় করবার অপূর্ব বাস্তব অবস্থা তাদের ছিলো, কারণ এ ধরণের লড়াই চালাবার আবশ্যিক পূর্বসর্ত—অর্থাৎ মূল সংগঠনটি গোপন রাখা—তারা পালন করেছিলেন। তবুও রেল-ধর্মঘটের ক্ষেত্রে তারা যে কোনো মৌলিক ছাপ রাখতে পারেন নি, তার কারণ খুঁজতে হবে তাদের রাজনৈতিক দুর্বলতার মধ্যে।

গত কয়েক বছর ধরে সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবের রাজনীতির প্রবক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছাপ আছে চারু মজুমদারের 'বামপন্থী' লাইনের। এই লাইন কর্মীদেরকে শিখিয়েছে : ভারতের বিপ্লবের সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী হলো দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক, এবং এই অমার্কসীয় সিদ্ধান্তের ফলে ভারতের বিপ্লবে শ্রমিক-শ্রেণীর ভূমিক কে খাটো কোরে দেখবার বাস্তব অবস্থা তৈরী হয়েছে কর্মীদের ভেতরে। লেগে পড়ে থেকে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার উৎসাহ ছিলো কম, ফলে বিভিন্ন শ্রমিক-সংগঠনে এই পার্টির প্রভাব তেমনভাবে পড়ে নি। লাইনটি আরও শিখিয়েছে, শ্রমিক আন্দোলনে পার্টি-কর্মী অর্থাৎ কমিউনিষ্টদের আগ বাড়িয়ে নেতৃত্ব দেবার প্রয়োজন নেই, ফলে কর্মীরা শিখেছে স্বতঃস্ফুর্ত তার পূজা করতে। ধর্মঘট ও বিভিন্ন প্রচলিত আক্রমণের ধারা ভোঁতা হয়ে গেছে, এমন কি ট্রেড ইউনিয়ন গড়াও কমিউনিষ্টদের কাজ নয়—এমন মানসিকতা চালু হয়েছে। এ সবই হলো ভঙ্গীসর্বস্ব বামপন্থী আওয়াজ, যা কার্যতঃ গণ-আন্দোলনে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে-সংশোধনবাদীদের বিরোধিতার নাম কোরে একপেশেপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। কার্যকরী গণ-লাইনের অভাবে কর্মীরা জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। একদিকে কর্মীরা বহু ত্যাগ ও আন্তরিকতা সত্বেও লাইনের গলতিতে জনগণকে সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন, অন্যদিকে "পঁচাত্তরেই বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে" এই আশু ফললাভের চিন্তা—দুইয়ে মিলে কর্মীদের মধ্যে হতাশা এবং তার সরাসরি পরিণতিতে সন্ত্রাসবাদ কায়েম হয়েছে।

অন্যদিকে যারা চারু মজুমদারকে বিরোধিতা করেছেন, তারাও বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ গণ-সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন। একেবারে চিরাচরিত গণ-সংগঠন গড়ে তুলতে গিয়ে তারা সিপিএম এবং অন্যান্য বামপন্থীদের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছেন, সংশোধনবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতার কোনো সঠিক লাইন গড়ে তুলতে

সক্ষম হন নি। ফলে কোনো গণ-আন্দোলনেই তারা মৌলিক ছাপ রাখতে পারছেন না। রেল-ধর্মঘটও কিছু ব্যতিক্রম নয়।

তবুও ভারতের গণ-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ এদের হাতেই আছে। সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এদের গতিধারাই হলো সঠিক। আজকের ভারতের গণ-আন্দোলনকে পার্লামেন্ট দখলের সংগ্রামের সাথে যুক্ত করা যাবে না, তার নির্দিষ্ট গতিপথ কৃষক-যুদ্ধ তথা ঘাঁটি-এলাকা গড়ার সাথে যুক্ত। তারই সাথে সাথে, আজকের গণ-আন্দোলনকে যে মোকাবিলা করতে হবে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের বুলেটের—এই বাস্তবকে সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবে বিশ্বাসীরাই উপলব্ধি করেছেন। তাই রেল-শ্রমিক থেকে শুরু কোরে সকলেই বাস্তব থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজনীতিগতভাবে এদের কাছাকাছি এসে পড়বেন। এটা হলো ভারতের শ্রেণী-সংগ্রামের ঐতিহাসিক গতিধারা। রেল-ধর্মঘট আর একবার পরিষ্কারভাবে তার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করছে।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন !

● "সোভিয়েত-মার্কিণ সম্পর্ক হচ্ছে দুনিয়ার দুটি সর্ববৃহৎ শক্তির মধ্যেকার সম্পর্ক; এটা হচ্ছে দুনিয়ার রাজনীতির মূল কেন্দ্র, আন্তর্জাতিক শান্তির মূল ভিত্তি ··· দুনিয়ার এবং মানবজাতির ভাগ্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে এই দু'টি বৃহৎ শক্তির।"

—'Motive Force of U. S. Foreign Policy'

মস্কো থেকে প্রকাশিত / ১৯৬৫

● মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের পাণ্ডা আইজেনহাওয়ার একজন "ঠাণ্ডা মাথার যুক্তিপূর্ণ লোক"; কেনেডি "দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক, আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে তার অবস্থান যুক্তিসঙ্গত"···, জনসন "সতর্ক ও শান্তিপূর্ণ লোক, বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী।"

—'Motive Force of U S. Foreign Policy'

● "সোভিয়েত-মার্কিণ বন্ধুত্বই যৌথভাবে দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান করবে, দুনিয়ার ভাগ্য নির্ধারণ করবে।"

—আঁদ্রে গ্রোমিকো

সুপ্রিম সোভিয়েতে বক্তৃতা / ডিসেম্বর ১৩, ১৯৬২

সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ঃ সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি

দীপ্তি চন্দ্র

বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্যের দিক্‌নির্দেশ সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন—বিপ্লবী সাহিত্য অতি অবশ্যই সেবা করবে লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষকে। কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে গিয়ে লেনিনের এই শিক্ষার অর্থ দাঁড়ায় ঃ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সর্বহারা রাজনীতির স্বার্থে কাজ করছে কিনা—তার বিচারেই নির্ধারিত হবে সেদেশের সংস্কৃতির বিপ্লবী বা প্রতি-বিপ্লবী চরিত্র। অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী-সংগ্রামের পরি-প্রেক্ষিতে সেদেশের বিপ্লবী শিল্প সাহিত্যের মৌলিক দায়িত্বই হবে ঃ সর্বহারা একনায়কত্বকে আরো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী কোরে তুলতে সাহায্য করা, ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়াদের পুনরুভ্যুত্থানের চক্রান্তকে পর্যুদস্ত করার পক্ষে জনমত গড়ে তোলা, ব্যক্তি-স্বার্থ ভিত্তিক বুর্জোয়া ভাবধারাকে চিরতরে উপড়ে ফেলে সে জায়গায় সর্বহারা ভাবধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবিরাম লড়াই চালিয়ে যাওয়া, এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজের সাধারণ লাইনের পক্ষে কাজ কোরে যাওয়া। কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের শিল্প-সাহিত্য এই মৌলিক দায়িত্ব পালনে যদি ব্যর্থ হয়, তবে তার অধঃপতন ঘটতে পারে, শ্রেণী চরিত্রই পাল্টে যেতে পারে। এ পথে চলতে থাকলে সেই শিল্প সাহিত্য শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্র ও সর্বহারা একনায়কত্বের বিরুদ্ধে চলে যায়, সর্বহারা একনায়কত্বকে ধ্বংস কোরে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের মতাদর্শগত হাতিয়ারে পরিণত হয়, এবং শেষ পর্যন্ত তা সামগ্রিক-ভাবে প্রতিবিপ্লবী শিল্প-সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়।

উপরোক্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার আলোকে একদা-সমাজতান্ত্রিক বর্তমানে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতিকে বিচার করলে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে যে, সেদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি আজ সর্বতোভাবে প্রতিবিপ্লবী চরিত্র গ্রহণ করেছে।

কমরেড মাওসেতুং আমাদের শিখিয়েছেন, যে কোনো শ্রেণীই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার জন্য প্রথমে জনমত গড়ে তোলে, মতাদর্শগতক্ষেত্রে কাজ করে। সোভিয়েত দেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতক সোভিয়েত সংশোধনবাদী প্রতিবিপ্লবী চক্র মহান স্তালিনের মৃত্যুর বহু আগে থেকেই চালিয়ে গেছে সমাজতন্ত্রকে উৎখাত কোরে পুঁজি-বাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘৃণ্য চক্রান্ত। আর এ কাজে তাদের মতাদর্শগত হাতি-হিসেবে তারা ব্যবহার করেছে শিল্প-সাহিত্যকে। ফ্যাসিষ্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে বিশ্ব-বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের প্রথম দুর্গ সোভিয়েত দেশের জীবন-পণ লড়াইয়ের সুযোগ নিয়ে তারা ভেতর থেকে সমাজতন্ত্রকে চরম আঘাত হানার গোপন প্রস্তুতি চালিয়ে গেছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারা কখনও গোপনে কখনও বা প্রকাশ্যে তাদের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের স্বপক্ষে জনমত তৈরী করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তবুও তারা মহান নেতা স্তালিনের চোখে পুরোপুরি ধূলো দিতে পারে নি। শিল্প-সাহিত্যের প্রতিবিপ্লবী ধারার বিরুদ্ধে বারবার সোচ্চার হয়েছেন স্তালিন। শুধুমাত্র ১৯০৬ সালেই সোভিয়েত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৪ই আগষ্ট, ২৬শে আগষ্ট এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বরের তিনটি সভায় প্রতিবিপ্লবী মতাদর্শের প্রচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে : 'লেনিনগ্রাদ' নামে একটি বিষাক্ত পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ কোরে দেত্তয়া হয়েছে, গান ও নাটকের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া ভাবধারার বদলে সমাজ-তান্ত্রিক ভাবধারার প্রচারের ওপর বেশি গুরুত্ব দেবার আহ্বান ঘোষিত হয়েছে, "ঝলমলে জীবন" নামে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ফিল্মের বিরুদ্ধে তীব্র মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সমালোচনা তোলা হয়েছে। কিন্তু তবুও শেষ রক্ষা হয় নি। স্তালিনের মৃত্যুর পর শিল্প-সাহিত্যের এই প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতাই বিরাট এক বিষাক্ত মহীরুহে পরিণত হয়েছে, পুঁজিবাদ পুনঃ-প্রতিষ্ঠার প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের এক সুব্যবস্থিত হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে।

সোভিয়েত সংশোধনবাদী চক্রের পাণ্ডা ক্রুশ্চভ প্রতিক্রিয়াশীল শিল্প-সাহিত্যের এই ধারার তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে হাজির কোরেছে "সমগ্র জনগণের সংস্কৃতি" গড়ে তোলার বিষাক্ত স্লোগানটিকে। পরবর্তীকালে সোভিয়েত

সংশোধনবাদী পার্টির ২২তম কংগ্রেসে এই শ্লোগানটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যের মূল কর্মসূচী হিসেবে। এভাবে, বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্যকে যে সর্বহারা শ্রেণী চরিত্র-বিশিষ্ট হতেই হবে—এই মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী শিক্ষাকেই বরবাদ কোরে দেওয়া হয়েছে, "সমগ্র জনগণের সংস্কৃতি"-র দোহাই দিয়ে শিল্প-সাহিত্যের শ্রেণীচরিত্রের প্রশ্নটিকেই গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং এভাবে কার্যতঃ বুর্জোয়া শিল্প-সাহিত্যের সর্বাত্মক প্রাধান্য বিস্তারের পথই পুরোপুরি খুলে দেওয়া হয়েছে।

বাস্তবে এর প্রমাণ মিলতে দেরী হয় নি। অতীতে ইয়েসেনিন, স্বেতায়েভা, ম্যান্দেলস্তাম, জশচেংগো, বুনিন, পাস্তেরনাক প্রভৃতি যেসব বুর্জোয়া শিল্পী সাহিত্যিক মহান অক্টোবর বিপ্লবের বিরোধিতা কোরে প্রতি-ক্রিয়াশীল সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোর অপরাধে নিন্দিত ও আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো, স্তালিনের মৃত্যুর পর তাদেরকেই আবার সসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হোলো, তাদের বিষাক্ত রচনাগুলি নোতুন কোরে প্রকাশিত ও প্রচারিত হতে লাগলো। বোরিস পাস্তেরনাকের প্রতি-ক্রিয়াশীল উপন্যাস "ডক্টর জিভাগো" এর এক জলজ্যান্তো দৃষ্টান্ত। এই উপন্যাসে মহান অক্টোবর বিপ্লবকে বর্ণনা করা হোয়েছে "একটি ঐতি-হাসিক ভুল" হিসেবে, "একটি অভূতপূর্ব বিপর্যয়" হিসেবে। বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে এবং সমাজতন্ত্র ও সর্বহারা একনায়কত্বের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড কুৎসা ছড়ানো হোয়েছে এই উপন্যাসে এবং পাস্তেরনাকের সদ্য-প্রকাশিত "আত্মকথায়"। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও পাস্তের-নাকের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত সংস্করণে উপন্যাসটির একটি ভূমিকা যোগ কোরে তাতে পাস্তেরনাককে তুলে ধরা হোলো "একজন অবিস্মরণীয় শিল্পী", "মহান স্রষ্টা ও প্রতিভাধর" হিসেবে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে প্রতি-বিপ্লবী নাটক হিসেবে পরিত্যক্ত আন্দ্রায়েভের "আমার জীবনের দিন-গুলি" ও "বরফ-ঝড়" প্রভৃতি নাটক আবার মহাসমারোহে অভিনীত হতে লাগলো। এরকম আরেকটি বহুনিন্দিত নাটক ষ্ট্যাকেভিচের "ক্যাডেরিনা ইজমাইলোভা" শুধু যে পূর্ণ মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো, তাই নয়—একে একটি রঙিন ফিল্মে রূপান্তরিত করা হলো। মার্কিনী পত্রপত্রিকাগুলি পর্যন্ত এই ফিল্মের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো।

এখানেই শেষ নয়। লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত ইউনিয়নের

সর্বহারা একনায়কত্বের প্রতি চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করা হলো, এবং একে "দম-বন্ধ-করা ঠাণ্ডা আবহাওয়া" হিসেবে দেখিয়ে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে "বরফ গলার" ও "বসন্তের দিন" ও "মেঘমুক্ত আকাশ" বলে অভিনন্দিত করা হলো। ইলিয়া এরেণবুর্গের "বরফ গলছে", ডুদিনৎসেভের "শুধু রুটি দিয়ে নয়", আলেকজাণ্ডার সল্‌ঝেনিৎসিনের "ইভান দেনিসোভিচের জীবনে একদিন" প্রভৃতি উপন্যাস, চুখরাই'র "পরিষ্কার আকাশ" প্রভৃতি ফিল্ম, ভার্দোভ্‌স্কি, ইভতেশুংকো মেঝেলাইতিস প্রভৃতির কবিতা এর উদাহরণ। এধণের সমাজতন্ত্র-বিরোধী শিল্প-সাহিত্যের বন্যায় সোভিয়েত জনতার মনকে বিষাক্ত কোরে তোলার জঘন্য চক্রান্ত চলতে লাগলো।

আর এই পটভূমিকাতেই গজিয়ে উঠলো এক তথাকথিত 'তরুণ' সাহিত্যিকের দল। তারা নিজেদেরকে সোভিয়েত সংশোধনবাদী পার্টির "২০তম ও ২২তম কংগ্রেসের সন্তান" বলে দাবী করলো। "শিল্প-সাহিত্যের আধুনিকীকরণ"-এর অজুহাতে তারা অতীতের বিপ্লবী সাহিত্য-কর্মগুলিতে রূপায়িত বিপ্লবী নায়কদের চরিত্রকে "সেকেলে ও বস্তাপচা" বোলে চিহ্নিত কোরে দিলো। তাদের দৃষ্টিতে ম্যাক্সিম গোর্কির "মা", অস্ত্রভস্কির "ইস্পাত কী কোরে পাকাপোক্ত হয়", ফাদায়েভের "নওজোয়ান" প্রভৃতি চিরায়ত বিপ্লবী সাহিত্য-কর্মগুলিও "বস্তাপচা" বলে পরিগণিত হয়ে গেলো। তাদের বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে তারা সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সর্বহারা একনায়কত্ব এবং বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্যের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালো। 'বস্তাপচা' শিল্প-সাহিত্যে প্রতিফলিত সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার বদলে পাশ্চাত্যের নোংরা বুর্জোয়া জীবনধারাকে তারা মডেল হিসেবে সামনে তুলে ধরলো। এদেরই একজন গ্লাডিলিন তার এক উপন্যাসে তাদের মনের মতো এক 'আধুনিক' নায়ককে চিত্রিত করলো, যে নায়ক "একটা মোটরগাড়ী কিনবার জন্য টাকা উপার্জনের ফন্দি করছে, যাতে প্রতি রবিবার সে আনন্দ উপভোগ কোরে বেড়াতে পারে"। অতীতের বিপ্লবী সংগ্রামের পটভূমিকায় উজ্জ্বল রঙে রূপায়িত নায়কদের সরিয়ে দিয়ে জনগণের সামনে হাজির করা হতে লাগলো ব্যক্তিগত আনন্দ উপভোগের তাড়নায় অস্থির এই 'আধুনিক' নায়কদের। প্রতিবিপ্লবী সংশোধনবাদী চক্র কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আগে

পর্যন্ত সোভিয়েত দেশে বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্যের যে বিকাশ ঘটেছিলো, এভাবে তার সমস্ত ইতিবাচক ভূমিকাকেই নস্যাৎ কোরে প্রতিবিপ্লবী শিল্প-সাহিত্যকে দৃঢ়ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হলো। সেখানকার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস কোরে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো, সর্বহারা একনায়কত্বকে সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলে ফ্যাসিষ্ট বুর্জোয়া একনায়কত্ব কায়েম করা হলো। এবং সমাজতন্ত্র থেকে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় সোভিয়েত জনতার বিপ্লবী চেতনাকে ভোঁতা কোরে দেবার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী চেতনাকে ব্যক্তি-স্বার্থ ভিত্তিক বুর্জোয়া ভাবধারায় রূপান্তরিত করবার জন্য শিল্প-সাহিত্য তার চরম প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা পালন কোরে চললো। বর্তমান সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যের ঘোষিত কর্মসূচী "সমগ্র জনগণের সংস্কৃতিটি" কী ধরণের বস্তু, সেটা বুঝতে কারো আর বাকী থাকলো না।

সাম্প্রতিক সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যের এই প্রতিবিপ্লবী ধারার পর্যালোচনা কোরলে কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল দিক খুব সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে যাবে ঃ

(এক) **যুদ্ধের ভয়াবহতাকে বড়ো কোরে দেখিয়ে বিপ্লবী বিপ্লবী জনযুদ্ধের বিরোধিতা ঃ** যতোদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, ততোদিন যুদ্ধও থাকবে, থাকবে যুদ্ধের বীভৎসতা, নির্মমতা ও ক্ষয়-ক্ষতি। কিন্তু সেজন্য বিপ্লবী জনতা কি ঘরের কোণে প্রেয়সীর আঁচলে মুখ থেকে কাঁদতে বসবেন ? না, নিশ্চয়ই না। বরং তারা সব দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতনকে অগ্রাহ্য কোরে জীবন-পণ লড়াই চালাবেন সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য। কারণ তারা জানেন, একমাত্র বিপ্লবী যুদ্ধের মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদকে দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে উপড়ে ফেলা সম্ভব দুনিয়াকে যুদ্ধ মুক্ত করা সম্ভব। সেকারণেই বিপ্লবীরা সব সময়েই বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষে থাকেন, প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরোধিতা করেন। সে কারণেই শিল্পী-সাহিত্যিকরা প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের নির্মমতার বিরুদ্ধে বিপ্লবী মহত্বকে শতগুণ উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত করেন, যাতে বিপ্লবী জনতা বিপ্লবী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেরণা পান। কিন্তু বর্তমান সোভিয়েত শিল্প সাহিত্য যুদ্ধের শ্রেণী-চরিত্রকেই গুলিয়ে দিচ্ছে, যুদ্ধের ভয়াবহতাকে প্রাধান্য দিয়ে রূপায়িত কোরে বিপ্লবী-প্রতিবিপ্লবী-নির্বিশেষে সমস্ত যুদ্ধেরই বিরোধিতা করছে এবং এভাবে প্রকারান্তরে বিপ্লবী যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার নোংরা চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

তাই সাম্প্রতিক সোভিয়েত কবিদের চোখে বিপ্লবী-প্রতিবিপ্লবী নির্বিশেষে সমস্ত যুদ্ধই "ভ্রাতৃহত্যা" ও "ধ্বংসের সূচী।" ('মানুষ': মেঝেলাইতিস); যে কোনো যুদ্ধই "মানব সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের মুখোমুখি" ("ত্রিশ শতকের কাছে চিঠি" : রঝ্‌দেস্তভেস্তি) ; তাই তাদের আহ্বান : "তুনিয়াকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য—সব যুদ্ধই নিপাত যাক্"। ("যুদ্ধ নিপাত যাক্" : আসেয়েভ)। এ সব প্রতিবিপ্লবী কথাবার্তা শুনে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার মুক্তিযোদ্ধারা যদি স্তম্ভিত বিস্ময়ে জানতে চান : আমাদের মুক্তিযুদ্ধও কি তাহলে নিপাত যাবে? —তবে তার উত্তরেও সোভিয়েত লেখকেরা জবাব দেবেন : "আমাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু যুদ্ধ, তাই সমস্ত যুদ্ধকেই আমরা ঘৃণা করি" (আইতামভের উপন্যাস 'মায়ের ভূমি")। বিপ্লবী যুদ্ধ সম্পর্কে সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যের এই প্রচণ্ড বিদ্বেষ ও ঘৃণার মত প্রকাশ ঘটেছে ফ্যাসিষ্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে মহান স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত জনতার অতুলনীয় বিপ্লবী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত সাম্প্রতিক বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস ও ফিল্মে। লক্ষ লক্ষ বিপ্লবীর রক্ত ও জীবনের বিনিময়ে এই যুদ্ধে মহান সোভিয়েত জনতা রক্ষা কোরেছিলেন তাদের সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমিকে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন তুনিয়ার সমস্ত মেহনতী জনতার মুক্তি যুদ্ধে। অথচ প্রতিবিপ্লবী সোভিয়েত শিল্পী-সাহিত্যিকদের চোখে এই মহান যুদ্ধই চিত্রিত হয়েছে একটি ভয়াবহ ও বীভৎস যুদ্ধ হিসেবে সোভিয়েত জনতার ব্যক্তিগত তুঃখ কষ্টের উৎস হিসেবে। সে কারণেই প্রতিক্রিয়াশীল সোভিয়েত সাহিত্যিকদের প্রধান মাতব্বর শলোকভের "একটি মানুষের ভাগ্য" গল্পের নায়কের কাছে এই মহান যুদ্ধের বিজয় গৌরবের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়ে যায় তার আত্মীয়-পরিজন হারাবার ব্যক্তিগত শোক, সে ভাবতে বসে : "এই যুদ্ধে জয়লাভ কোরে আমরা কী লাভ হলো?" ঠিক এই একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়ে বাকলানভের "১৪ই জুলাই, ১৯৪১" এবং বগোমলোভের "জোসিয়া" উপন্যাসে, চুখরাইয়ের "এক যোদ্ধার গান" এবং কাটাজোলোভের "বকগুলো উড়ছে" প্রভৃতি ফিল্মে। এই সমস্ত উপন্যাসে ও ফিল্মে এই মহান যুদ্ধের তুঃখ-কষ্ট ও বীভৎসতার বর্ণনার প্রাধান্য, নায়ক-নায়িকাদের ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির জন্য সোচ্চার শোকগাথা—অথচ এই মহান যুদ্ধের বিজয়গৌরবের সামান্য অনুভূতিও সেখানে অনুপস্থিত। রঝ্‌দেস্তভেনস্তি স্পষ্টতঃই প্রশ্ন তোলে : "যারা মারা গেছে, কী আসে যায়

তাদের এই বিজয়গৌরবে?" ("শোকগাথা")।

বিপ্লবী যুদ্ধের বিরোধিতা করতে করতে এই প্রতিক্রিয়াশীলরা এতোদূর নীচে নেমে গেছে যে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব-জনতার মুক্তিযুদ্ধের ঝটিকা-কেন্দ্র ভিয়েতনামে তাদের চোখে পড়ে শুধু "যন্ত্রণা ও আর্তনাদ", "জনতার অপরিসীম বিপর্যয় ও দুঃখ-কষ্ট" ('তাস': মে ৪, ১৯৬৬)—ভিয়েতনামী জনতার যুদ্ধের বিপ্লবী ভূমিকাই তাদের কাছে গৌণ হয়ে পড়ে। একথা সবারই জানা যে, ভিয়েতনামেই মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে বড়ো আঘাত পেয়েছে। কিন্তু যখন দেখা যায়, সোভিয়েত পত্রিকা 'ইজভেস্তিয়া'ও মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের মতো ভিয়েতনামের যুদ্ধকে "সাম্প্রতিক তুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি" হিসেবে বর্ণনা করছে (এপ্রিল ৭, ১৯৬৬), তখন এই বিপ্লবী যুদ্ধের প্রতি তাদের গভীর বিদ্বেষ আর গোপন থাকে না। অথচ এই বাস্তব সত্যটাকেই তারা চেপে যেতে চায় যে, কোনো বিপ্লবী যুদ্ধে কিছু সংখ্যক লোকের জীবনদান একটি জাতি, একটি দেশ, এবং সমগ্র মানব-সমাজের মুক্তির দিনকেই ত্বরান্বিত করে। সেজন্যই, যারা যুদ্ধের শ্রেণী-চরিত্র বিচার না কোরে বিপ্লবী-প্রতিবিপ্লবী-নির্বিশেষে সমস্ত যুদ্ধের বীভৎসতাকে বড়ো কোরে দেখায় এবং সমস্ত যুদ্ধেরই বিরোধিতা করে, তাদের লেনিন বলেছিলেন "নিতান্তই মূর্খ, বা কোলচকের মতো শয়তান" (রুশ বিপ্লবের সময়ে কোলচক ছিলো একজন প্রতিবিপ্লবী সেনাধ্যক্ষ)। আজকের তুনিয়ায় ভিয়েতনাম-কাম্বোদিয়া-লাওস-মালয়েশিয়া-থাইল্যাণ্ড-আঙ্গোলা-মোজাম্বিক-গিনি-প্যালেস্টাইন প্রভৃতি বিপ্লবী জনযুদ্ধের আগুনে বিশ্ব-সাম্রাজ্য-বাদের ভিৎটাই যখন কেঁপে কেঁপে উঠছে, তখন সোভিয়েত প্রতিক্রিয়াশীল চক্র কর্তৃক সমস্ত যুদ্ধের বিরোধিতার নাম কোরে কার্যতঃ বিপ্লবী যুদ্ধের আগুন-কেও নিভিয়ে দেবার এই চক্রান্ত একথাই প্রমাণ কোরে দিচ্ছে যে, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের মতো সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদও বিপ্লবী যুদ্ধের আগুনকে ভয় পায়। বিপ্লবী যুদ্ধের প্রতি তাদের এই ঘৃণা ও বিদ্বেষ তাদের অন্তঃসার-পর্যন্ত-পচে-ওঠা প্রতিবিপ্লবী চরিত্রকেই আরো সুস্পষ্ট কোরে তুলেছে।

(দুই) **কোনোরকমে জীবনরক্ষার ও আত্ম-সমর্পণবাদের দর্শনের ফেরিওয়ালা:** তুনিয়ার বুক থেকে শোষণের রাজত্বকে চিরতরে উপড়ে ফেলতে হোলে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর জনতাকে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে

পড়তে হবে মুক্তির লড়াইয়ে, সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম কোরে প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্টে সহ্য কোরে প্রাণভয় তুচ্ছ কোরে চালিয়ে যেতে হবে জীবনপণ লড়াই। তাই বিপ্লবী সাহিত্যের দায়িত্ব, মৃত্যুকেও জয় করছেন যে সব বিপ্লবীরা, তাদের চরিত্রকে ভিত্তি কোরে উজ্জ্বল সব শিল্প-সাহিত্য তৈরী করা, জনতার সামনে তাদেরকে মডেল হিসেবে তুলে ধরা। এই বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করেছে বলেই ভিয়েতনামের বীর যোদ্ধা নগুয়েন ভ্যান ত্রয়ের জীবনালেখ্য "সে যেমন কোরে বেঁচেছিলো", চীনের নির্ভীক কমিউনিষ্ট বীর লি য়ু-হো'র নাট্য-রূপায়ণ "লাল লণ্ঠন", ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মহান যুদ্ধে সোভিয়েতের কয়েক শত বিপ্লবী তরুণদের মৃত্যুঞ্জয়ী-কাহিনী "নওজোয়ান" "জয়া শুরার কাহিনী" প্রভৃতি প্রেরণাসঞ্চারকারী বিপ্লবী সাহিত্য-কর্ম দুনিয়ার দেশে দেশে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু বর্তমান সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্য শিক্ষা দিচ্ছেঃ যেমন কোরে হোক, জীবন বাঁচানোটাই হোচ্ছে মূল কথা, আর সেজন্য দরকার হোলে শত্রুর পদলেহন করতেও আপত্তি করা উচিত নয়—কেননা "তোমার মুণ্ডুটাই যদি উড়ে যায়, তবে তোমার বিজয়-গৌরবে লাভটা কি ?" (ক্রুশ্চভ)! আত্ম-সমর্পণবাদের এই জীবন-দর্শন প্রচার করতে গিয়ে প্রতি-ক্রিয়াশীল সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্য আজ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মহান যুদ্ধের বীর যোদ্ধাদের চরিত্রকে পর্যন্ত বিকৃত কোরে উপস্থাপিত করছে. তাদেরকে কাপুরুষ ও আদর্শভ্রষ্ট হিসেবে চিত্রিত করছে।

তাই "তারা মাতৃভূমির জন্য লড়েছিলো" উপন্যাসে শলোকভের প্রিয় 'বীর' নায়ক জার্মান আক্রমণের সম্ভাবনা দেখে প্রতিরোধের কথা ভুলে গিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শুরু করে, "ঈশ্বর! আমাকে বাঁচাও!" সিমোনোভের "জীবিত ও মৃত" উপন্যাসের নায়ক লালফৌজের রাজনৈতিক শিক্ষক সিন্‌স্‌ৎসভ যখনই সুযোগ পায়, তখনই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরে গিয়ে "পরম স্নিগ্ধ শান্তি"-র আবহাওয়ায় মন ভরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ফ্যাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ লড়াইয়ের বদলে আত্মরক্ষাটাই তার কাছে প্রধান হয়ে পড়ে। শলোকভের পূর্বে উল্লেখিত "একটি মানুষের ভাগ্য" গল্পের নায়ক সোকোলভ যুদ্ধক্ষেত্রে একা পড়ে গিয়ে ভীত হয়ে পড়ে এবং স্বেচ্ছায় জার্মানদের হাতে ধরা দেয়। ফ্যাসিষ্টদের নির্দেশে নিজের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে সে জার্মান সৈন্যদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে, নিজের সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। বাইকভের "ফাঁদ"

উপন্যাসেও সোভিয়েত লালফৌজের যোদ্ধারা কাপুরুষ, মৃত্যুভয়ে ভীত! অথচ এই সব চরিত্রকে আজ সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যে 'মডেল' হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। রঝ্‌দেস্তভিন্‌স্কির পূর্বে উল্লেখিত কবিতা "শোকগাথা" আরো খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন তোলে: "কী লাভ এই বিজয়গৌরবে/মৃতদের ?/ অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে/নিজেই মরলো যারা/কী লাভ তাদের এই বিজয়-গৌরবে ?"

বিপ্লবী বীরদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি সোভিয়েত শিল্পী-সাহিত্যিকদের ঘৃণ্য প্রতি-বিপ্লবী চরিত্রকে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট কোরে দিচ্ছে। যে লক্ষ লক্ষ বীর যোদ্ধা সোভিয়েত মাতৃভুমি ও বিশ্ব-বিপ্লবের স্বার্থে প্রাণ দিয়েছেন, নগুয়েন ভ্যান ত্রয়ের মতো যে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধারা আজ এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে জনতার মুক্তির স্বার্থে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো এগিয়ে আসছেন, বিপ্লবের স্বার্থে হাসিমুখে প্রাণ দিচ্ছেন, তাদের সবার কাছে সোভিয়েত প্রতিক্রিয়াশীলদের একটিই বক্তব্য: কী লাভ এভাবে প্রাণ দিয়ে—নিজের জীবনটাই যদি গেলো, তবে অন্যের মুক্তি এলে তোমার কী লাভ ? সোভিয়েত তথা দুনিয়ার বিপ্লবী জনতার জীবন মরণ লড়াইয়ের প্রতি এর চেয়ে বেশি বিশ্বাসঘাতকতা, এর চেয়ে বেশি ঘৃণ্য আচরণ আর কী হতে পারে ?

(তিন) **শ্রেণী-বৈষম্য গুলিয়ে দিয়ে "শ্রেণী-নির্বিশেষ মানবতা-বাদের" প্রচার:** শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শ্রেণী-নির্বিশেষ কোনো বিমূর্ত মানব-প্রকৃতি থাকতে পারেনা। প্রত্যেক মানব-প্রকৃতিরই রয়েছে শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য—শ্রেণীর উর্ধে কোনো মানব-প্রকৃতির অস্তিত্ব সম্ভব নয়, সম্ভব হতে পারেনা। সেজন্য বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিকরা মানবপ্রকৃতিকে রূপায়িত করেন সর্বহারা শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে—এর ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয় সমস্ত মানবপ্রকৃতির প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল সত্বা। তাই বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্যের দায়িত্ব একদিকে প্রগতিশীল মানবপ্রকৃতির জয়গান করা ও তার মহত্বকে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করা, এবং অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল মানবচরিত্রের নোংরা স্বরূপকে উদঘাটিত করা ও তার বিরুদ্ধে জনতার ঘৃণার সঞ্চার করা। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল সোভিয়েত শিল্পী-সাহিত্যিকদের চোখে, শোষক ও শোষিত—উভয় শ্রেণীরই আছে মানব-চরিত্র, উভয়েরই আছে মহত্ব ও সদ্‌গুণ—এদের মধ্যে নাকি ব্যবধান রচনা

করা উচিত নয়—বরং শ্রেণী-নির্বিশেষে মানবচরিত্রের মহত্বকেই রূপায়িত করা উচিত, এদের সর্বাত্মক ও সুসম বিকাশের ওপর জোর দেওয়া উচিত। তাই কুটিলিনের "লিপিয়াগি" উপন্যাসে গরীব কৃষকদের হত্যাকারী ঘৃণ্য প্রতিবিপ্লবী জোতদার মাৎভেই'র চরিত্রের 'মহত্ব' বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে যায়, রাতারাতি তার 'হৃদয়-পরিবর্তন ঘটে, সে হয়ে ওঠে 'সদয়' ও 'মহান'। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী ও অন্যান্য শোষকশ্রেণীর চরিত্রের 'মহত্বের' কথা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়, তারা নিজেরাই তাদের শোষণের ও নির্যাতনের খড়্গটা ফেলে দিয়ে শোষিতদের প্রতি প্রেমে গদগদ হোয়ে উঠবে, অতএব তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী জনতার মুক্তিযুদ্ধেরও আর কোনো প্রয়োজন নেই! তাই শলোকভের "ধীরে বহে ডন" উপন্যাসে লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত প্রতিবিপ্লবী সেনাধ্যক্ষ গ্রিগরির চরিত্র আগাগোড়া মহান, সৎ, সাহসিকতাপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল —লালফৌজের যোদ্ধাদের ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার পর গভীর সমবেদনায় তার মন কেঁদে ওঠে, তার চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবীর মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই, তারা সবাই মহান হতে পারে, তাদের 'চরিত্রের মহত্বটাই' হবে তাদের বিচারের মাপকাঠি—তাদের শ্রেণী-চরিত্রের বিচার সেখানে 'গোঁড়ামি' ও 'মতান্ধতা-র' পরিচায়ক। তাই বাইকভের "তৃতীয় স্ফুলিঙ্গ" উপন্যাসের নায়ক লালফৌজের যোদ্ধা লজনিয়াক যুদ্ধে মৃত ফ্যাসিষ্ট জার্মান সৈন্যের পকেটে একটি হাসি-মুখ মেয়ের ছবি দেখে ভাবতে বসে—জার্মান সৈন্যদেরও মা-বোন ও প্রেয়সীরা আছে, তাদের হৃদয়েও ভালোবাসা আছে! ফ্যাসিষ্ট জার্মানদের সংগে সে হৃদয়ের একাত্মতা অনুভব করে। দুনিয়ার জনগণের শত্রু ফ্যাসিষ্টদের প্রতি এই সমবেদনা, এই দার্শনিক একাত্মতা বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবীদের মধ্যে সমস্ত ভেদাভেদ ধুয়ে মুছে সাফ কোরে দেয়।

তাই, চুখরাইয়ের "৪১তম" ফিল্মের নায়িকা লালফৌজের গেরিলা যোদ্ধা মারিউৎকা ৪০ জন প্রতিবিপ্লবী সৈন্যকে ঘায়েল করার পর ৪১তম সৈন্যটির ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং সেই প্রতিবিপ্লবী সৈন্যটিকে বন্দী কোরে তার প্রেমে পড়ে যায়, জনমানবহীন এক দ্বীপে সেই প্রতিবিপ্লবী শ্রেণী-শত্রুর সাথে লালফৌজের নায়িকা এক 'গভীর প্রেমের নীড়' গড়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত সেই সৈন্যটি যখন পালাবার চেষ্টা করে, তখন মারিউৎকা তাকে গুলি করে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে আকুল কান্নায় লুটিয়ে পড়ে। এ ছবিতে ব্যক্তিগত প্রেম

শ্রেণী-সংগ্রামের ঊর্ধে স্থাপিত হয়েছে, শ্রেণী-নির্বিশেষ মানবতাবাদী দৃষ্টিতে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে সব ব্যবধান দূর হয়ে গেছে। আর শ্রেণী-বৈষম্যই যদি না থাকে, তবে তো বিপ্লবী লড়াইয়ের আর কোনো দরকারই থাকে না—শান্তিপূর্ণ পথেই তো সব শোষণের অবসান হয়ে যায়!

কিন্তু কে কবে একথা শুনেছে যে, শোষকরা শোষিতদের প্রতি সমবেদনা ও আত্মার আত্মীয়তা অনুভব করে? কিন্তু সোভিয়েত প্রতিক্রিয়াশীলেরা দুনিয়ার জনতাকে এটাই বিশ্বাস করাতে চায়—যাতে শোষণের বিরুদ্ধে তাদের জীবন-পণ লড়াই চালাবার অদম্য বিপ্লবী চেতনা ভোঁতা কোরে দেওয়া যায়, জনতার মুক্তির দিনকে বিলম্বিত করা যায়। প্রতিবিপ্লবের স্বার্থে সোভিয়েত শিল্পী-সাহিত্যিকদের এই নোংরা ভূমিকাই নগ্নভাবে উদ্-ঘাটিত হয়ে পড়ে, যখন ইলিয়া এরেণবুর্গ তার "মানুষেরা, জীবন ও বছরগুলি" গ্রন্থে নির্লজ্জের মতো ঘোষণা করে—মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ এখন আর আগের মতো কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিণদের ওপর অত্যাচার চালায় না; যখন ইভতে-শুংকো প্রস্তাব করে—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ঘৃণাসূচক 'ইয়াংকি' শব্দটিকে নিষিদ্ধ করা হোক। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মতো সোভিয়েত সামাজিক- সাম্রাজ্যবাদও আজ দুনিয়ার দেশে দেশে দেশে বিপ্লবী জনযুদ্ধের টুঁটি চেপে হত্যা করতে চাইছে—আর তাদের এই ঘৃণ্য চক্রান্তের মতাদর্শ-গত হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে বর্তমান সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্য।

(চার) **সাম্রাজ্যবাদী অবক্ষয়ী সাহিত্য ও শিল্পের ব্যাপক প্রসার:**

আজকের দিনে দুনিয়ার জনগণের প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদ। শোষণের রাজত্বকে টিকিয়ে রাখার আকাংখায় সাম্রাজ্যবাদ তার মতাদর্শগত হাতিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শিল্প-সাহিত্যকে কাজে লাগায়: অবক্ষয়ী শিল্প-সাহিত্যের নোংরা আফিং খাইয়ে বিপ্লবী জনতাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়, মুক্তির লড়াইয়ের পথ থেকে তাদের বিচ্যুত করতে চায়। আর এর বিরুদ্ধেই তীব্র লড়াই চালায় বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্য। এ জন্য প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের নোংরা স্বরূপটা জনগণের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব এসে পড়ে বিপ্লবী সংস্কৃতির ওপর, প্রতিক্রিয়াশীল শিল্প-সাহিত্যের ধ্বংসের ওপর তাকে গড়ে তুলতে হয় জনতার বিপ্লবী লড়াইয়ে প্রেরণাসঞ্চারকারী বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্য। কিন্তু বর্তমান সোভিয়েত শিল্প সাহিত্য অবক্ষয়ী নোংরা সাম্রাজ্য-বাদী শিল্প-সাহিত্যের বিরোধিতা তো করছেই না, উপরন্তু সেই সাম্রাজ্যবাদী

শিল্প-সাহিত্যেরই প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠছে, সেই নোংরা সংস্কৃতির পথই অনুসরণ করছে।

তাই সোভিয়েত পত্রিকা 'লিটারারি গেজেট' মার্কিনী বিটনিক সাহিত্যের অন্যতম প্রধান পাণ্ডা স্যালিঙ্গারের অবক্ষয়ী নাটককে প্রশংসা কোরে আখ্যা দিচ্ছে "সত্যনিষ্ঠ ও বাস্তবসম্মত", "প্রকৃতই মহান শিল্পগুণ সম্পন্ন" (সংখ্যা ১১, ১০৬০)। "২০তম ও ২২তম কংগ্রেসের সন্তান" আধুনিক সোভিয়েত সাহিত্যিকরা এ ধরণের শিল্প-সাহিত্যকেই তাদের মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদেরই মুখপাত্র আক্সিওনোভ তার "তারার টিকিট" উপন্যাসে চারজন রুশ যুবক-যুবতীর গল্প ফেঁদে বসেছে যারা ঠিক মার্কিনী বিটনিকদের কায়দায় স্কুল-কলেজ-ঘর-বাড়ী ছেড়ে গ্রামে-গ্রামান্তরে ফুর্তি লুটে বেড়ায়। আর সোভিয়েত সাহিত্য-সমালোচকরা একে স্যালিংগারের রুশ সংস্করণ আখ্যা দিয়ে নির্লজ্জের মতো অজস্র প্রশংসা করছে। তাই বুর্জোয়া জীবন-দর্শনের নগ্ন প্রকাশ "করাতের দুই দিক" "বাস্পষ্টপ" প্রভৃতি নোংরা মার্কিনী নাটক এখন সোভিয়েত দেশে বিপুল উদ্দীপনায় অভিনীত হোচ্ছে। মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক গল্প-উপন্যাস-নাটক ও পত্র-পত্রিকার বন্যায় সোভিয়েত আজ এমনই প্লাবিত যে, সোভিয়েত পত্রিকা 'লিটারারি গেজেট' পত্রিকা পর্যন্ত স্বীকার করেছে— "আমাদের আমদানি-করা বইয়ের বাজারে মার্কিনী বইয়ের বিক্রিই সবচেয়ে বেশি।" সোভিয়েত দেশের নোতুন বুর্জোয়াদের জীবনধারার ছবি "এক বছরের ন'টি দিন" ফিল্ম দেখে তাই মার্কিনী সাপ্তাহিক 'টাইম' হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠে—"রুশদের জীবনধারা ঠিক আমাদের মতো।" সোভিয়েত হিপ্পি-সংস্কৃতির মাস্তানদের নিয়ে তোলা সোভিয়েত ফিল্ম "মস্কোর পথে পথে আমি ঘুরি" দেখে সেদেশের সমালোচকরা একে "মার্কিণী ধরণের" "ঘনিষ্ঠ, শিল্পগুণসম্পন্ন ও আনন্দমুখর" ছবি বলে অভিনন্দন জানায়।

পাশ্চাত্যে প্রতিক্রিয়াশীল ফিল্ম কোম্পানিগুলির কাছে সোভিয়েত দেশ এখন খুবই লোভনীয় বাজার। "এটা একটা পাগল, পাগল দুনিয়া" নামে একটা নোংরা মার্কিণী ফিল্মের প্রদর্শনী-সত্ব সোভিয়েত সরকার কিনেছে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে। 'সোভিয়েত ফিল্ম' পত্রিকার দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সোভিয়েত দেশে এখন প্রতি বছর তিনশোরও বেশি বুর্জোয়া ফিল্ম দেখানো হয়। 'জনপ্রিয়তা'র বিচারে সোভিয়েত দেশে এখন সোফিয়া

লরেন, জিনা লোলোব্রিজিডা ও রাজ কাপুরের স্থান সবার ওপরে। হলিউডের ওয়ার্নার ব্রাদার্স প্রভৃতির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে খুন-জখম-বাউণ্ডুলেপনা-আর যৌন আবেদনসম্পন্ন ফিল্ম্ তোলার ব্যাপারে সোভিয়েত সরকার এখন বিশেষ উৎসাহী। এরকম একটা ফিল্মের নাম "প্রেমের একশো অধ্যায়"। শুধু সাহিত্য বা ফিল্মই নয়, সংস্কৃতির সমস্ত ক্ষেত্রেই এখন সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারার একচেটিয়া প্রাধান্য। 'লেনিনিষ্ট ব্যানার' পত্রিকার স্বীকৃতি অনুযায়ী, সোভিয়েত শিল্প-সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে এখন "ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।" রক-এন্-রোল, টুইষ্ট ও জাজ নৃত্যের বন্যায় সোভিয়েত যুব-সম্প্রদায় মাতাল হয়ে উঠেছে। "আমি হল্লাবাজ, আর সেজন্য আমি গর্বিত"—জনৈক যুবক 'কমজোমলস্কায়া' পত্রিকায় স্পষ্টভাবে ঘোষণা কোরে দিচ্ছে। পাশ্চাত্য কায়দায় নাইটক্লাব চলছে, ব্যাঙের ছাতার মতো নিত্যনোতুন নাইটক্লাব গজিয়ে উঠছে। মস্কোর ফিফ্‌থ্ অ্যাভিনিউয়ের "নিজেই-নিজের-রেকর্ড-করার" ষ্টুড়িওতে ফ্যাসিষ্ট চিন্তাধারাসম্পন্ন যুবক-যুবতীদের আচার-আচরণকে মস্কোর পত্রিকা-গুলিই "চীৎকার, হল্লা আর হিষ্টেরিয়ার প্রকাশ" বলে বর্ণনা করছে। 'ফ্যাশন প্যারেড' তো খোলাখুলিভাবেই সরকারী স্বীকৃতি পাচ্ছে—সোভিয়েতের 'বিপ্লবী' নেতৃবৃন্দ তাতে আনন্দে যোগ দিচ্ছে। কীভাবে সাজগোজ কোরে পুরুষদের 'মুগ্ধ' করা যায়, সে সম্পর্কে 'নাতাশা' 'মস্কো নিউজ' পত্রিকায় মহিলাদের অবাধ জ্ঞান বিতরণ কোরে চলছে। মস্কোর বলশয় থিয়েটার 'সংস্কৃতি বিনিময়' করার জন্য আমেরিকায় গিয়ে 'নগ্ন হবার' অনুষ্ঠানেও সানন্দে যোগ দিচ্ছে। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় বা ফিল্মে নগ্ন বা অর্ধ-নগ্ন মেয়েদের ছবি এখন বিশেষ 'মর্যাদা বাড়াচ্ছে। লটারির টিকিট, জুয়ো খেলা, কুকুর আর ঘোড়ার রেসখেলা নিয়ে জুয়োবাজী প্রভৃতি বিশেষ 'জনপ্রিয়তা' পেয়েছে। মদ আর 'মেয়েমানুষ' যে এখন সেদেশের যে কোনো শহরে যথেচ্ছ পাওয়া যায়, এ অভিজ্ঞতা প্রত্যেক বিদেশী ভ্রমণকারী অর্জন কোরে আসছে। কমজোমলের পঞ্চদশ অধিবেশনে প্রথম সম্পাদক পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে, "বিভিন্ন রচনা, নাটক ও ফিল্মের মূল বিষয় এখন ভদ্‌কা, রুবল, যৌন উন্মাদ যুবক-যুবতী প্রভৃতি"। "সোভিয়েত তাতার" পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছেঃ "আপনার প্রেয়সীকে যদি খুশি করতে চান, তবে আমাদের অলংকারের দোকানে আসুন।" এবং

এভাবে বর্তমান সোভিয়েত সংস্কৃতির প্রতিটি প্রাঙ্গণেই এখন সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির ধারা মদমত্ত হস্তীর মতো রাজত্ব কোরে চলেছে।

কিন্তু এতে অবাক হবার কিছুই নেই। দশ হাজার বছরের শ্রেণী বিভক্ত সমাজের ইতিহাস তো এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, কোনো দেশের প্রধান সাংস্কৃতিক ধারা সেদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং শাসকশ্রেণীর রাজনীতিরই প্রতিফলন এবং স্বার্থবাহী। আজ যখন দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রকে উৎখাত কোরে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, সর্বহারা একনায়কত্বকে ধ্বংস কোরে বুর্জোয়া একনায়কত্ব দৃঢ় ভিত্তি গেড়ে বসেছে, এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত দেশ সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত দেশে রূপান্তরিত হয়েছে—যখন মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের মতো সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী শাসকচক্রও দুনিয়ার দেশে দেশে জনগণ, বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য চক্রান্ত এঁটে চলেছে—তখন সোভিয়েত সংস্কৃতিতেও যে তারই প্রতিফলন পড়বেই, সোভিয়েত সংস্কৃতিও যে প্রতিবিপ্লবী স্বার্থকে সিদ্ধ কোরে চলবেই—এটাই স্বাভাবিক. এটাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা। সোভিয়েত দেশের বর্তমান সংস্কৃতির অন্তঃসার-পর্যন্ত-পচে-ওঠা প্রতিবিপ্লবী চরিত্র সেই শিক্ষাকেই পুনঃপ্রমাণিত কোরছে॥ *

---

* এই প্রবন্ধটি এপ্রিল' ১৯৭২ সংখ্যা 'অনীক'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধেরই ঈষৎ পরিবর্তিত পুনঃপ্রকাশ।

ক্রুশ্চভের ভুয়া সাম্যবাদ
এবং
দুনিয়ার কাছে তার ঐতিহাসিক শিক্ষা

'পিপলস্ ডেইলি' ও 'রেড ফ্ল্যাগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ

(জুলাই ১৪, ১৯৬৪)

সামাজিক-সাম্রাজবাদ-বিরোধী সংখ্যা ॥ জুলাই : ১৯৭৪

● বিশেষ ক্রোড়পত্র ●

● মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও আধুনিক সংশোধনবাদের মধ্যেকার মতাদর্শগত 'বিরাট বিতর্ক' চলাকালীন সংশোধনবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক প্রেরিত ৩০শে মার্চ, ১৯৬৩-র খোলা চিঠির জবাবে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ১৬ই জুন, ১৯৬৩-র চিঠির ব্যাখ্যামূলক যে নয়টি সম্পাদকীয় নিবন্ধ চীনের 'রেড ফ্ল্যাগ' ও 'পিপলস্ ডেইলি'র সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো, বর্তমান প্রবন্ধটি ('ক্রুশ্চভের ভুয়া সাম্যবাদ এবং দুনিয়ার কাছে তার ঐতিহাসিক শিক্ষা') হচ্ছে তার নবম ও শেষ প্রবন্ধ। পিকিং-এর ফরেন ল্যাংগুয়েজেস প্রেস কর্তৃক ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত 'The Polemic on the General Line of the International Communist Movement' গ্রন্থ থেকে এই প্রবন্ধের সম্পূর্ণ অনুবাদ আমরা প্রকাশ করছি।

এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব এখানেই যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সর্বহারা একনায়কত্বের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি এই প্রবন্ধে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বহারা একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি আধুনিক সংশোধনবাদীদের দ্বারা বুর্জোয়া একনায়কত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিস্তৃত তাত্ত্বিক ও বাস্তব বিশ্লেষণ তুলে ধরেছে। সে সময়েই সে দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো, যার পরিণতিতে আজ সেদেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন রূপান্তরিত হয়েছে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নে—সেই প্রক্রিয়া বুঝতে হলে এই প্রবন্ধটি একান্তই অপরিহার্য।

এ প্রসঙ্গে পাঠকদের আমরা গত ১৯৭০ সালের ১লা এপ্রিল মহান লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির "লেনিনবাদ, না সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ? শীর্ষক তাত্ত্বিক প্রবন্ধটিও পড়তে অনুরোধ করছি। ●

সর্বহারা বিপ্লব ও সর্বহারা একনায়কত্বের তত্ত্বগুলি হচ্ছে মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের অপরিহার্য অংশ। বিপ্লবের পক্ষ অবলম্বন করা হবে, না বিরোধিতা করা হবে, সর্বহারা একনায়কত্বের পক্ষে থাকা হবে না বিরোধিতা করা হবে—এই প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র কোরেই সর্বদা সংগ্রাম চলেছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও রংবেরঙের সংশোধনবাদের মধ্যে, এবং এখনও চলছে দুনিয়ার মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদীদের ও ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের মধ্যে।

সিপিএসইউ'র (সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি) ২২তম কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র তাদের সংশোধনবাদকে একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থায় পরিণত করেছে। শুধু তাদের 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান', 'শান্তিপূর্ণ প্রতি-যোগিতা' ও 'শান্তিপূর্ণ উত্তরণের প্রতিবিপ্লবী তত্ত্বগুলিকে সমন্বিত কোরেই নয়, উপরন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বহারা একনায়কত্বের আর দরকার নেই—এই ঘোষণা কোরে এবং 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র' ও 'সমগ্র জনগণের পার্টি'-র আজগুবি তত্ত্বগুলি হাজির কোরে।

সিপিএসইউ'র ২২তম কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র কর্তৃক উপস্থা-পিত কর্মসূচীটি হচ্ছে ভূয়া সাম্যবাদের কর্মসূচী, সর্বহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে এবং সর্বহারা একনায়কত্ব ও সর্বহারা পার্টির অবসান ঘটাবার এক সংশোধনবাদী কর্মসূচী।

ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র'-এর ছদ্মবেশে সর্বহারা এক-নায়ত্বের অবসান ঘটিয়েছে, 'সমগ্র জনগণের পার্টির ছদ্মবেশে সিপিএসইউ'র সর্বহারা চরিত্র পাল্টে দিয়েছে, এবং 'সর্বাত্মক সাম্যবাদী গঠনকাজ'-এর ছদ্মবেশে পথ প্রশস্ত করেছে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার।

সিপিসি'র (চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি) কেন্দ্রীয় কমিটি আন্তর্জাতিক কমিউ-নিষ্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইন সংক্রান্ত তাদের ১৪ই জুন, ১৯৬৩-র চিঠিতে দেখিয়েছে যে, সর্বহারা একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রের বদলে 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র'-এর প্রতিষ্ঠা এবং সর্বহারাশ্রেণীর অগ্রবাহিনী পার্টির বদলে 'সমগ্র জনগণের পার্টি'-র প্রতিষ্ঠা তত্ত্বগতভাবে আজগুবি এবং বাস্তবে প্রচণ্ড ক্ষতিকর। এই পরিবর্তন হচ্ছে এক ঐতিহাসিক পশ্চাৎগতি, যা সাম্যবাদে উত্তরণকে একেবারেই অসম্ভব কোরে তোলে এবং শুধুমাত্র পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠারই সহায়ক হয়ে ওঠে।

সিপিএসইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি এবং সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা নিজেদের সমর্থনে কুযুক্তির আশ্রয় নিয়ে এই অভিযোগ তুলেছে যে, 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র' ও 'সমগ্র জনগণের পার্টি' সম্পর্কে আমাদের সমালোচনা নাকি 'মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি', 'সোভিয়েত জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক' এবং আমরা নাকি তাদেরকে 'পিছনে হটে আসার' দাবী জানাচ্ছি।

বেশ, তাহলে দেখা যাক, কে আসলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত, সোভিয়েত জীবন আসলে কীরকম, এবং কে আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পিছু হটে আসাটা কামনা করছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও সর্বহারা একনায়কত্ব

সমাজতান্ত্রিক সমাজের সঠিক ধারণাটি কীরকম? শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণী-সংগ্রাম কি সমাজতন্ত্রের সমগ্র পর্যায় জুড়ে বিরাজ করে? সর্বহারা একনায়কত্বকে কি শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে হবে? সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে কি শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে—না, পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করবার জন্য সর্বহারা একনায়কত্বের অবসান ঘটাতে হবে? মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক তত্ত্ব এবং সর্বহারা একনায়কত্বের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর খুঁজে বের করতেই হবে।

পুঁজিবাদী সমাজের বদলে সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা মানবসমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় একটি বিরাট লাফ। শ্রেণীসমাজ থেকে শ্রেণীহীন সমাজে উত্তরণের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে বিরাজ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ। মানুষ সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছোবে এই সমাজতান্ত্রিক সমাজেরই মধ্য দিয়ে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চেয়ে অবশ্যই ভালো, এদের মধ্যে কোনো তুলনাই চলতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া একনায়ত্বের স্থান দখল করে সর্বহারা একনায়কত্ব এবং উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার স্থান দখল করে সামাজিক মালিকানা। সর্বহারাশ্রেণী নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণী থেকে পরিবর্তিত হয় শাসকশ্রেণীতে এবং মেহনতী জনতার সামাজিক অবস্থানে আনে এক মৌলিক পরিবর্তন। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় শোষকদের ওপর একনায়কত্ব প্রয়োগ কোরে

সর্বহারা একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্র মেহনতী জনতার মধ্যে ব্যাপকতম গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে—যে গণতন্ত্র পুঁজিবাদী সমাজে একেবারেই অসম্ভব। শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং কৃষির যৌথকরণ সামাজিক উৎপাদিকা শক্তিসমূহের প্রাণবন্ত বিকাশের পথ খুলে দেয়, এবং যে কোনো পুরোনো সমাজের চেয়ে অতুলনীয় অগ্রগতির হারের নিশ্চিতি সৃষ্টি করে। কিন্তু এ কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভেই জন্ম নেয় এবং তা সাম্যবাদী সমাজের প্রথম পর্যায়মাত্র। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তা তখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরিণত সাম্যবাদী সমাজ নয়। অবধারিতভাবেই তা পুঁজিবাদী সমাজের জন্মচিহ্ন বহন কোরে চলে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মার্কস্ বলেছেন:

> আমাদের এখানে যে সম্পর্কে বলতে হবে তা হচ্ছে সাম্যবাদী সমাজ—তখনও পর্যন্ত তা নিজের ভিত্তির ওপরে **বিকশিত** নয়, সদ্য সদ্য তা তখন **উদ্ভূত হয়েছে** পুঁজিবাদী সমাজ থেকে। সুতরাং প্রতিটি ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও মানসিক ক্ষেত্রে তা তখনও যে সমাজের গর্ভে তার জন্ম হয়েছে, সেই পুরোনো সমাজের জন্মচিহ্ন বহন কোরে চলে। [১]

লেনিন দেখিয়ে গেছেন যে, সাম্যবাদী সমাজের প্রথম পর্যায় সমাজতান্ত্রিক সমাজে "তখনও পর্যন্ত সাম্যবাদ পরিপূর্ণ পরিপক্কতা লাভ করতে এবং ঐতিহ্য থেকে বা পুঁজিবাদের চিহ্ন থেকে সম্পূর্ণ যুক্ত হতে **পারে না**।"[২] সমাজতান্ত্রিক সমাজেও শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেকার, শহর ও গ্রামের মধ্যেকার এবং দৈহিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যেকার পার্থক্য বিরাজ করতে থাকে, বুর্জোয়াদের অধিকার তখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না, "এক ধাক্কায় অন্য অবিচারটি, অর্থাৎ প্রদত্ত শ্রম অনুসারে (প্রয়োজন অনুসারে নয়) ভোগ্যদ্রব্যের বণ্টন, দূর করা"[৩] সম্ভব হয় না। এবং সে কারণে ধন-বৈষম্য

---

১ কার্ল মার্কস: 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা'/'মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত রচনাবলী': ইংরাজী সংস্করণ/মস্কো: ১৯৫১/২য় খণ্ড: পৃ: ২১

২ লেনিন: 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'/'নির্বাচিত রচনাবলী': ইংরাজী/মস্কো: ১৯৫২ ২য় খণ্ড: ১ম অংশ: পৃ: ৩০২

৩ লেনিন—ঐ পৃ: ২৯৬

থেকেই যায়। এই সব বৈষম্য, ঘটনা ও বুর্জোয়াদের অধিকার কেবলমাত্র ধীরে ধীরে এবং সুদীর্ঘকাল ধরেই বিলুপ্ত হতে পারে। মার্কস যেমন বলেছেন, এই সব বৈষম্য দূর হলেই এবং বুর্জোয়াদের অধিকার পুরোপুরি বিলুপ্ত হলেই কেবলমাত্র "প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুসারে থেকে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে"-র নীতির ভিত্তিতে পরিপূর্ণ সাম্যবাদে পৌঁছোনো সম্ভব হয়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, এক দীর্ঘ, খুবই দীর্ঘ ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম চলতে থাকে, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পথের মধ্যে "কে জিতবে"—সে প্রশ্ন অমীমাংসিতই থেকে যায়, এবং পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশংকা থেকেই যায়।

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৪ই জুন, ১৯৬৩-র আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইন সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলেছিলো ঃ

> সর্বহারাশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পরেও সুদীর্ঘ এক ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে মানুষের ইচ্ছে-নিরপেক্ষ এক বাস্তব নিয়ম হিসেবে শ্রেণী-সংগ্রাম বিরাজ করতে থাকে, এবং ক্ষমতা দখলের আগের অবস্থার তুলনায় শুধুমাত্র রূপের দিক থেকেই তা পৃথক হয়।
>
> অক্টোবর বিপ্লবের পরে অসংখ্যবার লেনিন দেখিয়েছেন ঃ
>
> (ক) ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়ারা হাজার রকম উপায়ে তাদের হারানো 'স্বর্গ' ফিরে পাবার জন্য সর্বদাই চেষ্টা চালাতে থাকে ; (খ) পেটিবুর্জোয়া পরিমণ্ডলে প্রতিনিয়ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুঁজিবাদের নোতুন নোতুন উপাদান জন্ম নিতে থাকে ; (গ) বুর্জোয়া প্রভাব এবং পেটিবুর্জোয়ার সর্বব্যাপক ও দুর্নীতিকর আবহাওয়ার ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অধঃপতিত রাজনৈতিক কর্মী ও নোতুন বুর্জোয়া উপাদানের উদ্ভব ঘটতে পারে ; (ঘ) একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী-সংগ্রাম অব্যাহত থাকার বাহ্যিক শর্ত হচ্ছে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের পরিবেষ্টন, এবং শান্তিপূর্ণ বিভাজনের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের আশংকা ও তাদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ।
>
> বাস্তব জীবন লেনিনের এই সিদ্ধান্তসমূহের সত্যতাই প্রমাণ করেছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়া ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি বেশ দীর্ঘ সময় ধরে শক্তিশালী থাকে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা বস্তুতঃই বিশেষ শক্তির অধিকারী থাকে। আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের সংগে তাদের থাকে হাজার রকম বন্ধন। তারা তাদের পরাজয়কে মেনে নেয় না, বরং উদ্ধতভাবে সর্বহারাশ্রেণীর সংগে শক্তির পরীক্ষায় ব্যাপৃত থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা সর্বহারার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও গোপন সংগ্রাম চালিয়ে যায়। সমাজতন্ত্র, সোভিয়েত ব্যবস্থা, কমিউনিষ্ট পার্টি ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি সমর্থনের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে প্রতিনিয়তই তারা সমাজতন্ত্র ধ্বংস করার ও পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। রাজনৈতিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে তারা সর্বহারার প্রতি শত্রুতামূলক একটি শক্তি হিসেবে বিরাজ করতে থাকে এবং প্রতিনিয়তই তারা সর্বহারা একনায়কত্বকে উৎখাত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। তারা সরকারী বিভাগ, গণ-সংগঠন, অর্থনৈতিক বিভাগ এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক সংস্থাগুলিতে ঢুকে পড়ে, যাতে সর্বহারা নেতৃত্বকে প্রতিহত বা উৎখাত করা যায়। অর্থনৈতিকভাবে তারা জনগণের সামাজিক মালিকানা ও সমাজতান্ত্রিক যৌথ মালিকানার ক্ষতি করার জন্য এবং পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের বিকাশ ঘটাবার জন্য সমস্ত পন্থা গ্রহণ করে। মতাদর্শগত, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে তারা সর্বহারা বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির বদলে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সর্বহারা ও অন্যান্য মেহনতী জনতাকে বুর্জোয়া মতাদর্শের সাহায্যে দুর্নীতিগ্রস্ত কোরে তুলতে চেষ্টা করে।

কৃষির যৌথকরণের ফলে ব্যক্তি- কৃষকেরা যৌথ-কৃষকে পরিণত হয় এবং কৃষকদের ব্যাপক পরিবর্তনের অবস্থা সৃষ্ট হয়। কিন্তু যৌথ-মালিকানা যতোদিন না জনগণের সামাজিক মালিকানায় রূপান্তরিত হচ্ছে এবং ব্যক্তি-মালিকানাধীন অর্থনীতির অবশেষ যতোদিন না পুরোপুরি অন্তর্হিত হচ্ছে,, ততোদিন কৃষকদের মধ্যে ক্ষুদ্র উৎপাদকসুলভ অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলির কিছু কিছু অনিবার্যভাবেই থেকে যায়। এই পরিস্থিতিতে স্বতঃস্ফূর্ত পুঁজিবাদী প্রবণতা অনিবার্য হয়ে পড়ে, নোতুন ধনী কৃষকের জন্মের পটভূমিকা বিরাজ করতে থাকে এবং কৃষকদের মধ্যে দুই বিপরীত মেরুতে বিভক্ত হবার প্রক্রিয়া (polarisation) চলতে থাকে।

ওপরে বর্ণিত বুর্জোয়াদের কার্যকলাপ, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-মতাদর্শগত-

সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের দুর্নীতিকর প্রভাব, শহুরে ও গ্রামীন ক্ষুদে উৎপাদকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত পুঁজিবাদী প্রবণতার অস্তিত্ব এবং বুর্জোয়াদের অবশিষ্ট অধিকার ও পুরোণো সমাজের অভ্যেসের শক্তি—এ সব কিছুই প্রতিনিয়ত জন্ম দিয়ে যায় শ্রমিকশ্রেণী, পার্টি ও সরকারী বিভাগগুলিতে রাজনৈতিকভাবে অধঃপতিতদের, সামাজিক মালিকানাধীন রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিতে নোতুন বুর্জোয়া উপাদান তহবিল তছরূপকারী ও দুর্নীতিগ্রস্তদের, এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ও বুদ্ধিজীবিদের মাধ্য নোতুন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের। এই নোতুন বুর্জোয়া উপাদান ও রাজনৈতিক অধঃপতিতরা ক্ষমতাচ্যুত হলেও নিশ্চিহ্ন নয় এমন সব পুরোনো বুর্জোয়া ও অন্যান্য শোষকশ্রেণীর উপাদানের সংগে যোগসাজসে সমাজতন্ত্রকে আক্রমণ করে। নেতৃস্থানীয়-সংস্থায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক অধঃপতিতরা আবার এদের মধ্যে বিশেষ বিপজ্জনক, কারণ তারাই নিম্নস্তরের সংস্থার বুর্জোয়া উপাদানদেরকে সমর্থন ও রক্ষা কোরে চলে।

যতোদিন সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব থাকবে, ততোদিন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সর্বহারাকে দেশের ভেতরের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুগপৎ লড়াই চালিয়ে যেতেই হবে। সাম্রাজ্যবাদ প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগাতে চাইবে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশে সশস্ত্র আগ্রাসন চালাতে বা তাদের শান্তিপূর্ণ বিভাজনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে ধ্বংস করার জন্য বা তাদেরকে পুঁজিবাদী দেশে অধঃপতিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে। আন্তর্জাতিক শ্রেণী সংগ্রাম অনিবার্যভাবেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে প্রতিফলন ফেলবে।

লেনিন বলেছেন ঃ

> পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ একটি সমগ্র ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে চলতে থাকে। এই পর্যায় শেষ হবার আগে পর্যন্ত শোষকরা অবশ্যই পুনঃপ্রতিষ্ঠার **আশা** পোষণ করতে থাকে, এবং এই আশ পুনঃ-প্রতিষ্ঠার **প্রচেষ্টায়** রূপান্তরিত হয়।[৪]

---

৪ লেনিন ঃ 'সর্বহাবা বিপ্লব ও নীতিত্যাগী কাউট্স্কি'/নির্বাচিত রচনাবলী ২য় খণ্ড ঃ ২য় অংশ ঃ পৃঃ ৬১

তিনি আরও বলেছেন :

> শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তির জন্য এক সুদীর্ঘ কষ্টকর ও তীব্র **শ্রেণী-সংগ্রাম** দরকার হয়। পুঁজির ক্ষমতা উৎখাত হবার **পরেও**, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ধ্বংসের পরেও, সর্বহারা একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠার পরেও, শ্রেণী-সংগ্রাম **বিলুপ্ত হয় না** (পুরোনো সমাজতন্ত্র ও পুরোনো সমাজ-গণতন্ত্রীদের স্থূল প্রতিনিধিরা যেমন ভাবতো), বরং তার রূপটাই শুধু পাল্টে যায় এবং বহুক্ষেত্রে তা আরও বেশী তীব্র হয়ে ওঠে।[৫]

সমাজতন্ত্রের সমগ্র পর্যায় জুড়ে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-মতাদর্শগত-সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বহারা ও বুর্জোয়ার মধ্যেকার শ্রেণী-সংগ্রামের অবসান ঘটানো যায় না। এটা একটা সুদীর্ঘ, পৌণ্যপুনিক, আঁকা-বাঁকা ও জটিল সংগ্রাম। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো কখনও তা উঁচুতে লাফিয়ে ওঠে, কখনও বা নেমে যায়, কখনও তা বেশ শান্ত, কখনও বা উত্তাল। এই সংগ্রামের ওপরেই নির্ভর করে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভবিষ্যৎ। একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে যাবে, না পুঁজিবাদে আবার অধঃপতিত হবে—তা নির্ভর করে এই সুদীর্ঘ সংগ্রামেরই ফলাফলের ওপরে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের এই শ্রেণী-সংগ্রাম অবধারিতভাবেই প্রতিফলিত হয় কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে। বুর্জোয়ারা ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ উভয়েই এটা উপলব্ধি করে যে, কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশকে পুঁজিবাদে অধঃপতিত করতে হলে প্রথমেই কমিউনিষ্ট পার্টিকে একটি সংশোধনবাদী পার্টিতে অধঃপতিত করা দরকার। পুরোনো ও নোতুন বুর্জোয়া উপাদানরা, পুরোনো ও নোতুন ধনী কৃষকেরা এবং সবরকমের অধঃপতিত লোকেরাই গড়ে তোলে সংশোধনবাদের সামাজিক ভিত্তি, এবং তারা কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে তাদের এজেন্ট জোগাড় করার জন্য সমস্তরকম সম্ভাব্য পন্থাকে কাজে লাগায়। সংশোধনবাদের আভ্যন্তরীণ উৎস হচ্ছে বুর্জোয়া প্রভাবের অস্তিত্ব, আর আন্তর্জাতিক উৎস হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী চাপের সামনে আত্ম-সমর্পণ। সমাজতন্ত্রের সমগ্র পর্যায় জুড়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির মধ্যে অবধারিতভাবেই চলতে থাকে মার্কসবাদ লেনিনবাদের সঙ্গে নানাধরণের সুবিধেবাদ, প্রধানতঃ সংশোধনবাদের, সংগ্রাম। এই সংশোধনবাদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে,

---

৫ লেনিন : 'হাঙ্গেরীয় শ্রমিকদের প্রতি অভিনন্দন'/ঐ/পৃঃ ২১০-১১

শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্ব অস্বীকার কোরে তা সর্বহারার ওপর আক্রমণের ব্যাপারে বুর্জোয়াদের সংগে যোগ দেয় এবং সর্বহারা একনায়কত্বকে বুর্জোয় একনায়কত্বকে রূপান্তরিত করে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং শ্রেণী-সংগ্রামের বাস্তব নিয়ম অনুসারে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা দেখিয়ে গেছেন যে, পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে—শ্রেণী সমাজ থেকে শ্রেণী-হীন সমাজে উত্তরণ সুনিশ্চিতভাবেই সর্বহারা একনায়কত্বের ওপর নির্ভর করে, এবং এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

মার্কস বলেছেন, "শ্রেণী সংগ্রাম আবশ্যিকভাবেই **সর্বহারা একনায়কত্বের** দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।"[৬] তিনি আরও বলেছেন যে :

> পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী সমাজের মধ্যে রয়েছে এক থেকে অন্যটিতে বিপ্লবী রূপান্তরের পর্যায়। এর সংগে সম্পর্কিত রাজনৈতিক পরিবর্তন-শীলতারও যে পর্যায়টি রয়েছে, সেখানে রাষ্ট্র **সর্বহারাশ্রেণী বিপ্লবী একনায়কত্ব** ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।[৭]

সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশটাই হচ্ছে অব্যাহত বিপ্লবের একটি প্রক্রিয়া। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কস বলেছেন :

> এই সমাজতন্ত্র হচ্ছে **বিপ্লবের চিরস্থায়িত্বের ঘোষণা; সাধারভাবে শ্রেণী-বিভেদের বিলুপ্তির,** সেগুলির ভিত্তি সবরকমের উৎপাদন-সম্পর্কের বিলুপ্তির, এই সব উৎপাদন-সম্পর্কের সংগে সম্পর্কিত সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের বিলুপ্তির এবং এই সব সামাজিক সম্পর্কের ফলশ্রুতি সব ধ্যান-ধারণার বিপ্লবীকরণের দিকে যাত্রার প্রয়োজনীয় সন্ধিক্ষণ হিসেবে সর্বহারার **শ্রেণী-একনায়কত্ব**।[৮]

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধেবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে গিয়ে লেনিন সৃজনশীলভাবে মার্কস-এর সর্বহারা একনায়কত্ব সম্পর্কিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

> সর্বহারা একনায়কত্ব শ্রেণী-সংগ্রামের অবসান নয়, বরং নোতুন রূপে

---

৬ মার্কস : 'জে. ওয়েইডিনেয়ারের কাছে লিখা চিঠি'/'মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর নির্বাচিত রচনাবলী' : ইংরাজী/২য় খণ্ড : পৃঃ ৪১০

৭ মার্কস্ : 'গোথা কর্মসূচীর সমলোচনা'/ঐ/২য় খণ্ড : পৃঃ ৩০

মার্কস্ : 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম'/ঐ/১ম খণ্ড : পৃঃ ২০৩

তারই বিস্তৃতি। সর্বহারা একনায়কত্ব হচ্ছে সেই বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিজয়ী ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকারী সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রাম, যে বুর্জোয়াশ্রেণী পরাজিত হলেও ধ্বংস হয়নি, অন্তর্হিত হয়নি, প্রতিরোধ থামিয়ে দেয় নি, বরং প্রতিরোধকে আরও তীব্র কোরেতুলেছে।[৯]

তিনি আরও বলেছিলেন ঃ

সর্বহারা একনায়কত্ব হচ্ছে ক্রমাগত সংগ্রাম—রক্তাক্ত ও রক্তপাতহীন, হিংসাত্মক ও শান্তিপূর্ণ, সামরিক ও অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক ও প্রশাসনিক—পুরোনো সমাজের সব শক্তি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে।[১০]

কমরেড মাওসেতুং তাঁর 'জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সঠিক সমাধান প্রসঙ্গে' ও অন্যান্য রচনায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতি ও সর্বহারা একনায়কত্বের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা অনুসারে সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণী-সংগ্রামের এক সুসমন্বিত ও সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন, এবং সর্বহারা ও একনায়কত্বের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সৃজনশীল বিকাশ ঘটিয়েছেন।

কমরেড মাওসেতুং বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব নিয়মসমূহকে বিচার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, বিপরীতে ঐক্য ও সংগ্রাম সম্পর্কিত সর্বজনীন নিয়মটি প্রাকৃতিক জগৎ ও মানবসমাজের মতো সমাজতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বিরাজ করতে থাকে, এবং উৎপাদনের উপকরণের মালিকানায় সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পরেও শ্রেণী-সংগ্রামের অবসান ঘটে না। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের দুই পথের মধ্যেকার সংগ্রাম সমাজতন্ত্রের সমগ্র পর্যায় জুড়েই চলতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজকে সুনিশ্চিত করার জন্য এবং পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঠেকাবার জন্য রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার হয়ে পড়ে। এক বা দুই প্রজন্মে সমাজ-

---

৯ লেনিন ঃ '"স্বাধীনতা ও সাম্যের শ্লোগান দিয়ে লোকঠকানো সম্পর্কে" বক্তৃতার ভূমিকা'/'শ্রমিক-শ্রেণী ও কৃষকদের ঐক্য' ঃ ইংরাজী/মস্কো ঃ ১৯৫৯/পৃঃ ৩০২

১০ লেনিন ঃ 'বামপন্থী কমিউনিজম—শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা'/'নির্বাচিত রচনাবলী' ঃ ইংরাজী ১য় খণ্ড ঃ ২য় অংশ/পৃঃ ৩৬৭

তন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন সম্ভব নয়—এই প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধানের জন্য পাঁচ বা দশ বা আরও বেশি প্রজন্ম সময় লাগবে।

কমরেড মাওসেতুং গুরুত্ব দিয়ে দেখিয়েছিলেন, সমাজতান্ত্রিক সমাজে দু'ধরণের সামাজিক দ্বন্দ্ব বিরাজ করে—জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহ এবং আমাদের সংগে শত্রুদের দ্বন্দ্বসমূহ এদের মধ্যে প্রথমটির সংখ্যাই বেশি। প্রকৃতিগতভাবে পৃথক এই দুই ধরণের দ্বন্দ্বের মধ্যে পার্থক্য কোরে এবং তাদের সমাধানের জন্য পৃথক পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ কোরেই কেবল জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ যে জনগণ, তাদের ঐক্যবদ্ধ করা, সামান্যসংখ্যক শত্রুদের পরাজিত করা এবং সর্বহারা একনায়কত্বকে শক্তিশালী কোরে তোলা সম্ভব।

সর্বহারা একনায়কত্ব হচ্ছে সমাজতন্ত্রের সুসংহতি ও বিকাশের জন্য এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারার ও দুই পথের মধ্যে সংগ্রামে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য মৌলিক গ্যারান্টি।

সমগ্র মানব সমাজকে মুক্ত কোরেই কেবল সর্বহারাশ্রেণী নিজেকে মুক্ত করতে পারে। সর্বহারার একনায়কত্বের ঐতিহাসিক দায়িত্বের দুটি দিক আছে—একটি আভ্যন্তরীণ একটি আন্তর্জাতিক। আভ্যন্তরীণ দায়িত্ব হচ্ছে প্রধানতঃ সমস্ত শোষকশ্রেণীর বিলুপ্তি; সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সর্বাধিক বিকাশ; জনগণের কমিউনিষ্ট চেতনার অগ্রগতি; সামাজিক মালিকানা ও যৌথ-মালিকানার মধ্যে, শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে এবং দৈহিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে বৈষম্যের অবসান; শ্রেণী-সমূহের পুনরুদ্ভবের ও পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমস্ত সম্ভাবনার বিলুপ্তি; এবং "প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুসারে থেকে প্রয়োজন অনুসারে"-র ভিত্তিতে এক সাম্যবাদী সমাজে পৌছোনোর প্রয়োজনীয় শর্তসমূহের সৃষ্টি। আর আন্তর্জাতিক দায়িত্ব হচ্ছে প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ (সশস্ত্র আগ্রাসন ও শান্তিপূর্ণ বিভাজন-সহ) প্রতিহত করা এবং সমস্ত দেশের জনগণ সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও শোষণ ব্যবস্থার চূড়ান্ত অবসান না ঘটানো পর্যন্ত বিশ্ব বিপ্লবে সাহায্য কোরে যাওয়া। এই উভয় দায়িত্ব সমাপ্ত করার এবং পরিপূর্ণ সাম্যবাদী সমাজের উদ্ভবের আগে পর্যন্ত সর্বহারা একনায়কত্বের চরম প্রয়োজনীয়তা থেকে যাচ্ছে।

আজকের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে, সমস্ত

সমাজতান্ত্রিক দেশেই সর্বহারা একনায়কত্বের দায়িত্বগুলি প্রতিপালিত করার এখনও অনেক দেরী আছে। বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত সমাজ-তান্ত্রিক দেশেই বিরাজ করছে শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণী-সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী পথের মধ্যেকার সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবার ও পুঁজিবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ঠেকাবার সমস্যা। সামাজিক মালিকানা ও যৌথ মালিকানার মধ্যে, শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে এবং দৈহিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য বিলুপ্ত হবার আগে—সমস্ত শ্রেণী ও শ্রেণীবিভেদ বিলুপ্ত হবার আগে—এবং "প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুসারে থেকে প্রয়োজন অনুসারের"-র নীতির ভিত্তিতে কোনো সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছোনোর আগে—সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশকেই এখনও এক অত্যন্ত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। সে কারণেই প্রত্যেক সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষেই সর্বহারা একনায়কত্বের পক্ষে দাঁড়ানোই হবে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

এই পরিস্থিতিতে, ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র কর্তৃক সর্বহারা একনায়কত্বের অবসান ঘটানোটা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শত্রুতামূলক শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণী-সংগ্রাম বিরাজ করছে

সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বহারা একনায়কত্বের অবসানের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র প্রধানতঃ এই যুক্তির আশ্রয় নিয়েছে যে, শত্রুতামূলক শ্রেণীসমূহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং শ্রেণী-সংগ্রামের আর অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকৃত অবস্থাটা কীরকম? সত্যিই কি সেখানে শত্রুতামূলক শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্ব নেই?

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় অর্জনের পর সোভিয়েত ইউ-নিয়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সর্বহারা একনায়কত্ব, শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও কৃষির যৌথকরণের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানা ধ্বংস কোরে প্রতি-ষ্ঠিত হয়েছিলো জনগণের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা ও সমাজতান্ত্রিক যৌথ-মালিকানা, এবং কয়েক দশক ধরে বিরাট বিজয়সমূহ অর্জিত হয়েছিলো

সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজে। এ সব কিছুই ছিলো লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েত জনগণ কর্তৃক অর্জিত প্রচণ্ড ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন অনপনেয় বিজয়।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতাচ্যুত পুরোনো বুর্জোয়া ও অন্যান্য শোষক শ্রেণীগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি, শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও কৃষির যৌথকরণের পরেও তাদের অস্তিত্ব বজায় ছিলো। বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাব রয়ে গিয়েছিলো। শহরে ও গ্রামে স্বতঃস্ফূর্ত পুঁজিবাদী প্রবণতাগুলি বিরাজ করছিলো। প্রতিনিয়ত নোতুন বুর্জোয়া উপাদান ও কুলাকরা (ধনী কৃষক-অনুবাদক) প্রতিনিয়ত উদ্ভূত হচ্ছিলো। সুদীর্ঘ মধ্যবর্তী পর্যায় জুড়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত ক্ষেত্রে সর্বহারা ও বুর্জোয়াদের মধ্যেকার শ্রেণী-সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী পথের মধ্যেকার সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী পথের মধ্যেকার সংগ্রাম অব্যাহত ছিলো!

সোভিয়েত ইউনিয়নই যেহেতু ছিলো প্রথম, এবং সে সময় একমাত্র দেশ, যেখানে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা হচ্ছিলো, শিক্ষা নেবার মত বিদেশের কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না, এবং যেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের নিয়ম বোঝার ব্যাপারে স্তালিন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব থেকে সরে গিয়েছিলেন; সেহেতু কৃষিতে যৌথকরণমূলতঃ সম্পূর্ণ হবার পরেই তিনি যথাসময়ের আগেই সোভিয়েত ইউনিয়নে "আর শত্রুতামূলক শ্রেণীগুলি নেই" [১১] বলে এবং যে দেশকে "শ্রেণী সংঘর্ষ থেকে মুক্ত" [১২] বলে ঘোষণা কোরে দিয়েছিলেন। তিনি একপেশেভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের আভ্যন্তরীণ সুসংহতির (homogeneity) ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং দ্বন্দ্বগুলি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিলো। তিনি পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের ওপর নির্ভর করতে পারেন নি এবং পুঁজিবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র আক্রমনের সংগেই সংশ্লিষ্ট বলে মনে করেছিলেন। তত্ত্ব ও অনুশীলন উভয় দিক থেকে ই

---

১১ স্তালিন: "সোভিয়েত ইউনিয়নের খসড়া সংবিধান প্রসংগে"/'লেনিনবাদের সমস্যা': ইংরাজী/মস্কো: ১৯৫৪/পৃঃ ৬৯০

১২ স্তালিন: "সিপিএসইউ (বি)-র অষ্টাদশ কংগ্রেস প্রদত্ত কেন্দ্রীয় কমিটির কাজের রিপোর্ট"/ঐ/ পৃঃ ৭৭৭

তা ভুল ছিলো। কিন্তু তবুও স্তালিন ছিলেন একজন মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী। যতোদিন তিনি সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বে থেকেছেন, ততোদিনই তিনি সর্বহারা একনায়কত্ব ও সমাজতান্ত্রিক পথে অবিচল ছিলেন, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাইন অনুসরণ করেছেন, এবং সমাজতন্ত্রের পথে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়সূচক অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত কোরে গিয়েছেন।

ক্রুশ্চভ সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করার পর থেকেই এক ঝাড় সংশোধনবাদী কর্মনীতিকে প্রতিষ্ঠা কোরে গেছে। সেগুলি সোভিয়েত ইউ-নিয়নে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বিকাশকে আরো ত্বরান্বিত কোরে তুলেছে, এবং সর্বহারা ও বুর্জোয়াদের মধ্যেকার শ্রেণী-সংগ্রামকে এবং সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী পথের মধ্যেকার সংগ্রামকে আবার তীব্রতর কোরে তুলেছে। গত ক'বছরের সোভিয়েত পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন রিপোর্টের দিকে তাকালেই ধরা পড়বে. সোভিয়েত ইউনিয়নে শুধু পুরোনো শোষকশ্রেণীগুলিই বিরাজ কোরছে না, ব্যাপক ভাবে নোতুন বুর্জোয় উপাদানগুলিও উদ্ভূত হচ্ছে এবং শ্রেণী-বিভাজন গতি পাচ্ছে।

প্রথমে জনগণের মালিকানাধীন বিভিন্ন সোভিয়েত সংস্থায় বুর্জোয়া উপাদান-গুলির কার্যকলাপগুলি দেখা যাক।

রাষ্ট্রিয় মালিকানাধীন অনেক কারখানার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা কারখানার যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলিকে ব্যবহার কোরে ব্যক্তিগত উৎপাদনের 'গোপন কারখানা' খুলে বসছে, বেআইনীভাবে তার উৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে বিক্রি করছে এবং লুটের মাল ভাগাভাগি কোরে নিচ্ছে। এভাবে তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করছে এবং বিপুল সম্পদ অর্জন করছে। নীচে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে।

লেনিনগ্রাদের একটি সামরিক উৎপাদনের কারখানাতে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সমস্ত "উঁচু পদে" নিজেদের লোকদের নিযুক্ত করছে এবং "রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে ব্যক্তিগত সংস্থায় রূপান্তরিত করেছে।" তারা বেআইনীভাবে অ-সামরিক দ্রব্য উৎপাদন করছে, এবং শুধুমাত্র ফাউন্টেন পেন বিক্রি কোরেই তারা তিন বছরে ১২ লক্ষ রুবল আত্মসাৎ করেছে। এদের মধ্যে একজন আবার "১৯২০-র দশকের ······ নেপম্যান" (লেনিনের সময়ে 'নিউইকনমিক পলিসি' চলাকালীন উদ্ভুত পুঁজিবাদী ব্যবসাদার—অনু) এবং "আজীবনই সে চোর"।[১৩]

---

১৩ 'ক্রেস্‌নায়া জ্‌ভেজ্‌দা পত্রিকা: মে ১৯, ১৯৬২

উজবেকিস্তানের এ৺টি সিল্ক কারখানার ম্যানেজার চিফ ইঞ্জিনিয়ার, চিফ অ্যাকাউণ্ট্যান্ট, চিফ অফ সাপ্লাই ও মার্কেটিং সেকশন্. ওয়ার্কশপের প্রধান ও অন্যান্যদের সংগে যোগসাজসে "নব-উদ্ভূত মালিক" হয়ে বসেছে। বিভিন্ন বেআইনী পথে তারা দশ টনেরও বেশী কৃত্রিম ও বিশুদ্ধ সিল্ক কিনে যে সব জিনিস উৎপাদন করিয়েছে "হিসেবে সে সব দেখানই হয় নি"। যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়েই তারা শ্রমিকদেরকে খাটিয়েছে এবং "বারো ঘণ্টার কাজের দিন জোর কোরে চাপিয়ে দিয়েছে"।[১৪]

খার্কভের এক আসবাবপত্রের দোকানের ম্যানেজার "বেআইনী এক গেঞ্জির কারখানা" বসিয়ে কারখানার মধ্যেই গোপন উৎপাদন চালিয়েছে। লোকটার "কয়েকজন স্ত্রী, কয়েকটি গাড়ী. কয়েকটি বাড়ী, ১৭৬টি নেকটাই, শ'খানেক শার্ট এবং ডজন খানেক স্যুট আছে"। রেস-খেলাতেও সে বেশ বড়োদরের একজন জুয়ারী।[১৫]

এই সব লোকেরা একা একা কাজ করে না। তারা অবধারিতভাবেই যোগান, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য র-ষ্ট্রীয় বিভাগের কর্মচারীদের সংগে যোগ-সাজশে কাজ-কারবার চালায়। পুলিশ ও বিচার বিভাগেও তাদের লোক আছে, যারা তাদের রক্ষা করে এবং এজেণ্ট হিসেবে কাজ করে। এমন কি রাষ্ট্রীয় দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও তাদের রক্ষা করে। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে।

মস্কোর এক সাইকো-নিউরোলজিক্যাল চিকিৎসাকেন্দ্রের সংগে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কশপগুলির প্রধান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা "গোপন এক সংস্থা" গড়ে তুলেছিলো এবং ঘুষ দিয়ে "৫৮টি বুননযন্ত্র" ও বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল যোগাড় করেছিলো। তারা "৫২টি কারখানা, হস্তচালিত সমবায় ও যৌথ-খামারের" সংগে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন কোরে কয়েক বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ রুবল কামিয়েছিলো। তারা রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক সম্পদ অপহরণ ও ফাটকাবাজী-বিরোধী বিভাগের কর্মচারীদের, কণ্ট্রোলারদের, ইন্সপেক্টরদের ইনষ্ট্রাক্টরদের এবং অন্যান্যদের ঘুস দিয়েছিলে।[১৬]

---

১৪ 'প্রাভদা ভোষ্টকা' পত্রিকা ঃ অক্টোবর ৮, ১৯৬৩

১৫ 'প্রাভদা ইউক্রেণী পত্রিকা ঃ মে ১৮, ১৯৬২

১৬ 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকা ঃ অক্টোবর ২০, ১৯৬৩ এবং ঐ/রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্র/সংখ্যা ১২, ১৯৬৪

রুশিয়ান ফেডারেশনের একটি যন্ত্রপাতি উৎপাদন কারখানার ম্যানেজার অন্য একটি কারখানার ডেপুটি ম্যানেজার ও অন্যান্যদের, সর্বসাকুল্যে ৪৩ জনের যোগসাজসে প্রায় ৯০০ তাঁতযন্ত্র চুরি কোরে মধ্য এশিয়া, কাজাকিস্তান, ককেশাস ও অন্যান্য জায়গায় বিক্রি করেছিলো, এবং সে সব জায়গার উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীরা আবার বেআইনী উৎপাদনের জন্য সেগুলিকে ব্যবহার করেছিলো।[১৭]

কিরখিজ প্রজাতন্ত্রে প্রায় ৪০ জন জোচ্চোর ও চোরাকারবারীর একটি দল দু'টি কারখানাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে গোপন উৎপাদন চালিয়েছিলো এবং প্রায় ৩ কোটি রুবল মূল্যের রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট করেছিলো। এদের মধ্যে ছিলো এই প্রজাতন্ত্রের পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি, বাণিজ্য বিভাগের উপ-মন্ত্রী, মন্ত্রীসভা, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবিভাগের সাতটি ব্যুরো ও ডিভিশনের প্রধান, এবং এমন "একজন বড়ো কুলাক যে নির্বাসন থেকে পালিয়েছিলো।[১৮]

এ সব দৃষ্টান্ত থেকে এটাই ধরা পড়ছে যে, এধরণের অধঃপতিতদের দ্বারা দখলীকৃত কারখানাগুলি মুখেই শুধু সমাজতান্ত্রিক, কিন্তু কার্যতঃ সেগুলি পুঁজিবাদী সংস্থা, যার সাহায্যে এই সব লোকেরা ধনসম্পদ আত্মসাৎ করে। এদের সঙ্গে শ্রমিকদের সম্পর্ক রূপান্তরিত হয়েছে শোষক ও শোষিতের সম্পর্কে, নিপীড়ক ও নিপীড়িতের সম্পর্কে। অন্যদের শ্রমকে শোষণ করবার জন্য উৎপাদনের উপকরণ দখলকারী ও ব্যবহারকারী এই সব অধঃপতিত লোকেরা কি বুর্জোয়াশ্রেণীর উপাদান নয়? সরকারী বিভাগ-গুলিতে কর্মরত তাদের শাকরেদরা কি বিভিন্ন ধরণের শোষণ চালাচ্ছে না, ঘুষ নিচ্ছে না, তহবিল তছরূপ করছে না, লুটের মাল ভাগাভাগি করছে না? তারাও কি পুরোপুরি বুর্জোয়া উপাদান নয়?

এটা অনস্বীকার্য যে, এইসব লোকেরা সর্বহারাশ্রেণীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন শ্রেণীর লোক—বুর্জোয়াশ্রেণীর লোক। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের কার্য-কলাপ অতি অবশ্যই সর্বহারার বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের আক্রমণ।

এবার বিভিন্ন যৌথ খামারে বিভিন্ন কুলাক উৎপাদনের কার্যকলাপে আসা যাক। উজবেকিস্তানের একটি যৌথ খামারের চেয়ারম্যান"গোটা গ্রামকে ভীত

---

১৭ 'কমজোমলস্কায়া প্রাভদা' পত্রিকা : আগষ্ট ৯, ১৯৬৩

১৮ 'সোভিয়েৎস্কায়া কিরখিজিয়া' পত্রিকা : জানুয়ারী ৯, ১৯৬২

সন্ত্রস্ত কোরে রেখেছে"। খামারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিই "অধিকার কোরে আছে তার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা ও অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুরা"। তার ব্যক্তিগত 'প্রয়োজনে' সে যৌথ খামারের ১৩ লক্ষ ১০ হাজারেরও বেশি রুবল তছরূপ করেছে"। তার আছে একটি গাড়ী, দুটি মোটর সাইকেল এবং তিনটি বউ—যাদের "প্রত্যেকের আবার আছে একটি কোরে নিজস্ব বাড়ী"।[১৯]

কুর্স্ক অঞ্চলের একটি যৌথ-খামারের এক চেয়ারম্যান খামারটিকে তার "পৈত্রিক সম্পত্তি" বলে মনে করতো। খামারে অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, ক্যাশিয়ার, প্রধান গুদাম অধিকর্তা, কৃষি বিশেষজ্ঞ, সাধারণ গুদাম-ম্যানেজার এবং অন্যান্যদের স‌ংগে সে চক্রান্ত চালিয়েছে, অন্যকে বাঁচিয়ে দিয়ে "যৌথ খামারের কৃষকদের শোষণ করেছে" এবং এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে লক্ষাধিক রুবল পকেটস্থ করেছে।[২০]

ইউক্রেণের একটি যৌথ-খামারের চেয়ারম্যান জিনিষপত্র কেনার রসিদ ও তহবিলের হিসেবের রসিদ জাল কোরে ৫০ হাজার রুবল আত্মসাৎ করেছে এবং এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে একজন মহিলা অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট—যে আবার "আদর্শ হিসেব রক্ষক" হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে এবং যার কাজকর্ম মস্কোতে জাতীয় অর্থনৈতিক সাফল্যের প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে।[২১]

আলমা-আটা অঞ্চলের একটি যৌথ খামারের চেয়ারম্যান বাণিজ্যিক ফাটকা-বাজীতে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে। "ইউক্রেণ বা উজবেকিস্থান থেকে ফলের রস এবং দজাম্বুল থেকে চিনি ও অ্যালকোহল" কিনে এবং তা থেকে মদ বানিয়ে বিভিন্ন স্থানে সে বিক্রির ব্যবস্থা করছে। বছরে দশলক্ষ লিটারেরও বেশী মদ তৈরীর ভাটিখানা সেখানে স্থাপিত হয়েছে, সমগ্র কাজাকিস্তান প্রজাতন্ত্রে মদের এই ফাটকাবাজীর জাল বিস্তৃত হয়েছে, এবং বাণিজ্যিক ফাটকাবাজীই হয়ে উঠেছে এই খামারের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস।[২২]

বাইলোরুশিয়ার এক যৌথ-খামারের চেয়ারম্যান নিজেকে "খামারের এক সমস্ত প্রভু "ঠাউরে নিয়ে সমস্ত ব্যাপারে "ব্যাক্তিগত" প্রাধান্য বিস্তার

---

১৯ 'সেলস্কায়া ঝিঝ্‌ন' পত্রিকাঃ জুন ২৬, ১৯৬২

২০ 'ইকনমিস্কায়া গেজেতা' পত্রিকাঃ সংখ্যা ৩৫, ১৯৬৩

২১ 'সেলস্কায়া ঝিঝন' পত্রিকাঃ আগষ্ট ১৪, ১৯৬৩

২২ 'প্রাভদা'ঃ জানুয়ারী ১৪, ১৯৬২

করেছে। সে মোটেই খামারে থাকে না, থাকে শহরে বা তার চমৎকার ভিলায় এবং সব সময়েই সে ব্যস্ত থাকে "বিভিন্ন বাণিজ্যিক লেন-দেন" ও "বেআইনী কাজ-কারবারে"। সে বাইরে থেকে গবাদি পশু কিনে তার যৌথ-খামারের পশু বলে সেগুলিকে দেখায় এবং এভাবে উৎপাদন পরিসংখ্যানকে মিথ্যে কোরে বাড়িয়ে দেখায়। এতৎসত্ত্বেও তার সম্পর্কে "বেশ কিছু প্রশংসামূলক রিপোর্ট" প্রকাশিত হয়েছে এবং তাকে তুলে ধরা হয়েছে একজন "আদর্শ নেতা হিসেবে।[২৩]

এসব দৃষ্টান্ত থেকে এটাই ধরা পড়ছে যে, এ ধরনের লোকের নিয়ন্ত্রিত যৌথ-খামারগুলি কার্যতঃ তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে পড়ছে। এ সব লোকেরা সমাজতান্ত্রিক যৌথ অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিকে নয়া কুলাক-অর্থনৈতিক সংস্থায় পরিণত করেছে। প্রায়শঃই তাদের উচ্চতর সংস্থাগুলিতে এমন সব লোক থাকে, যারা তাদের রক্ষা কোরে থাকে। একইভাবে তাদের সঙ্গে যৌথ খামারের কৃষকদের সম্পর্ক রূপান্তরিত হয়েছে নিপীড়ক ও নিপীড়িতের সম্পর্কে, শোষক ও শোষিতের সম্পর্কে। যৌথ-খামারের কৃষকদের কাঁধের ওপর চেপে থাকা এইসব নয়া শোষকেরা কি পুরোপুরি নয়া কুলাক নয়?

স্বভাবতঃই এরা হচ্ছে এমন এক শ্রেণীর লোক, যারা সর্বহারা ও মেহনতী কৃষকদের শত্রু, তারা হচ্ছে কুলাক বা গ্রামীন বুর্জোয়া। তাদের সমাজতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপ হচ্ছে সর্বহারা ও মেহনতী কৃষকদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের শ্রেণী-সংগ্রাম।

রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও যৌথ-খামার ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়নের গ্রামে ও শহরে আরও অনেক বুর্জোয়া উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যক্তিগত উৎপাদন ও বিক্রির জন্য ব্যক্তি-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করছে। অন্যেরা কণ্ট্রাক্টর টিম গড়ে তুলে প্রকাশ্যেই রাষ্ট্রীয় বা সমবায় সংগঠনগুলির নির্মাণ কাজ করছে। কেউ কেউ আবার ব্যক্তিগত হোটেল খুলে বসছে। একজন "সোভিয়েত মহিলা পুঁজিপতি" লেনিনগ্রাদে শ্রমিকদের খাটিয়ে বিক্রির জন্য নাইলন ব্লাউজ তৈরী করাচ্ছে এবং সে "দৈনিক প্রায় ৭০০ নোতুন রুবল আয় করছে"।[২৪] কুর্স্ক অঞ্চলের একটি

---

২৩ 'প্রাভদা' ঃ ফেব্রুয়ারী ৬, ১৯৬১

২৪ 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকা ঃ এপ্রিল ৯, ১৯৬৩

ওয়ার্কসপের ফাটকাবাজীতে বিক্রির জন্য ফেল্টের জুতো তৈরী করাচ্ছে। তার নিজেরই রয়েছে ৫৪০ জোড়া ফেল্টের জুতো, ৮ কেজি স্বর্ণমুদ্রা, ৩০০০ মিটার উচু মানের কাপড়, ২০টি কার্পেট, ১১০০ কেজি উল এবং অন্যান্য দামী জিনিষ।[২৫] গোমেল অঞ্চলের এক মালিক "শ্রমিক ও মিস্ত্রিদের খাটিয়ে" দু'বছর ধরে বারোটি কারখানা ফার্নেস নির্মাণ ও মেরামত করাচ্ছে খুবই উঁচু দামে।[২৬] ওরেনবুর্গ অঞ্চলে "হাজার হাজার ব্যক্তিগত হোটেল ও নাবিকদের আস্তানা" রয়েছে এবং "যৌথ-খামার ও রাষ্ট্রের টাকা ক্রমাগতভাবে হোটেল মালিকদের পকেটে চলে যাচ্ছে।[২৭]

কেউ কেউ আবার বাণিজ্যিক ফাটকাবাজী চালাচ্ছে, কমদামে জিনিষ কিনে বেশি দামে বিক্রি কোরে বা দূর দূর থেকে জিনিষ এনে বিক্রি কোরেও মুনাফা কামাচ্ছে। মস্কোতেই রয়েছে বিপুল সংখ্যক ফাটকাবাজ যারা কৃষি দ্রব্য কিনে আবার বিক্রি করছে। তারা "মস্কোতে টনটন সুস্বাদু ফল, আপেল ও তরিতরকারি নিয়ে এসে ফাটকাবাজী দামে সেগুলি আবার বিক্রি করছে"। "এই মুনাফাবাজরা বাজারের সরাইখানা, গুদাম ও অন্যান্য সমস্ত সুবিধেই পাচ্ছে"।[২৮] ক্র্যাস্নোডার অঞ্চলে এক ফাটকাবাজ তার নিজের ব্যবসা খুলে "বারোজন বিক্রেতা ও দু'জন কুলিকে নিযুক্ত করেছে"। সে ডন উপত্যকা অঞ্চল থেকে "হাজার হাজার শুয়র, শত শত কুইণ্টল শস্য ও শত শত টন ফল" শহরে এনে এবং শহর থেকে "বিপুল পরিমাণ চুরি কর ইট ও ওয়াগণ ভর্তি কাঁচ" গ্রামে এনে বিক্রি করছে। এভাবে সে বিপুল পরিমাণে মুনাফা কামাচ্ছে।[২৯]

অনেকে আবার দালাল ও মধ্যবর্তী লোক হিসেবে হাত পাকাচ্ছে। তাদের প্রচুর সংযোগ আছে এবং তাদের মাধ্যমে ঘুষের বিনিময়ে কেউ যা-খুশি-তাই জোগাড় করতে পারে। লেনিনগ্রাদে এমন একজন দালাল ছিলো, যে "বাণিজ্যমন্ত্রী না হয়েও সমস্ত ষ্টক নিয়ন্ত্রিত করতো" এবং "রেলওয়েতে কাজ

২৫ 'সোভিয়েৎস্কায়া রাশিয়া' : অক্টোবর ৯, ১৯৬০

২৬ 'ইজভেস্তিয়া' : অক্টোবর ১৮, ১৯৬০

২৭ 'সেল্স্কায়া ঝিঝ্ন' : জুলাই ১৭, ১৯৬৩

২৮ 'ইকনমিস্কায় গেজেটা' : সংখ্যা ২৭, ১৯৬৩

২৮ 'লিটারেচারনায়া গেজেটা' : জুলাই ২৭ ও আগষ্ট ১৭, ১৯৬৩

২৯ 'সোভিয়েৎস্কায়া রাশিয়া' : জানুয়ারী ২৭, ১৯৬১

না কোরেও ওয়াগন বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারতো"। "যেসব জিনিসের ষ্টক প্রচণ্ডভাবে নিয়ন্ত্রিত, ষ্টকের বাইরে থেকেই" সে সেসব জিনিষ জোগাড় করতে পারতো। "লেনিনগ্রাদের সমস্ত গুদামই তাহার সাহায্যে এগিয়ে আসতো"। জিনিষ জোগাড় কোরে দেবার জন্য বিপুল পরিমাণ "বোনাস" কামাতো। ১৯৬০ সালে শুধু একটি কাঠের সংস্থা থেকেই সে ৭ লক্ষ রুবল কামিয়ে নিয়েছিলো। লেনিনগ্রাদে এ ধরণের "একটা পুরো দল" দালাল আছে।৩০

এই ব্যক্তি-মালিক ও ফাটকাবাজরা চরম খোলাখুলিভাবে পুঁজিবাদী শোষণে ব্যাপৃত। এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে তারা সর্বহারার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বুর্জোয়াশ্রেণীরই লোক ?

বাস্তবে সোভিয়েত পত্র-পত্রকাগুলি নিজেরাই এ সব লোককে 'সোভিয়েত পুঁজিপতি,' 'নব-উদ্ভূত মালিক', 'ব্যক্তি-মালিক', 'নব-উদ্ভূত কুলাক', 'ফাটকা-বাজ', 'শোষক' প্রভৃতি নামে অভিহিত করছে। কাজেই সোভিয়েত ইউ-নিয়নে শত্রুতামূলক শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব নেই বলে ঘোষণা কোরে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র কি নিজেরাই নিজেদের বিরোধিতা করছে না ?

ওপরে প্রদত্ত তথ্যগুলি সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যসমুহের একটা সামান্য অংশ মাত্র। সবাইকে স্তম্ভিত কোরে দেবার জন্য এগুলিই যথেষ্ট বটে, কিন্তু এর চেয়েও বেশি ও অনেক বড়ো এমন সব গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা আছে যেগুলিকে গোপন করা হয়েছে ও চেপে দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে শত্রুতামূলক শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণী-সংগ্রাম বিরাজ করছে কিনা, এই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যই আমরা ওপরের তথ্যগুলি তুলে ধরেছি। অতি সহজেই এই তথ্যগুলি জোগাড় করা যেতে পারে এবং এমন কি ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রও সেগুলিকে অস্বীকার করতে পারবে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের শহরে ও গ্রামে, শিল্পে ও কৃষিতে, উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক বিভাগ থেকে শুরু কোরে পার্টি ও সরকারী সংস্থাগুলিতে এবং একেবারে নীচের তলা থেকে উচ্চতর নেতৃত্বকারী সংস্থা পর্যন্ত সর্বহারাশ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের কার্যকলাপ যে ব্যাপকভাবেই অব্যাহত গতিতেই চলছে, তা দেখাবার জন্য এসব তথ্যই যথেষ্ট। এই সমাজতন্ত্র-বিরোধী কাজ-কারবারগুলি সর্বহারার বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের শ্রেণী-সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

---

৩০ 'সোফিয়েৎস্কায়া রাশিয়া' : জানুয়ারী ২৭, ১৯৬১

একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে পুরোণো ও নোতুন বুর্জোয়ারা যে সমাজতন্ত্রের ওপর আক্রমণ চালাবে, এতে অবাক হবার কিছুই নেই। পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব মার্কসবাদী-লেনিনবাদী থাকলে এতে ভয় পাবারও কিছু নেই। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিস্থিতির গুরুত্বটা এখানেই যে, ক্রুশ্চভসংশোধনবাদী চক্র সেখানে পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল কোরে নিয়েছে এবং সোভিয়েত সুবিধেভোগী বুর্জোয়াদের একটি স্তর ইতিমধ্যেই আবির্ভূত হয়ে গেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

সোভিয়েতের সুবিধেভোগী স্তর এবং ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র

বর্তমান সোভিয়েত সমাজের সুবিধেভোগী স্তরটি গড়ে উঠেছে পার্টি ও সরকারী সংগঠন, শিল্প ও কৃষি সংস্থার মধ্যেকার অধঃপতিত উপাদান ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে। এরা এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক, কৃষক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বুদ্ধিজীবি ও কর্মীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

অক্টোবর বিপ্লবের পরেপরেই লেনিন দেখিয়েছিলেন যে, বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া মতাদর্শ ও অভ্যাসের শক্তি চারদিক থেকে সর্বহারাদের ঘিরে ফেলছে ও প্রভাবিত করছে এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি অংশকে দুর্নীতিগ্রস্ত কোরে তুলছে। এই পরিস্থিতিতেই সোভিয়েত উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও কর্মীদের মধ্যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন আমলা ও নোতুন বুর্জোয়া উপাদান-উদ্ভব ঘটেছিলে। লেনিন এটাও দেখিয়েছিলেন যে, বুর্জোয়া টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞদের বেশি মাইনে দেওয়াটা দরকার হলেও, তা এদের মধ্যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।

সেজন্যই লেনিন বিশেষ জোর দিয়েছিলেন বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া মতা-দর্শের প্রভাবের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম চালাবার ওপর, ব্যাপক জনতাকে সরকারী কাজে অংশ নেবার জন্য সচেতন কোরে তুলবার ওপর, সোভিয়েত সংস্থাগুলিতে আমলা ও নোতুন বুর্জোয়া উপাদানগুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও তাদের বহিষ্কারের ওপর, এবং বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব ও পুনরুদ্ভবের পথরোধ-কারী পরিবেশ গড়ে তোলার পর। লেনিন তীব্রভাবেই দেখিয়েছিলেন যে, "যন্ত্রটিকে (রাষ্ট্রযন্ত্র — অনু) উন্নত কোরে তোলার জন্য সুস বদ্ধ ও দৃঢ়স কল্প

সংগ্রাম চালাতে না পারলে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি সৃষ্টি করার আগেই আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।"৩১

একই সংগে তিনি বিশেষ জোড় দিয়েছিলেন মজুরীনীতি সম্পর্কে প্যারী কমিউনের নীতিতে অবিচল থাকার ব্যাপারে, অর্থাৎ সমস্ত সরকারী কর্মচারীরাই শ্রমিকদের সংগে তুলনীয় মাইনে পাবে এবং একমাত্র বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদেরকেই বেশি মাইনে দেওয়া হবে। অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে সোভিয়েত অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পর্যন্ত লেনিনের নির্দেশগুলি মূলতঃ প্রতিপালিত হয়েছিলো—পার্টি ও সরকারী সংস্থা ও অর্থনৈতিক সংগঠনগুলির নেতৃস্থানীয় কর্মীরা এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পার্টি-সদস্যরা মোটামুটিভাবে শ্রমিকদের মজুরীর সমান মাইনে পেতেন।

সে সময় কমিউনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার রাজনীতি ও মতাদর্শ এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন যাতে কোরে কোনো বিভাগের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের ক্ষমতার অপব্যবহার অথবা নৈতিক বা রাজনৈতিক অধঃপতন রোধ করা যায়।

স্তালিনের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি সর্বহারা একনায়কত্ব ও সমাজতান্ত্রিক পথে অবিচল ছিলো এবং পুঁজিবাদের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালিয়েছিলো। মর্মবস্তুর বিচারে ট্রট্স্কিপন্থী, জিনোভিয়েৎপন্থী ও বুখারিন্‌পন্থীদের বিরুদ্ধে স্তালিনের সংগ্রামগুলি ছিলো পার্টির মধ্যে সর্বহারা ও বুর্জোয়াদের মধ্যেকার শ্রেণী-সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী মধ্যেকার সংগ্রামেরই প্রতিফলন। এই সব সংগ্রামের অর্জিত বিজয় সোভিয়েত ইউনিয়নের পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বুর্জোয়াদের ব্যর্থ চক্রান্তকে বিধ্বস্ত কোরে দিয়েছিলো।

এটা অনস্বীকার্য যে, স্তালিনের মৃত্যুর আগে থেকেই কিছু কিছু লোককে বেশি মাইনে দেওয়া হচ্ছিলো এবং কিছু কিছু ধনী কর্মী ইতি মধ্যেই অধঃপতিত হয়ে বুর্জোয়া উপাদানে পরিণত হয়েছিলো। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে সিপিএসইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটি উনবিংশতম পার্টি-কংগ্রেসের রিপোর্টে এটা দেখিয়ে দিয়েছিলো যে, কিছু কিছু পার্টি সংগঠনে অধঃপতন ও দুর্নীতি দেখা যাচ্ছে। এই সব সংগঠনের নেতারা সেইসব সংগঠনগুলিকে পুরোপুরি

৩১ লেনিন : "'খাদ্যট্যাক্স সম্পর্কে' পুস্তিকার পরিকল্পনা"/'সংকলিত রচনাবলী' : ইংরাজী/মস্কো : ১৯৫০/খণ্ড ৩২ : পৃঃ ৩০১

তাদের নিজেদের লোকদের ছোটো ছোটো গোষ্ঠিতে পরিণত করেছিলো এবং "তাদের গোষ্ঠিগত স্বার্থকে পার্টি ও রাষ্ট্রের চেয়েও উঁচুতে স্থান দিচ্ছিলো"। শিল্প-সংস্থাগুলির কিছু কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারী "এইসব সংস্থাগুলি তাদের দায়িত্বে ন্যস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থ, তা ভুলে গিয়ে সেগুলিকে নিজেদের ব্যক্তিগত জমিদারিতে পরিণত করেছিলো"। "যৌথ-খামারগুলির সাধারণ গবাদি পশুকে রক্ষা করার বদলে" কৃষি বিভাগের কিছু পার্টি ও সোভিয়েত কর্মচারী ও কর্মী "যৌথ খামারের সম্পত্তি দখল করতে ব্যাপৃত ছিলো"। সাংস্কৃতিক, শৈল্পিক ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আক্রমণ কোরে ও তার ওপর কলংক লেপন কোরে লেখা হচ্ছিলো এবং বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একচেটিয়া ধরণের এক "আর্কচেয়েভ রাজত্ব" গড়ে উঠেছিলো।

ক্রুশ্চভ সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করার পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রেণী সংগ্রামের পরিস্থিতিতে এক মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

ক্রুশ্চভ একঝাড় সংশোধনবাদী কর্মনীতি কার্যকরী করেছে, যেগুলি বুর্জোয়াদের স্বার্থ সিদ্ধ করেছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

"ব্যক্তিপূজার বিরোধিতা"-র অজুহাতে ক্রুশ্চভ সর্বহারা একনায়কত্ব ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কুৎসা করেছে এবং কার্যতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছে। স্তালিনকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ কোরে দিয়ে সে আসলে স্তালিন যাকে উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন সেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকেই নস্যাৎ কোরে দিয়েছে এবং সংশোধনবাদী প্লাবনের দুয়ার খুলে দিয়েছে।

"প্রত্যেকের সামর্থ্যের অনুসারে থেকে প্রত্যেকের কাজ অনুসারে"-র সমাজতান্ত্রিক নীতির বদলে ক্রুশ্চভ "বৈষয়িক উৎসাহ"-র নীতিকে স্থাপন করেছে। মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক এবং শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেকার আয় বৈষম্যকে না কমিয়ে সে বরং তা বাড়িয়ে দিয়েছে। সে উচ্চস্থানীয় অধঃপতিতদের সমর্থন করেছে এবং আরো বেশি বিবেকহীনভাবে নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার কোরে সোভিয়েত জণগণের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করার ব্যাপারে তাদেরকে মদৎ দিয়েছে। এভাবে সে সোভিয়েত সমাজে শ্রেণী-বিভাজনকে আরো বেশি ত্বরান্বিত কোরে তুলেছে।

ক্রুশ্চভ সোভিয়েতের পরিকল্পিত অর্থনীতির ক্ষতিসাধন করছে, মুনাফার পুঁজিবাদী নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত করছে, পুঁজিবাদী মুক্ত প্রতিযোগিতার বিকাশ ঘটাচ্ছে এবং জনগণের সমাজতান্ত্রিক মালিকানাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

ক্রুশ্চভ সমাজতান্ত্রিক কৃষি পরিকল্পনার ব্যবস্থাকে 'আমলাতান্ত্রিক' ও 'অপ্রয়োজনীয়' আখ্যা দিয়ে আক্রমণ করছে। মার্কিণ খামারের বৃহৎ মালিকদের কাছ থেকে শিক্ষা নেবার আগ্রহে সে পুঁজিবাদী পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে উৎসাহ দিচ্ছে, কুলাক অর্থনীতির জন্ম দিচ্ছে এবং সমাজতান্ত্রিক যৌথ অর্থনীতির ক্ষতিসাধন করছে।

ক্রুশ্চভ সোভিয়েত জনগণের মধ্যে বুর্জোয়া মতাদর্শ এবং বুর্জোয়া স্বাধীনতা, সাম্য, সৌভ্রাত্র ও মানবিকতা ফেরি করছে, বুর্জোয়া ভাববাদ ও অধিবিদ্যা এবং বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, মানবতাবাদ ও নিষ্ক্রিয় শান্তিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা ছড়াচ্ছে এবং এভাবে সমাজতান্ত্রিক নীতিবোধকে হেয় করছে। পাশ্চাত্যের পচা বুর্জোয়া সংস্কৃতি এখন সোভিয়েত ইউনিয়নে ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি কোণঠাসা ও আক্রান্ত হচ্ছে।

'শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা'র সাইনবোর্ডের আড়ালে ক্রুশ্চভ এখন মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক শিবির ও আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে ধ্বংস করছে, নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলির বিপ্লবী সংগ্রামের বিরোধিতা করছে, বৃহৎ-শক্তিসুলভ দাম্ভিকতা ও জাতীয় অহমিকার প্রকাশ ঘটাচ্ছে এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এ সবই করা হচ্ছে মুষ্টিমেয় লোকের কায়েমী স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন্য—যাকে সে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ, সমাজতান্ত্রিক শিবির ও সমগ্র দুনিয়ার মৌলিক স্বার্থের চেয়েও উঁচুতে স্থান দিচ্ছে।

ক্রুশ্চভের অনুসৃত লাইন হচ্ছে পুরোপুরি একটি সংশোধনবাদী লাইন। এই লাইনের ফলে মদৎ পেয়ে পুরোনো বুর্জোয়ারাই শুধু আহ্লাদে গদগদ হয়ে ওঠে নি, উপরন্তু সোভিয়েত পার্টি ও সরকার, রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও যৌথ-খামারের প্রধান কর্মকর্তা, এবং সংস্কৃতি, শিল্প বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে উচ্চতর বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে নোতুন বুর্জোয়া উপাদানগুলিও উদ্ভূত হচ্ছে।

বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নে নোতুন বুর্জোয়া উপাদানগুলিরই শুধু অভূতপূর্ব সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেনি, তাদের সামাজিক অবস্থানও মৌলিকভাবেই পাল্টে গেছে। ক্রুশ্চভ ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত তারা সোভিয়েত সমাজের

শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে নি। বিভিন্নভাবে তাদের কার্যকলাপ সীমিত ছিলো এবং তারা আক্রমণের সম্মুখীন হতো। কিন্তু পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বে ধাপে ধাপে দখল কোরে ক্রুশ্চভ ক্ষমতায় আসার পর থেকে নোতুন বুর্জোয়া উপাদানগুলি পার্টি ও সরকার এবং অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য বিভাগে শাসন ক্ষমতায় এসেছে এবং সোভিয়েত সমাজে এক সুবিধে-ভোগী স্তরের জন্ম দিয়েছে।

এই সুবিধেভোগী স্তরটিই হচ্ছে বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নের বুর্জোয়া-শ্রেণীর প্রধান অংশ এবং ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের প্রধান সামাজিক ভিত্তি। ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র হচ্ছে সোভিয়েত বুর্জোয়াশ্রেণীর এবং বিশেষতঃ তার সুবিধেভোগী স্তরের রাজনৈতিক প্রতিনিধি।

একের পর এক বহিষ্কার পর্ব চালিয়ে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র দলে দলে কর্মীকে সমগ্র দেশ জুড়ে, কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় সংগঠন পর্যন্ত নেতৃত্বকারী পার্টি সরকারী সংস্থা থেকে শুরু কোরে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিভাগ পর্যন্ত, সরিয়ে দিয়েছে, যাদের ওপর তাদের আস্থা নেই তাদেরকেই বরখাস্ত করেছে এবং তাদের অনুগত ব্যক্তিদের নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত করেছে।

সিপিএসইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটির উদাহরণই ধরা যাক। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৫২ সালে সিপিএসইউ'র উনবিংশ কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৭০ জনই যথাক্রমে ১৯৫৬ ও ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত বিংশ ও দ্বাবিংশ কংগ্রেসে বহিষ্কৃত হয়েছে। এমন কি বিংশ কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যেও প্রায় অর্ধেকেই দ্বাবিংশ কংগ্রেসে বহিষ্কৃত হয়েছে।

কিংবা স্থানীয় সংগঠনগুলির কথাই দেখা যাক। দ্বাবিংশ কংগ্রেসের ঠিক আগে "কর্মীদের পুনর্ণবীকরণের" অজুহাতে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র, অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যান অনুসারেই, বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং অঞ্চল-গুলির পার্টি-কমিটির প্রায় ৪৫% সদস্যকে, এবং পৌর জেলা পার্টিকমিটি-গুলির প্রায় ৪০% সদস্যকে পদচ্যুত করেছে। ১৯৬৩ সালে পার্টিকে "শিল্প" ও "কৃষি" পার্টি কমিটিতে বিভক্ত করার অজুহাতে তার বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং অঞ্চলগুলির পার্টিকমিটিগুলির প্রায় অর্ধেক সদস্যকে পদচ্যুত করেছে।

এ ধরনের একের পর এক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সোভিয়েতের সুবিধেভোগী স্তরটি পার্টি, সরকার ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনগুলিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

এই সুবিধেভোগী স্তরটির লোকেরা জনগণকে সেবা করার দায়িত্বকে জনগণের ওপর প্রভুত্ব করবার অধিকারে রূপান্তরিত করেছে। তাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠির ব্যক্তিগত সুবিধের জন্য তারা উৎপাদনের উপকরণ ও জীবনযাত্রার ওপর তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছে।

এই সুবিধেভোগী স্তরটির সদস্যরা সোভিয়েত জনগণের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করছে এবং সাধারণ একজন সোভিয়েত শ্রমিক বা কৃষকদের চেয়ে কয়েক ডজন গুণ বা এমনকি কয়েকশতগুণ অর্থ পকেটস্থ করছে। শুধু উঁচু মাইনে উঁচু পুরস্কার, উঁচু স্বত্ব ও অন্যান্য ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধের মাধ্যমেই তারা এই বেশি টাকা পকেটস্ত করছে না, উপরন্ত তাদের সুবিধেভোগী অবস্থানকেও ব্যবহার কোরে তারা জনগণের সম্পদ তছরূপ করছে ও ঘুষ নিচ্ছে। সোভিয়েতের মেহনতী জনগণের থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা বুর্জোয়াদের মতো পরজীবী ও অবক্ষয়ী জীবন যাপন করছে।

মতাদর্শগতভাবে এই সুবিধেভোগী স্তরের লোকেরা পুরোপুরি অধঃপতিত হয়েছে, বলশেভিক পাটির বিপ্লবী ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়েছে এবং সোভিয়েত মেহনতী জনতার মহান আদর্শগুলিকে পদদলিত করেছে। তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিবোধী। তারা নিজেরা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং অন্যদেরকেও বিপ্লবের পথ থেকে বিচ্যুত করতে চাইছে। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান ও রাজনৈতিক শাসনকে জোরদার কোরে তোলাটাই হচ্ছে তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দখল কোরে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র গৌরবময় বিপ্লবী ঐতিহ্যসম্পন্ন সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টিকে একটি সংশোধনবাদী পাটিতে পরিণত করছে। তারা সর্বহারার একনায়কত্বাধীন সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করছে। জনগণের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা ও সমাজতান্ত্রিক যৌথ-মালিকানাকে তারা ধাপে ধাপে এই সুবিধেভোগী স্তরের মালিকানায় রূপান্তরিত করেছে।

সবাই দেখেছে, কীভাবে টিটো চক্র সংশোধনবাদের পথ গ্রহণ করার পর

থেকে, এখনও পর্যন্ত 'সমাজতন্ত্র'-এর সাইনবোর্ড টাঙানো থা লেও, যুগোশ্লাভিয়ার জনগণ-বিরোধী এক আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে; এবং যুগোশ্লাগিয়ার রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তারা সর্বহারার একনায়কত্বধীন থেকে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রে এবং তার সমাজতান্ত্রিক গণ-অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে, ক্রুশ্চভ চক্রও টিটোর অনুসৃত পথই গ্রহণ করেছে। ক্রুশ্চভ বেলগ্রেডকে তার মক্কা হিসেবে গ্রহণ করেছে, বারবার টিটোচক্রের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেবার কথা বলছে, এবং একথাও ঘোষণা করছে যে, সে এবং টিটোচক্র "এক ও অভিন্ন ভাবধারারই লোক এবং একই তত্ত্বের অনুসারী" [৩২] এটা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।

ক্রুশ্চভের সংশোধনবাদের ফলে মহান সোভিয়েত জনগণের রক্ত ও ঘাম দিয়ে তৈরী দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ পুঁজিবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠার অভূতপূর্ব বিপদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

সোভিয়েত জনগনের বিরুদ্ধে তাদের নির্মম শ্রেণী-স গ্রামকে ঢেকে রাখবার জন্যই ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র "সোভিয়েত ইউনিয়নে আর শত্রুতামূলক শ্রেণীগুলি বা শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্ব নেই" বলে গাল-গপ্পো ছড়াচ্ছে।

ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র যাদের প্রতিনিধিত্ব করছে সেই সুবিধেভোগী স্তরটি সোভিয়েতের মোট জনস খ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। সোভিয়েত কর্মীদের মধ্যেও তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ যে সোভিয়েত জনগণ এবং সোভিয়েত কর্মি ও কমিউনিষ্টদের যে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, এই স্তরটি ঠিক তাদের বিপরীতে অবস্থান করছে। সোভিয়েত জনগণের সংগে তাদের দ্বন্দ্বটিই বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরকার প্রধান দ্বন্দ্ব, এবং এটা একটা মীমাংসার অতীত ও শত্রুতামূলক শ্রেণী দ্বন্দ্ব।

লেনিন কর্তৃক গড়ে-তোলা মহান সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি ও মহান সোভিয়েত জনগণ যুগান্তকারী বিপ্লবী উদ্যোগের পরিচয় দিয়েছেন অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, শ্বেতরক্ষীদের ও একডজনেরও বেশি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সশস্ত্র আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তারা দেখিয়েছেন সাহসিকতা ও দৃঢ়তার

---

৩২ ক্রুশ্চভ : যুগোশ্লাভিয়ার ব্রিয়নিতে বিদেশী সাংবাদিকদের স গে সাক্ষাৎকার/আগষ্ট ২৮, ১৯৬৩

পরিচয়, শিল্পায়ন ও কৃষির যৌথকরণের সংগ্রামে তারা অর্জন করেছেন অভূতপূর্ব বিরাট সাফল্য, জার্মান ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক যুদ্ধে প্রচণ্ড গৌরবময় বিজয় অর্জন কোরে তারা বাঁচিয়েছেন সমগ্র মানবসমাজকে। ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের রাজত্বেও সিপিএসইউ'র অধিকাংশ সদস্য ও ব্যাপক সোভিয়েত জনগণ লেনিন ও স্তালিন কর্তৃক গড়ে-তোলা গৌরবময় বিপ্লবী ঐতিহ্যকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তারা এখনও সমাজতন্ত্রের পক্ষেই রয়েছেন এবং সাম্যবাদে পৌঁছোবার আকাংখা পোষণ করছেন। সুবিধেভোগী স্তরটির নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে ব্যাপক সোভিয়েত শ্রমিক যৌথ-খামারের কৃষক এবং বুদ্ধিজীবিরা বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠছেন। সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতক এবং পুঁজিবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠার সহায়ক ক্রুশ্চভ চক্রের সংশোধনবাদী স্বরূপটা তারা আরো বেশি স্পষ্ট কোরে আজ বুঝতে পারছেন। সোভিয়েত কর্মীদের মধ্যে অনেকে আছেন, যারা এখনও সর্বহারার বিপ্লবী অবস্থানেই অবিচল রয়েছেন, সমাজতান্ত্রিক পথেই দৃঢ় রয়েছেন এবং ক্রুশ্চভের সংশোধনবাদের দৃঢ় বিরোধিতা করছেন। ব্যাপক সোভিয়েত জনগণ, কমিউনিষ্ট ও কর্মীরা ক্রুশ্চভ চক্রের সংশোধনবাদী লাইনকে প্রতিহত ও বিরোধিতা করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করছেন, যাতে কোরে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র অতো সহজে পুঁজিবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠা না করতে পারে। মহান সোভিয়েত জনগণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন মহান অক্টোবর বিপ্লবের গৌরবময় ঐতিহ্যকে রক্ষা করবার জন্য, সমাজতন্ত্রের বিরাট বিজয়সমূহকে অটুট রাখবার জন্য এবং পুঁজিবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠার চক্রান্তকে বিধ্বস্থ কোরে দেবার জন্য।

'তথাকথিত সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রের তত্ত্বের খণ্ডন

সিপিএসইউ'র দ্বাবিংশ কংগ্রেস ক্রুশ্চভ খোলাখুলিভাবে সর্বহারা একনায়কত্বের বিরোধিতা করলো এবং সর্বহারা একনায়কত্বের বদলে "সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলো। সিপিএসইউ'র কর্মসূচীতে লিখে দেওয়া হলো : সর্বহারা একনায়কত্ব "সোভিয়েত ইউনিয়নে আর অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়", "সর্বহারা একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে যে রাষ্ট্র উদ্ভুত হয়েছিলো, নোতুন সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তা সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।"

যাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান আছে, তাঁরাই জানেন যে, রাষ্ট্রের ধারণাটিই একটি শ্রেণীগত ধারণা। লেনিন দেখিয়ে গেছেন, "রাষ্ট্রের পার্থক্য সূচক বৈশিষ্ঠ্যই হচ্ছে এমন এক শ্রেণীর অস্তিত্ব, যাদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রয়েছে।"[৩৩] রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামের হাতিয়ার, একটি শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীকে দমন করার যন্ত্র। প্রত্যেক রাষ্ট্রই কোনো না কোনো শ্রেণীর একনায়কত্ব। যতোদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকছে, ততোদিন তা শ্রেণীর উর্ধে অবস্থিত বা সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র হতে পারে না।

সর্বহারাশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক দল কখনও তাদের মতামত গোপন করে না। তারা প্রকাশ্যেই একথা ঘোষণা করে যে, সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যই হচ্ছে বুর্জোয়া শাসনের অবসান ঘটিয়ে সর্বহারা একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর সর্বহারাশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক দলকে বিরামহীনভাবে সর্বহারা একনায়কত্বের ঐতিহাসিক দায়িত্বগুলি প্রতিপালিত করার এবং শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণী-বিভেদ বিলুপ্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়, যাতে রাষ্ট্র উঠে যেতে পারে। কেবলমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাদের দলগুলিই জনগণকে ঠকাবার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রেণী-চরিত্রকে সর্বপ্রকারে ঢেকে রাখতে চায় এবং তাদের অধীন রাষ্ট্রযন্ত্রকে "সমগ্র জনগণের" ও "শ্রেণীর উর্দ্ধে অবস্থিত" বলে বর্ণনা করে। ক্রুশ্চভ যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বহারা একনায়কত্বের অবসানের কথা ঘোষণা করেছেন এবং" সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রের" তত্ত্ব হাজির করেছে, এ ঘটনা থেকেই ধরা পড়ছে যে, সে রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার বদলে বুর্জোয়া মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তাদের কুযুক্তির সমালোচনা করতেই ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদীচক্র তড়িঘড়ি নিজেদের সমর্থন করার জন্য "সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রের" এক তথাকথিত তাত্বিক ভিত্তি আবিষ্কার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছে। তারা এখন বলছে, মার্কস ও লেনিন যে সর্বহারা একনায়কত্বের ঐতিহাসিক পর্যায়ের কথা বলে গেছে, সেটা হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সাম্য-

---

৩৩ লেনিন: "নারেদ্‌নিকবাদের অর্থনৈতিক মর্মবস্তু এবং স্ত্রী ট্রুভের বইয়ে তার সমালোচনা"/'নির্বাচিত রচনাবলী': ইংরাজী মস্কো: ১৯৬০ ১ম খণ্ড: পৃ: ৪১৯

বাদের প্রথম স্তরে উত্তরণের পর্যায়, সাম্যবাদের উচ্চতর স্তর নয়। তারা আরও বলেছে যে, "রাষ্ট্র উঠে যাবার আগেই সর্বহারা একনায়কত্বের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে,"[৩৪] এবং সর্বহারা একনায়কত্বের পরবর্তী পর্যায়টিই হচ্ছে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র"।

এ সবগুলিই হচ্ছে সম্পূর্ণ কুযুক্তি।

মার্কস তাঁর "গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা" গ্রন্থে এই বিখ্যাত তত্ত্বটি তুলে ধরেন যে, সর্বহারা একনায়কত্ব হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের পর্যায়ের রাষ্ট্র। লেনিন এই মার্কসীয় তত্ত্বের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন:

> মার্কস তাঁর 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা' গ্রন্থে বলেছিলেন: "পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী সমাজের মাঝে রয়েছে একটি থেকে অন্যটিতে বিপ্লবী রূপান্তরের পর্যায়। এরই সংগে সংশ্লিষ্ট রয়েছে এক রাজনৈতিক উত্তরণের পর্যায়, যেখানে রাষ্ট্র **সর্বহারা বিপ্লবীর একনায়কত্ব** ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।"
>
> এখনও পর্যন্ত সমাজতন্ত্রীরা এই তত্ত্বের বিরোধীতা করে নি, যদিও এর মানে দাঁড়াচ্ছে বিজয়ী সমাজতন্ত্র পূর্ণ সাম্যবাদে বিকশিত হবার সময় পর্যন্তই **রাষ্ট্রের** অস্তিত্বের স্বীকৃতি।[৩৫]

তিনি আরও বলেছিলেন:

> রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের শিক্ষা একমাত্র তারাই উপলব্ধি করতে পেরেছে, যারা এটা বুঝেছে যে, **একটি** শ্রেণীর একনায়কত্ব সাধারণভাবে প্রতিটি শ্রেণী-সমাজের জন্যই কেবল প্রয়োজন নয়, বুর্জোয়াদের উৎখাতকারী সর্বহারাশ্রেণীর জন্যই কেবল তা প্রয়োজন নয়, উপরন্তু পুঁজিবাদ ও 'শ্রেণীহীন সমাজ' তথা সাম্যবাদের মধ্যে ব্যবধান রচনাকারী সমগ্র **ঐতিহাসিক পর্যায়ের** জন্যও তা প্রয়োজন।[৩৬]

এটা খুবই সুস্পষ্ট যে, মার্কস ও লেনিনের মতে, সর্বহারা একনায়কত্ব যে

---

৩৪ "সাম্যবাদ গড়ে তোলার কর্মসূচী"। 'প্রাভদা'-র সম্পাদকীয় নিবন্ধ: আগষ্ট ১৮, ১৯৬১।

৩৫ লেনিন: "আত্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনার সারসংকলন", রচনাবলী ইংরাজী/ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউ ইয়র্ক: ১৯৪২/খণ্ড ১৯: পৃ: ২৬৯-৭০

৩৬ লেনিন: "রাষ্ট্র ও বিপ্লব"/'নির্বাচিত রচনাবলী'/খণ্ড ২: অংশ ১ পৃ:২৩৪

ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে বিরাজ করে, তা ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের দাবী-মতো পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদের শুধুমাত্র প্রথম স্তরে উত্তরণেরই পর্যায় নয়, বরং তা হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে 'পূর্ণ সাম্যবাদে' উত্তরণের, সমস্ত শ্রেণী-বিভেদ বিলুপ্ত হবার ও 'শ্রেণীহীন সমাজ' অর্জিত হবার সময়ে উত্তরণের, অর্থাৎ সাম্যবাদের উচ্চতর স্তরে উত্তরণের, সমগ্র পর্যায়।

তার সংগে এটাও সুস্পষ্ট যে, মার্কস ও লেনিন কর্তৃক বর্ণিত পর্যায়ে রাষ্ট্র হচ্ছে সর্বহারা একনায়কত্ব এবং তা ছাড়া আর কিছুই নয়। সর্বহারা একনায়কত্ব হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদের উচ্চতর স্তরে উত্তরণের সমগ্র পর্য্যায়েরই রাষ্ট্র, মানব ইতিহাসে রাষ্ট্রের সর্বশেষ রূপ। সর্বহারা একনায়কত্ব উবে যাওয়ার অর্থই দাঁড়াবে রাষ্ট্রেরও উবে যাওয়া। লেনিন বলেছেন:

> সমাজতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সমগ্র ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে মার্কস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, রাষ্ট্র উবে যেতে বাধ্য, এবং তার উবে যাওয়ার উত্তরণকালীন (রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রহীনতায়) রূপ হবে "শাসকশ্রেণী হিসেবে সংগঠিত সর্বহারাশ্রেণী"।[৩৭]

ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সময়ে এই সর্বহারা একনায়কত্ব বিভিন্ন রূপ নিতে পারে, কিন্তু সব সময়ে তার মর্মবস্তু একই থাকবে। লেনিন বলেছিলেন:

> পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ অতি অবশ্যই প্রচণ্ড রকমের অসংখ্য ও বিভিন্ন রাজনৈতিক রূপের জন্ম দেবে, কিন্তু তার মর্মবস্তু সব সময়ই থাকবে একই: **সর্বহারা একনায়কত্ব**।[৩৮]

কাজেই দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্র উবে যাবার আগেই সর্বহারা একনায়কত্বের অবসান ঘটবে এবং তারপরে আসবে "সমগ্র জনগনের রাষ্ট্রের" স্তর—এ বক্তব্য মোটেই মার্কস বা লেনিনের বক্তব্য নয়, বরং তা সংশোধনবাদী ক্রুশ্চভেরই আবিষ্কার।

তাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র অনেক কষ্টে মার্কসের একটা বাক্য খুঁজে পেয়েছে এবং প্রসংগ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বাক্যটিকে উদ্ধৃত কোরে তার অর্থ বিকৃত

---

৩৭ ঐ/পৃঃ২৫৬-৫৭

৩৮ ঐ/পৃঃ ২৩৪

করেছে। 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা' গ্রন্থে মার্কস কর্তৃক ব্যবহৃত সাম্যবাদী সমাজে ভবিষ্যৎ **রাষ্ট্রের প্রকৃতি** (ইংরাজীতে 'nature of the state', জার্মান ভাষায় 'Staatsween') কথাটিকে তারা খেয়ালখুশিমতো "সাম্যবাদী সমাজের অবস্থা' ('State of Communist society'), যেখানে আর সর্বহারা একনায়কত্বের অস্তিত্ব নেই"[৩৯] বলে বর্ণনা করেছে। প্রচণ্ড উল্লাসে তারা ঘোষণা করেছে, চীনারা মার্কস থেকে এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে সাহসই করবে না। ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র ভেবে নিয়েছে, এ কথাটি তাদের খুব সাহায্য করবে।

কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে, সংশোধনবাদীরা যে মার্কসবাদকে বিকৃত করার জন্য এই কথাটিকে ব্যবহার করতে পারে, লেনিন তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁর 'রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদ' রচনায় এর চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "......সর্বহারা একনায়কত্ব হচ্ছে একটি 'রাজনৈতিক উত্তরণের পর্যায়'......কিন্তু মার্কস বলছেন 'সাম্যবাদী সমাজে ভবিষ্যৎ **রাষ্ট্রের প্রকৃতির**' কথা !! তাহলে '**সাম্যবাদী সমাজেও**' রাষ্ট্র থেকে যাবে !! এটা কি পরস্পর-বিরোধী কথা নয় ?" লেনিন জবাব দিয়েছিলেন—"না।" তিনি তারপর পুঁজিবাদী রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্র উবে যাবার অবস্থা পর্যন্ত বিকাশের প্রক্রিয়াকে তিনটি স্তরে সাজিয়ে দেখিয়েছিলেন:

প্রথম স্তর—পুঁজিবাদী সমাজ, বুর্জোয়া কর্তৃক রাষ্ট্র প্রয়োজন—বুর্জোয়া রাষ্ট্র।

দ্বিতীয় স্তর—পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের পর্যায়, সর্বহারা কর্তৃক রাষ্ট্র প্রয়োজন— সর্বহারা একনায়কত্ব।

তৃতীয় স্তর—সাম্যবাদী সমাজ, রাষ্ট্রের প্রয়োজন নেই, তা উবে যাচ্ছে।

তিনি সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন: "পুরোপুরি সামঞ্জস্য ও স্পষ্টতা !"

লেনিনের এই সাজানো থেকে শুধুমাত্র বুর্জোয়া রাষ্ট্র, সর্বহারা একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র উবে যাবার অবস্থা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এবং এ থেকে লেনিন স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সাম্যবাদে পৌছানোর পরই কেবল রাষ্ট্র উবে যায় ও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

---

৩৯ সুসলভ: "সিপিএসইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট", ফেব্রুয়ারী। ১৯৬৪/'নিউ টাইমস' পত্রিকা: ইংরাজী/সংখ্যা ১৫, ১৯৬৪: পৃঃ ৬২।

অথচ মজার কথা, লেনিনের 'রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কস্‌বাদ' রচনার ঠিক এই অংশটাই ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র উদ্ধৃত করেছে তাদের ভুলের সাফাই গাইবার জন্য। এবং তারপর তারা মূর্খের মতো নিম্নলিখিত বক্তব্য রেখেছে :

> লেনিনের মতামতের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত প্রথম দু'টি স্তর আমাদের দেশে ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে উদ্ভব ঘটেছে ও বিকশিত হচ্ছে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র—**সাম্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা, সাম্যবাদের প্রথম স্তরের** রাষ্ট্র।[৪০]

সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিন-বর্ণিত প্রথম দু'টি স্তর যদি ইতিহাসেই পরিণত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তো রাষ্ট্র উবে যাবারই কথা, তাহলে "সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র' বস্তুটা আবার কোথ থেকে এলো ? আর রাষ্ট্র যদি এখনও পর্যন্ত উবে না-ই গিয়ে থাকে, তবে অবশ্যই থাকা উচিত সর্বহারা একনায়কত্ব —কোনো ক্রমেই "সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র" নয়।

"সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রের" পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র সর্বহারা একনায়কত্বকে অগণতান্ত্রিক বলে কুৎসা করেছে। তাদের মতে, সর্বহারা একনায়কত্বের বদলে "সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠা কোরেই কেবল গণতন্ত্রকে আরও বিকশিত করা যায় এবং "সমগ্র জনগণের প্রকৃত গণতন্ত্রে পরিণত করা যায়।" ক্রুশ্চভ ভণ্ডামি কোরে আরও বলেছে যে, সর্বহারা একনায়কত্বের অবসান "গণতন্ত্রের সাগ্রহ বিকাশের লাইনকেই" সূচিত করেছে এবং "সর্বহারা একনায়কত্ব সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে পরিণত হচ্ছে।"[৪১]

এ সব উক্তি থেকে এটাই ধরা পড়ছে যে, বক্তারা হয় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অথবা ঘৃণাভরে তারা একে বিকৃত করছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সামান্য জ্ঞানও যাদের আছে, তারাই জানেন যে, রাষ্ট্রের রূপ হিসেবে, একনায়কত্বের মতোই, গণতন্ত্রের ধারণাটিও একটি শ্রেণীগত ধারণা। শুধুমাত্র শ্রেণীগত গণতন্ত্রই হতে পারে, "সমগ্র জনগণের গণতন্ত্র' বলে কিছুই হতে পারে না। লেনিন বলেছেন :

---

৪০ "শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কাছ থেকে সমগ্র সোভিয়েত জনগণের প্রতি'/ 'পার্টিনায়া ঝিঝ্‌ন' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ : সংখ্যা ৮ : ১৯৬৪

৪১ ক্রুশ্চভ : সিপিএসইউ'র ২২তম কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট/অক্টোবর : ১৯৬১, এবং কংগ্রেস প্রদত্ত কর্মসূচী সম্পর্কে রিপোর্ট।

ব্যাপক জনগণের জন্য গণতন্ত্র এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, অর্থাৎ গণতন্ত্র থেকে বাদ দিয়ে, জনগণের শোষক ও নিপীড়কদের দমন—পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে **উত্তরণের** সময়ে গণতন্ত্রের এরকম পরিবর্তনই ঘটে থাকে। ৪২

শোষক শ্রেণীগুলির ওপর একনায়কত্ব এবং মেহনতী জনগণের মধ্যে গণতন্ত্র—এই হচ্ছে সর্বহারা একনায়কত্বের দু'টি দিক। কেবলমাত্র সর্বহারা একনায়কত্বের অধীনেই ব্যাপক মেহনতী জনগণের জন্য গণতন্ত্রের বিকাশ ও অভূতপূর্ব ব্যাপ্তিতে তার বিস্তৃতি ঘটতে পারে। সর্বহারা একনায়কত্ব না থাকলে মেহনতী জনগণের কোনো প্রকৃত গণতন্ত্রই থাকতে পারে না।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র যেখানে আছে সেখানে সর্বহারা গণতন্ত্র নেই, এবং সর্বহারা গণতন্ত্র যেখানে আছে, সেখানে বুর্জোয়া গণতন্ত্র নেই। একটি অন্যটিকে বাদ দিয়েই চলে। এটা অনিবার্য এবং এক্ষেত্রে কোনোরকম আপোষই চলতে পারে না। বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে যতো বেশি দূর করা হবে, সর্বহারা গণতন্ত্রের ততো বেশি বিকাশ ঘটবে। যেখানে এরকম অবস্থা, বুর্জোয়াদের মতে সেখানে গণতন্ত্র নেই। কিন্তু আসলে এটা হচ্ছে সর্বহারা গণতন্ত্রের বিকাশ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দূরীকরণ। সর্বহারা গণতন্ত্র যতো বেশি বিকাশলাভ করে; বুর্জোয়া গণতন্ত্র ততোই দূরীভূত হয়।

ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদীচক্র এই মৌলিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের বিরোধী। আসলে তাদের মতে শত্রুদের ওপর একনায়কত্ব প্রযুক্ত হলে সেখানে গণতন্ত্রেরই অভাব ঘটছে, এবং তাই গণতন্ত্রের বিকাশের একমাত্র পথ হচ্ছে শত্রুদের ওপর একনায়কত্ব প্রয়োগের অবসান, তাদেরকে দমন করার অবসান এবং "সমগ্র জনগণের জন্য গণতন্ত্রের" প্রতিষ্ঠা।

এই বক্তব্য দলত্যাগী কাউট্স্কির 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের' ধারণার সংগে একই ধাতুতে গড়া। কাউট্স্কিকে সমালোচনা কোরে লেনিন বলেছিলেন :

> 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্র' শুধুমাত্র শ্রেণী-সংগ্রাম ও রাষ্ট্রের চরিত্র অনুধাবনে অক্ষমতার পরিচায়ক একটি **অজ্ঞ** ধারণাই নয়, তা একটি সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভ কথাও বটে, কারণ সাম্যবাদী সমাজে পরিবর্তন ও অভ্যাসে পরিণতির

---

৪২ লেনিন : "রাষ্ট্র ও বিপ্লব"/'নির্বাচিত রচনাবলী' : ইংরাজী/খণ্ড ২ : অংশ ১ : পৃঃ ২৯১

> প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র **উবে যাবে,** কিন্তু কখনই 'বিশুদ্ধ' গণতন্ত্রে পরিণত হবে না।[৪৩]

তিনি আরও বলেছিলেন :

> বিকাশের দ্বন্দ্বতত্ত্বটি (প্রক্রিয়া) এরকম : স্বৈরাচার থেকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ; বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে সর্বহারা গণতন্ত্র , সর্বহারা গণতন্ত্র থেকে উবে যাওয়া।[৪৪]

অর্থাৎ সাম্যবাদের উচ্চতর স্তরে শ্রেণীসমূহ বিলুপ্ত হবার এবং সর্বহারা একনায়কত্ব উবে যাবার সংগে সংগে সর্বহারা গণতন্ত্রও উবে যাবে।

সোজা ভাষায় বলতে গেলে, "সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রের" মতো ক্রুশ্চভ্ কর্তৃক ঘোষিত "সমগ্র জনগণের গণতন্ত্রও"ও একটা ভাঁওতা মাত্র। এভাবে বুর্জোয়া ও প্রাচীন সংশোধনবাদীদের শতচ্ছিন্ন পোষাকগুলো জোগাড় কোরে তাতে জোড়াতালি লাগিয়ে নিজের চিহ্ন সেঁটে দেওয়াতে ক্রুশ্চভের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সোভিয়েতের জনগণ ও দুনিয়ার বিপ্লবী জনগণকে ধোঁকা দিয়ে সর্বহারা একনায়কত্বের প্রতি তার বিশ্বাসঘাতকতা ও সমাজতন্ত্রের প্রতি বিরোধিতাকে ঢেকে রাখা।

ক্রুশ্চভের "সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রের" মর্মবস্তুটি তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে ?

ক্রুশ্চভ সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বহারা একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে নিজের নেতৃত্বে সংশোধনবাদী চক্রের একনায়কত্ব, অর্থাৎ সোভিয়েতের বুর্জোয়াদের সুবিধেভোগী স্তরের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাস্তবে তার "সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র" মোটেই সর্বহারা একনায়কত্বের রাষ্ট্র নয়, বরং তা হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র যেখান তার মুষ্টিমেয় সংশোধনবাদী চক্র ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবিদের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। ক্রুশ্চভচক্রের শাসনাধীনে সোভিয়েত মেহনতী জনগণের কোনোই গণতন্ত্র নেই, গণতন্ত্র আছে কেবল ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের মুষ্টিমেয় লোকের গণতন্ত্র, সুবিধেভোগী স্তরের গণতন্ত্র, পুরোনো ও নোতুন বুর্জোয়াদের গণতন্ত্র। ক্রুশ্চভের "সমগ্র জনগণের গণতন্ত্র" হচ্ছে পুরোপুরি বুর্জোয়া গণতন্ত্র, অর্থাৎ সোভিয়েত জনগণের ওপর স্বৈরাচারী ক্রুশ্চভ চক্রের একনায়কত্ব।

---

৪৩ লেনিন : "সর্বহারা বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি"/ ঐ /খণ্ড ১ : অংশ ২: পৃঃ ৪৮

৪৪ লেনিন : "রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদ"/রুশ সংস্করণ : মস্কো, ১৯৫৮/পৃঃ ৪২

বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নে যে কেউ সর্বহারা অবস্থানে অবিচল থাকছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে উঁচুতে তুলে ধরছে এবং মুখ খুলবার সাহস রাখছে, তার ওপরেই নজর রাখা হচ্ছে, পেছনে লোক লাগানো হচ্ছে, ডেকে পাঠানো হচ্ছে, এবং এমন কি গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হচ্ছে, জেলে পুরে রাখা হচ্ছে বা 'মানসিক অসুস্থ' বলে ঘোষণা কোরে 'মানসিক হাসপাতালে' পাঠানো হচ্ছে। সম্প্রতি সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায়, যারাই সামান্যতম অসন্তোষ প্রকাশ করছে, তাদের বিরুদ্ধে 'সংগ্রাম' চালানো দরকার বলে ঘোষণা করেছে, এবং ক্রুশ্চভের কৃষিনীতির সমালোচনা করতে সাহসী 'পচা ভাঁড়দের' বিরুদ্ধে 'অব্যাহত লড়াই' চালাবার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এটা বিশেষভাবে স্তম্ভিত হবার মতো ব্যাপার যে, ক্রুশ্চভচক্র একাধিকবার ধর্মঘটী শ্রমিকদেরকে এবং প্রতিরোধরত জনতাকে রক্তাক্ত-ভাবে দমন করেছে।

সর্বহারা একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র বজায় রাখার ফর্মুলাই ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের গোপন কথাটি ফাঁস কোরে দিয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, তারা সর্বহারা একনায়কত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী, কিন্তু নিজেদের ধ্বংসের আগে পর্যন্ত তারা রাষ্ট্রক্ষমতা ছাড়বে না। ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখল কোরে রাখার চরম গুরুত্বটা ভালো কোরেই বোঝে। সোভিয়েত জনগণ ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের দমন করার জন্যই তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দরকার। সোভিয়েত ইউনিয়ন পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথের কাঁটা দূর করবার জন্যই তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দরকার। এগুলিই হচ্ছে ক্রুশ্চভের "সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র" এবং "সমগ্র জনগণের গণতন্ত্র"-এর সাইনবোর্ড টাঙানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য।

তথাকথিত সমগ্র জনগণের পার্টির তত্ত্বের খণ্ডন

সিপিএসইউ'র দ্বাবিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ আরেকটি সাইনবোর্ডও টাঙিয়েছে—কমিউনিষ্ট পার্টির সর্বহারা চরিত্র পরিবর্তনের সাইনবোর্ড। সে সর্বহারা-শ্রেণীর পার্টির বদলে "সমগ্র জনগণের পার্টি"-র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছে। সিপিএসইউ'র কর্মসূচীতে বলা হয়েছে ঃ

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয় অর্জন ও সোভিয়েত সমা-

৪৫ 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকা ঃ মার্চ ১০, ১৯৬৪

জের ঐক্য সুসংহত হবার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর কমিউনিষ্ট পার্টি পরিণত হয়েছে সোভিয়েত জনগণের অগ্রবাহিনীতে, সমগ্র জনগণের পার্টিতে।

সিপিএসইউ' কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠিতে বলা হয়েছেঃ সিপিএসইউ "সমগ্র জনগণের রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে"।

কী আজগুবি কথা!

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাধারণ জ্ঞান থেকেই আমরা জানি যে, রাষ্ট্রের মতো একটি রাজনৈতিক পার্টিও শ্রেণী-সংগ্রামের হাতিয়ার। প্রত্যেক রাজনৈতিক পার্টিরই শ্রেণী চরিত্র আছে। পার্টি-চেতনা হচ্ছে শ্রেণী-চরিত্রেরই সুসংবদ্ধ প্রতিফলন। শ্রেণী-হীন বা শ্রেণীর উর্ধে কোনো রাজনৈতিক পার্টি থাকতে পারে না। বিশেষ কোনো শ্রেণীর স্বার্থ সিদ্ধ করছে না, এমন কোনো "সমগ্র জনগণের পার্টি কোনোদিন ছিলো না, এখনও নেই।

সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি গড়ে ওঠে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী তত্ত্ব ও বিপ্লবী পদ্ধতি অনুসারে। এই পার্টি সর্বহারার ঐতিহাসিক দায়িত্বের প্রতি সর্বতোভাবে অনুগত অগ্রণী উপাদানদের নিয়ে গঠিত, সর্বহারা-শ্রেণীর সংগঠিত অগ্রবাহিনী এবং তার সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ। সর্বহারা পার্টি সর্বহারার স্বার্থেরই প্রতিনিধি এবং তার ইচ্ছের সুসংহত রূপ।

তা ছাড়া সর্বহারা পার্টি হচ্ছে একমাত্র পার্টি যা মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ নিয়ে গঠিত জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ, সর্বহারার স্বার্থ মেহনতী জনগণের স্বার্থের সংগে অভিন্ন, সর্বহারা পার্টি সর্বহারা হিসেবে তার ঐতিহাসিক ভূমিকার আলোকে এবং সর্বহারা ও মেহনতী জনগণের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে, এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসারে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে। শ্রমিকশ্রেণী থেকে উঠে-আসা সদস্যরা ছাড়াও সর্বহারা পার্টিতে অন্যান্য শ্রেণী থেকে উঠে-আসা সদস্যরাও থাকতে পারে। কিন্তু শেষোক্তরা সেই সব শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে পার্টিতে যোগ দেয় না। পার্টিতে যোগ দেবার মুহূর্ত থেকেই তাদেরকে পূর্বতন শ্রেণী- অবস্থান ত্যাগ কোরে সর্বহারা শ্রেণী-অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। মার্কস ও এঙ্গেলস্ বলেছেন:

> অন্যান্য শ্রেণীর এই ধরণের লোকেরা সর্বহারা আন্দোলনে যোগ দিলে তার প্রাথমিক শর্তই হবে এই যে, তারা তাদের সংগে বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া প্রভৃতি মানসিকতার অবশেষকে নিয়ে আসতে পারবে

না, বরং সর্বান্তঃকরণে তাদেরকে সর্বহারা দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে হবে।[৪৬]

সর্বহারা পার্টির চরিত্র সম্পর্কিত মূলনীতিগুলি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দীর্ঘদিন আগেই তুলে ধরেছে। কিন্তু ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের মতে, এগুলো সব "গতানুগতিক ফর্মুলা", এবং তাদের "সমগ্র জনগণের পার্টিই" নাকি "কমিউনিষ্ট পার্টির বিকাশের প্রকৃত দ্বান্দ্বিকতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৪৭] ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র তাদের "সমগ্র জনগণের পার্টি"-র সমর্থনে যুক্তির খোঁজে অনেক মাথা ঘামিয়েছে। ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে চীন ও সোভিয়েত পার্টির মধ্যে আলোচনার সময় এবং সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় তারা সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টিকে "সমগ্র জনগণের পার্টিতে" রূপান্তরের পক্ষে যুক্তি হিসেবে নিম্নলিখিত কারণগুলি হাজির করেছিলো:

(১) সিপিএসইউ সমগ্র জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে।

(২) সমগ্র জনগণ শ্রমিকশ্রেণীর মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেছে, এবং শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য—সাম্যবাদ গড়ে তোলা—সমগ্র জনগণের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।

(৩) সিপিএসইউ'র কর্মীরা হচ্ছে শ্রমিক, যৌথ-খামারের কৃষক ও বুদ্ধিজীবিদের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিনিধি। সিপিএসইউ তার কর্মীদের মধ্যে প্রায় শ'খানেক জাতিসত্তার প্রতিনিধিদের ঐক্যবদ্ধ করেছে।

(৪) পার্টির কার্যকলাপে প্রযুক্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সমগ্র জনগণের পার্টির চরিত্রের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ।

যে সব লোকেরা নিজেরাই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে পারে না, তারা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে কি? এক নজরেই ধরা পড়বে যে, ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের এই যুক্তিগুলির একটাতেও একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি যথাযথ গুরুত্বের পরিচয় দিচ্ছে না। সুবিধেবাদী মাথামোটাদের সংগে সংগ্রাম চালাতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন:

---

৪৬ মার্কস ও এঙ্গেলস: 'এ বেবেল, ডাবলিউ লেই'বখনেট, ডাবলিউ বার্ক ও অন্যান্যদের কাছে লেখা চিঠি" (সার্কুলার'), সেপ্টেম্বর ১৭-১৮, ১৮৭৯/মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত রচনাবলী/খণ্ড ২ : পৃ : ৪৪০।

৪৭ "শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কাছ থেকে সমগ্র সোভিয়েত জনগণের পার্টিতে"/ পার্টিনায়া ঝিঝন' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ: সংখ্যা ৮, ১৯৬৪।

> এটা খুবই কঠিন কমরেড, খুবই কঠিন! কিন্তু এসব লোকেরা যেসব প্রশ্নকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে পারছে না, সে প্রশ্নগুলি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, তার নিতান্ত অসার উত্তরগুলির বিচার করাটা মোটেই ক্ষতিকর হবে না।[৪৮]

আজকেও, সর্বহারা পার্টি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের নিতান্ত অসার বক্তব্যগুলিকে বিচার করাটা বিশেষ ক্ষতিকর হবে না। ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের মতে, সমগ্র জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে বলেই কমিউনিষ্ট পার্টির "সমগ্র জনগণের পার্টি" হয়ে ওঠা উচিত। তাহলে, প্রথম থেকেই কি এই পার্টির সর্বহারা পার্টি হবার বদলে "সমগ্র জনগণের পার্টি" হয়ে ওঠা উচিত ছিলো না?

ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের মতে, যেহেতু "সমগ্র জনগণ শ্রমিকশ্রেণীর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেছে," অতএব কমিউনিষ্ট পার্টির "সমগ্রজনগণের পার্টি" হওয়া উচিত। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন তীব্র শ্রেণী-বিভাজন ও শ্রেণী-সংগ্রাম চলছে, তখন কী কোরে এমন কথা বলা যায় যে, সোভিয়েতের সকলেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেছে? তাহলে কি একথা বলতে হবে যে, তোমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ পুরোণো ও নোতুন বুর্জোয়ারা সবাই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হয়ে উঠেছে? তোমাদের দাবীমতো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যদি সত্যি সত্যিই সমগ্র জনগণের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠে থাকে, তবে তা থেকে কি এই সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসছে না যে, তোমাদের দেশে পার্টি ও পার্টিহীনতায় আর কোনো তফাৎ নেই! তা হলে কি পার্টির অস্তিত্বটাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে না? তাহলে "সমগ্র জনগণের পার্টি" থাকা বা না থাকায় কী আসে যায়?

ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের মতে, কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে যেহেতু শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও সমস্ত জাতি সত্তার লোকেরা রয়েছে, অতএব তার "সমগ্র জনগণের পার্টি" হয়ে ওঠা উচিত। তার মানে কি এই যে, দ্বাবিংশ কংগ্রেসে "সমগ্র জনগণের পার্টির" ধারণা উপস্থাপিত করার আগে পর্যন্ত সিপিএসইউ'র সদস্যরা শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া অন্যান্য শ্রেণী থেকে আসতো

---

৪৮ লেনিন: "সবচেয়ে আগে ও সবচেয়ে বেশি দরকার সুস্পষ্টতা!/ 'সংকলিত রচনাবলী': ইংরাজী/মস্কো: ১৯৬৪, খণ্ড ২০: পৃঃ ৫৪৪

না? তার মানে কি এই যে, এর আগে পার্টির সদস্যরা শুধু একটি জাতিসত্তা থেকেই আসতো, সমস্ত জাতিসত্তা থেকে আসতো না? সদস্যদের সামাজিক পটভূমিকা দিয়েই যদি পার্টির চরিত্র নির্ধারণ করতে হয়, তাহলে দুনিয়ার অসংখ্য রাজনৈতিক পার্টিগুলি, বিভিন্ন শ্রেণী, জাতিসত্তা ও লোকদের মধ্যে থেকে যাদের সদস্যরা এসে থাকে, তাদেরকেও কি "সমগ্র জনগণের পার্টি" বলেই অভিহিত করা উচিত হবে না?

ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের মতে, পার্টির "সমগ্র জনগণের পার্টি" হয়ে ওঠা উচিত, কেননা তার কার্যকলাপের পদ্ধতি গণতান্ত্রিক। কিন্তু জন্মের প্রথম থেকেই, কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে ওঠে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ভিত্তিতে, সব সময়েই তাকে জনগণের মধ্যেকাজ করতে গিয়ে অনুসরণ করতে হয় গণ-লাইন এবং বোঝানো ও শিক্ষা দেবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। তাহলে কি জন্মের প্রথম দিন থেকেই কমিউনিষ্ট পার্টি "সমগ্র জনগণের পার্টি" হয়ে ওঠে না?

এক কথায়, ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের কোনো যুক্তিই খাটছে না।

"সমগ্র জনগণের পার্টি" নিয়ে হৈচৈ তোলা ছাড়াও ক্রুশ্চভ "উৎপাদন নীতির ভিত্তিতে পার্টি-সংগঠনগুলি গড়ে তোলার" অজুহাতে পার্টিকে "শিল্প পার্টি" ও "কৃষি পার্টিতে" ভাগ করেছে।[৪৯]

ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র বলেছে, তারা এটা করেছে, কেননা "সমাজতন্ত্রে অর্থনীতি রাজনীতির উর্ধে স্থান পায়",[৫০] কেননা, সাম্যবাদ নির্মানকাজের সমগ্র পর্যায় জুড়ে সামনে-এগিয়ে-আসা অর্থনৈতিক ও উৎপাদন সমস্যাগুলিকে তারা পার্টি-সংগঠনগুলির কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, এবং সেগুলিকে "তাদের সমস্ত কাজের ভিত্তি" কোরে তুলতে চায়।[৫১] ক্রুশ্চভ বলেছে, "আমরা মোটা কথায় বলে দিতে চাই যে, উৎপাদনই হচ্ছে পার্টির কাজের প্রধান বিষয়।"[৫২] শুধু তাই নয়, তারা এই সব বক্তব্য

---

৪৯ ক্রুশ্চভ: "সিপিএসইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট" / নভেম্বর, ১৯৬২

৫০ "অধ্যয়ন করো, জানো, কাজ করো"/'ইকনমিস্কায়া গেজেটা' পত্রিকার সম্পাদকীয় / সংখ্যা ৫০, ১৯৬২

৫১ "কমিউনিষ্ট ও উৎপাদন"/'কমিউনিষ্ট'-এর সম্পাদকীয়: সংখ্যা ২,১৯৬৩

৫২ ক্রুশ্চভ: "মস্কোর কালিনিন নির্বাচন-কেন্দ্রে বক্তৃতা"/ফেব্রুয়ারী ২৭,১৯৬৩

লেনিনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দাবী করেছে, তারা নাকি লেনিনের নীতি অনুসারেই কাজ করছে।

কিন্তু সিপিএসইউ'র ইতিহাসের সংগে পরিচিত সবাই-ই জানেন যে, সেগুলি লেনিনের বক্তব্য তো নয়, বরং লেনিন-বিরোধী বক্তব্য, ট্রট্স্কির বক্তব্য। এ ব্যাপারেও ক্রুশ্চভ ট্রট্স্কির একজন বিশ্বস্ত শিষ্য।

ট্রট্স্কি ও বুখারিনকে সমালোচনা করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন:

> রাজনীতি হচ্ছে অর্থনীতিরই সুসংবদ্ধ প্রকাশ············রাজনীতিকে অর্থনীতির ওপরে প্রাধান্য দিতেই হবে। অন্যরকম যুক্তি দেবার মানেই দাঁড়াবে মার্কসবাদের অ আ ক খ ভুলে যাওয়া।

তিনি এরপর বলেছিলেন:

> ······কোনো বিষয়ের প্রতি যথার্থ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া কোনো শ্রেণী তার শাসন চালাতে পারে না, এবং **ফলতঃ তার নিজের উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যার** সমাধান করতে পারে না।[৫৩]

দেখা যাচ্ছে, তথ্যগুলো খুবই সুস্পষ্ট: "সমগ্র জনগণের পার্টি"র প্রস্তাব তুলবার পেছনে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সিপিএস-ইউ'র সর্বহারা চরিত্র পুরোপুরি পাল্টে দেওয়া এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিকে সংশোধনবাদী পার্টিতে রূপান্তরিত করা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান কমিউনিষ্ট পার্টি এখন একটি সর্বহারা পার্টি থেকে বুর্জোয়া পার্টিতে এবং মার্কসবাদী পার্টি থেকে সংশোধনবাদী পার্টিতে অধঃপতিত হবার প্রচণ্ড বিপদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। লেনিন বলেছেন:

> যে পার্টি নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়, তার অস্তিত্বের প্রশ্নে বা যারা তাকে কবর দিতে চাইছে তাদের সংগে সমঝোতার প্রশ্নে সামান্যতম দোদুল্যমানতার পরিচয়ও তার দেওয়া চলতে পারে না।[৫৪]

বর্তমানে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান

---

৫৩ লেনিন: "ট্রেড ইউনিয়ন, বর্তমান পরিস্থিতি এবং ট্রট্স্কি ও বুখারিনের ভুল সম্পর্কে আরেকবার" / 'নির্বাচিত রচনাবলী': ইংরাজী/ইন্টার-ন্যাশনাল পাবলিশার্স: নিউইয়র্ক: ১৯৪৩/খণ্ড ৯: পৃঃ ৫৪ ও ৫৫

৫৪ লেনিন: "ভেরা জাসুলিচ কীভাবে দেউলিয়াবাদের মোকাবিলা করছেন"/'সংকলিত রচনাবলী: ইংরাজী/মস্কো: ১৯৬৩/খণ্ড ১৯: পৃঃ৪১৪

কমিউনিষ্ট পার্টির ব্যাপক সদস্যদেরকে ঠিক এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারই মুখোমুখি এনে দিয়েছে।

ক্রুশ্চভের ভূয়া সাম্যবাদ

সিপিএসইউ'র দ্বাবিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ ঘোষণা করেছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই সাম্যবাদী সমাজের ব্যাপক নির্মাণকার্যের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সে আরও বলেছে, "কুড়ি বছরের মধ্যে আমরা মূলতঃ একটি সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলবো।"[৫৫] এটা হচ্ছে পুরোপুরি একটা ভাঁওতা। ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র যখন সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে নিয়ে যাচ্ছে এবং সোভিয়েত জনগণ যখন সমাজতন্ত্রের ফল হারাবার প্রচণ্ড বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, তখন সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলবার কথা কীভাবে উঠতে পারে?

"সাম্যবাদ গঠন"-এর সাইনবোর্ড তুলে ধরার পেছনে ক্রুশ্চভের মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে তার সংশোধনবাদের আসল চেহারাটা ঢেকে রাখা। কিন্তু এই ফন্দির মুখোস খুলে দেওয়াটা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। একটা মাছের চোখের মণিকে যেমন মুক্তো বলে চালাতে দেওয়া চলতে পারে না, ঠিক তেমনি সংশোধনবাদকেও সাম্যবাদ বলে চালাতে দেওয়া চলতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসারে, সাম্যবাদী সমাজ হচ্ছে এমন একটা সমাজ, যেখানে শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণী-সংগ্রাম পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সমগ্র জনগণের রয়েছে কমিউনিষ্ট চেতনা ও নৈতিকতার উচ্চ মান এবং একই সংগে শ্রমের প্রতি অসীম উৎসাহ ও উৎসাহ, বিরাট প্রাচুর্য রয়েছে সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্যের, প্রযুক্ত হচ্ছে "প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুসারে থেকে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে"-র নীতি, এবং যেখানে রাষ্ট্র গেছে উবে। মার্কস বলেছিলেন:

> শ্রম-বিভাগের কাছে ব্যক্তির দাসত্বমূলক অধীনতার এবং তার সাথে সাথে মানসিক ও দৈহিক শ্রমের মধ্যে বিরোধের অবসানের পরে, শ্রম শুধু জীবনধারণের উপকরণ নয়—জীবনের প্রধান কাজে পরিণত

---

৫৫ ক্রুশ্চভ: 'সিপিএসইউ'র কর্মসূচী সক্রান্ত রিপোর্ট'/ দ্বাবিংশ কংগ্রেসে প্রদত্ত: অক্টোবর, ১৯৬১

হবার পরে, ব্যক্তির সর্বাত্মক বিকাশের সংগে সংগে উৎপাদিকা শক্তিরও বৃদ্ধি ঘটবার পরে, এবং সমবায়মূলক সম্পদের সমস্ত উৎসের ধারা অধিকতর প্রাচুর্যের সংগে প্রবাহিত হতে শুরু করার পরে—সাম্যবাদের উচ্চতর স্তরেই কেবল বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ গণ্ডি পুরোপুরি অতিক্রম করা সম্ভব হবে, এবং সমাজ তখন তার নিশানে খোদাই কোরে লিখে দেবেঃ প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুসারে থেকে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে![৫৬]

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব অনুসারে, সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে সর্বহারা একনায়কত্বকে উঁচুতে তুলে ধরার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সাম্যবাদ অভিমুখে সমাজের বিকাশকে সুনিশ্চিত করা। লেনিন বলেছিলেন, "সামনের দিকে, অর্থাৎ সাম্যবাদের দিকে, বিকাশ এগিয়ে চলে সর্বহারা একনায়কত্বের মধ্যে দিয়ে, এবং এ ছাড়া অন্যরকম হতে পারে না।"[৫৭] সর্বহারা একনায়কত্বকে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র বরবাদ কোরে দিয়েছে, এবং তার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পিছিয়ে যাচ্ছে—এগোচ্ছে না, পুঁজিবাদের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে—সাম্যবাদের দিকে এগোচ্ছে না।

সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া মানেই হচ্ছে সমস্ত শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রামের বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া। এমন কোনো সাম্যবাদী সমাজ, যেখানে শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে—শোষকশ্রেণীর প্রশ্ন তো উঠতেই পারে না, তার কথা ভাবাই যায় না। অথচ ক্রুশ্চভ মদৎ দিচ্ছে এক নয়া বুর্জোয়াশ্রেণীকে, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত করছে শোষণের রাজত্বকে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রেণী-বিভাজনকে ত্বরান্বিত কোরে তুলছে। পার্টি ও সরকারে এবং অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য বিভাগে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক সুবিধেভোগী বুর্জোয়াশ্রেণী। এর মধ্যে সাম্যবাদের ছিঁটেফোঁটাও কি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে?

সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণের উপর সমগ্র জনগণের মালিকানার একইরকম ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়া। সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদনের উপকরণের ওপর বিভিন্ন ধরণের মালিকানার সহ-অবস্থানের কথা ভাবাই যায় না। অথচ ক্রুশ্চভ এমন এক অবস্থা তৈরী

---

৫৬ মার্কস্ঃ "গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা"/ঐ/পৃঃ২৯১

৫৭ লেনিনঃ "রাষ্ট্র ও বিপ্লব"/ ঐ / পৃঃ ২৯১

করছে, যেখানে জনগণের মালিকানাধীন সংস্থাগুলি ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী সংস্থায় অধঃপতিত হচ্ছে। এর মধ্যেও কি সাম্যবাদের ছিঁটেফোটাও খুঁজে পাওয়া যাবে?

সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে সামাজিক উৎপন্নের এক বিরাট প্রাচুর্যের দিকে এবং "প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুসারে থেকে প্রত্যেকের প্রয়োজনঅনুসারে" -র নীতিতে পৌঁছোবার দিকে এগিয়ে যাওয়া। কোনো সাম্যবাদী সমাজে মুষ্টিমেয় লোকের সম্পদবৃদ্ধি ও ব্যাপক জনগণের দারিদ্র্য বৃদ্ধির কথা ভাবাই যায় না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে সোভিয়েত জনগণ অভূতপূর্ব গতিতে সামাজিক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের পাপ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন করছে। অসংখ্য দ্বন্দ্বের জালে প্রতিনিয়ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে ক্রুশ্চভ বারবার অর্থনৈতিক নীতিগুলি পাল্টে দিচ্ছে, প্রায়শঃই কথা দিয়ে কথা রাখছে না, এবং এভাবে সোভিয়েত জাতীয় অর্থনীতিতে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। ক্রুশ্চভ আসলে সংশোধনের অতীত এক অপচয়ী লোক। সে স্তালিনের সময়ে সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার নষ্ট কোরে ফেলেছে এলং সোভিয়েত জনগণের জীবনে প্রচণ্ড কষ্ট ডেকে এনেছে। সে "প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুসারে থেকে প্রত্যেকের শ্রম অনুসারে" র সমাজতান্ত্রিক বণ্টন নীতিকে বিকৃত ও লংঘন করেছে এবং মুষ্টিমেয় লোককে ব্যাপক সোভিয়েত জনগনের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করার সুযোগ কোরে দিয়েছে। ক্রুশ্চভের অনুসৃত পথ যে ক্রমশঃই সাম্যবাদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তা প্রমাণ করবার জন্য এ সব তথ্যই যথেষ্ট।

সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া মানেই হচ্ছে জনগণের কমিউনিষ্ট চেতনা বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়া। সাম্যবাদী সমাজে বুর্জোয়া ভাবধারার অবাধ প্রসারের কথা ভাবাই যায় না। অথচ ক্রুশ্চভ প্রচণ্ড উৎসাহে সোভিয়েত ইউনিয়নে বুর্জোয়া মতাদর্শকে আবার বাঁচিয়ে তুলছে এবং অবক্ষয়ী মার্কিণী সংস্কৃতির প্রচারক হিসেবে কাজ করছে। বৈষয়িক পুরস্কারের ওপর জোর দিয়ে সে সমস্ত মানবিক সম্পর্ককে টাকার সম্পর্কে পরিণত করছে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও স্বার্থপরতার বিকাশে উৎসাহ দিচ্ছে। তার জন্য দৈহিক শ্রম আবার ঘৃণার বিষয় বলে পরিগণিত হচ্ছে এবং অন্যের শ্রমের বিনিয়ে আনন্দ উপভোগ করাটা সম্মানের বিষয় হয়ে

দাঁড়িয়েছে। ক্রুশ্চভ কর্তৃক সৃষ্ট সামাজিক রীতি-নীতি ও আবহাওয়া সুনিশ্চিতভাবেই সাম্যবাদের থেকে দূরে—যতো দূরে সম্ভব—সরে গেছে। সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া মানেই হচ্ছে রাষ্ট্রের উবে যাওয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়া। সাম্যবাদী সমাজে জনগণকে দমন করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের অস্তিত্বের কথা ভাবাই যায় না। সর্বহারা একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্র আসলে আগের অর্থে আর রাষ্ট্রই থাকে না, কারণ তা তখন আর মুষ্টিমেয় শোষক কর্তৃক ব্যাপক সংখ্যা-গরিষ্ঠ জনগণকে দমন করাই যন্ত্র থাকে না, বরং তা হয়ে দাঁড়ায় খুবই মুষ্টিমেয় শোষকদের ওপর একনায়কত্ব প্রয়োগ করার যন্ত্র এবং ব্যাপক জনগণের মধ্যে তখন প্রযুক্ত হয় গণতন্ত্র। ক্রুশ্চভ সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার চরিত্র পাল্টে দিয়ে এবং সর্বহারা একনায়কত্বকে বরবাদ কোরে দিয়ে রাষ্ট্রকে আবার মুষ্টিমেয় বুর্জোয়া কর্তৃক ব্যাপক সোভিয়েত শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবিদের ওপর একনায়কত্ব প্রয়োগ করার যন্ত্রে রূপান্তরিত করছে। সে ক্রমাগতভাবে তার রাষ্ট্রযন্ত্রের একনায়কত্বকে জোরদার কোরে চলেছে এবং সোভিয়েত জনগণের ওপর তার নিপীড়নকে বেশি তীব্র কোরে তুলছে। বস্তুতঃ এমন অবস্থায় সাম্যবাদের বুলি আওড়ানো প্রচণ্ড ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই সবের সংগে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতিগুলির তুলনা করলেই ধরা পড়বে যে, প্রতিটি ব্যাপারেই ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমাজতন্ত্রের পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে পুঁজিবাদের পথে নিয়ে যাচ্ছে, এবং তার ফলশ্রুতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে "প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুসারে থেকে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে"-র সাম্যবাদী লক্ষ্যের অভি-মুখে নয় বরং তার থেকে দূরে, বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ক্রুশ্চভের সাম্যবাদের সাইনবোর্ড টাঙানোর ব্যাপারটাই খুব দুরভিসন্ধি-মূলক। সে এটাকে ব্যবহার করছে সোভিয়েত জনগণকে বোকা বানিয়ে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তার প্রচেষ্টাকে ঢেকে রাখার জন্য। সে এটাকে ব্যবহার করছে আন্তর্জাতিক সর্বহারা ও সমগ্র দুনিয়ার জনগণকে ঠকাবার জন্য এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য। সে এই সাইনবোর্ডের আড়ালে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতা বিসর্জন দিয়ে দুনিয়াকে ভাগাভাগি কোরে নেবার জন্য মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের অংশীদার হতে চাইছে। তাছাড়া সে চাইছে, ভ্রাতৃত্বমূলক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি

যেন তার স্বার্থ সিদ্ধ করে, তারা যেন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা না করে বা নিপীড়িত জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে সমর্থন না করে, তারা যেন তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়ে কার্যতঃ তার নির্ভরশীল দেশে ও উপনিবেশে পরিণত হয়। তা ছাড়াও ক্রুশ্চভচক্র চাইছে, সমস্ত নিপীড়িত জনগণ ও দেশগুলি যেন তার স্বার্থ সিদ্ধি করে এবং তাদের বিপ্লবী সংগ্রাম বরবাদ কোরে দেয়, তারা যেন তার দুনিয়াকে ভাগা-ভাগি কোরে নেবার মধুর স্বপ্নে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে, বরং উল্টে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের দাসত্ব ও নিপীড়নের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র বলছে, চীনারা "আমাদের পার্টি ও জনগণের সাম্যবাদ গড়ে তোলার অধিকার সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলার স্পর্ধা দেখাচ্ছে।"[৫৮] এটা হচ্ছে সোভিয়েত জনগণকে বোকা বানাবার এবং চীনা ও সোভিয়েত জনগণের বন্ধুত্বে ফাটল ধরাবার ঘৃণ্য চক্রান্ত। মহান সোভিয়েত জনগণ যে শেষ পর্যন্ত সাম্যবাদী সমাজে উপনীত হবেন, তাতে আমাদের কখনও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র সোভিয়েত জনগণের সমাজতান্ত্রিক ফলকেই ধ্বংস করছে এবং তাঁদের সাম্যবাদে পৌঁছাবার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এই অবস্থায় সোভিয়েত জনগণের সামনে যে সমস্যা এসে পড়েছে, সেটা সাম্যবাদ গড়ে তোলার নয়, বরং ক্রুশ্চভের পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকেই প্রতিহত ও বিধ্বস্ত করার। ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র আরও বলছে, "আমাদের পার্টি জনগণের জীবনকে আরও সুখী কোরে তোলাকে পার্টির লক্ষ্য হিসেবে স্থাপিত করার পর থেকেই সিপিসি এই ইংগিত দিচ্ছে যে, সোভিয়েত সমাজ 'বুর্জোয়া হয়ে যাচ্ছে', 'অধঃপাতে যাচ্ছে'।"[৫৯] ক্রুশ্চভ চক্র সম্পর্কে সোভিয়েত জনগণের অসন্তোষকে পথভ্রষ্ট করার এই ফন্দি যেমন নিন্দনীয় তেমনিই বোকামির পরিচায়ক। আমরা আন্তরিকভাবে সোভিয়েত জনগণের ক্রমবর্ধমান সুখী জীবন কামনা করি। কিন্তু "জনগণের মঙ্গলের জন্য দুশ্চিন্তা" এবং "প্রত্যেকে লোকের আরও সুখী জীবন" সম্পর্কে ক্রুশ্চভের বোলচাল পুরো-

---

৫৮ সুসলভঃ সিপিএসইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট/ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

৫৯ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত পার্টি সংগঠন ও সমস্ত কমিউনিষ্টদের কাছে সিপিএসইউ'র চিঠি/১৪ই জুলাই, ১৯৬৩

পুরি মিথ্যে ও বাগাড়ম্বর। কারণ, ক্রুশ্চভের হাতে পড়ে ব্যাপক সোভিয়েত জনগণের জীবন ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ক্রুশ্চভ চক্র "সুখী জীবন" চাইছে শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সুবিধেভোগী স্তরের লোকজন এবং পুরোনো ও নেতুান্ বুর্জোয়াদের জন্য। এরা সব সোভিয়েত জনগণের শ্রমিক ফলকে আত্মসাৎ কোরে বুর্জোয়া প্রভুদের মতো জীবনযাপন করছে। বস্তুতঃ তারা পুরোপুরিই বুর্জোয়ায় পরিণত হয়েছে।

ক্রুশ্চভের 'সাম্যবাদ' মর্মবস্তুর বিচারে বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রেরই রকমফের মাত্র। সে সাম্যবাদকে সমস্ত শ্রেণী ও শ্রেণী-বিভেদের সম্পূর্ণ অবসান হিসেবে দেখছে না, বরং দেখছে "সবার আয়ত্তের মধ্যে একটা খাবারের গামলা, যাতে দৈহিক ও মানসিক শ্রমের উৎপন্ন দ্রব্য উপচে পড়ছে" হিসেবে।[৬০] সে সাম্যবাদের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে সমগ্র মানবজাতির এবং সংগে সংগে তার নিজেরও মুক্তির জন্য সংগ্রাম হিসেবে দেখছে না, দেখছে "ভালো এক থালা পোলাওর" জন্য সংগ্রাম হিসেবে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ছিটেফোটাও তার মাথায় নেই, আছে কেবল বুর্জোয়া পণ্ডিত-মূর্খদের সমাজের একটা ছবি।

ক্রুশ্চভের 'সাম্যবাদ' তার আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে। মার্কিণী পুঁজিবাদের পরিচালনা পদ্ধতিব এবং বুর্জোয়া জীবনযাত্রার অনুকরণকে সে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। সে বলছে, সে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যকে "সর্বদাই উৎকৃষ্ট বলে ভাবে"। সে "তাদের সাফল্যে খুবই আনন্দিত, মাঝে মাঝে একটু ঈর্ষান্বিতও বটে"।[৬১] একজন মার্কিণী কৃষক রোজওয়েল গার্স্ট তার চিঠিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রচার করলেও সে তাকে প্রসংসার চোটে আকাশে তুলে দিয়েছে,[৬২] এবং তার বক্তব্যকেই সে গ্রহণ করেছে তার কৃষি-কর্মসূচী হিসেবে। সে শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুকরণ করতে চায়, এবং বিশেষ কোরে অনুকরণ করতে চায় মার্কিন পুঁজিবাদী সংস্থাগুলির মুনাফার লক্ষ্যকে।

---

৬০ ক্রুশ্চভ ঃ অস্ট্রীয়ার রেডিও ও টেলিভিসনে বক্তৃতা জুলাই ৭, ১৯৬০

৬১ ক্রুশ্চভ ঃ মার্কিণ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও সিনেট বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির সদস্যদের সংগে ইন্টারভিউ/সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৫৯

৬২ ক্রুশ্চভ ঃ সিপিএসইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে বক্তৃতা/ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪

মার্কিনী জীবনযাত্রার ধারা সম্পর্কে সে প্রশংসায় মুখর, তার মতে একচেটিয়া পুঁজির দাসত্ব ও শাসনেও সেখানকার লোকেদের "অবস্থা খারাপ নয়"।[৬৩] আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে 'সাম্যবাদ' গড়ে তুলবার আশা পোষণ করছে। তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও হাঙ্গেরি সফরের সময় একাধিকবার সে বলেছে, সে নাকি "স্বয়ং শয়তানের কাছ থেকেও ঋণ নিতে প্রস্তুত"।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বস্তুতঃ ক্রুশ্চভের 'সাম্যবাদ' হচ্ছে 'পোলাও-মার্কা সাম্যবাদ', 'মার্কিণী জীবনধারার সাম্যবাদ', 'শয়তানের কাছে ঋণ নেবার সাম্যবাদ'। কাজেই সে যে প্রায়শঃই পাশ্চাত্যের একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধিকে বলে—সোভিয়েত ইউনিয়নে 'সাম্যবাদ' প্রতিষ্ঠিত হলেই "আপনারা আমাদের আহ্বানের অপেক্ষা না রেখেই সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে যাবেন"[৬৪] —তাতে অবাক হবার কিছুই থাকে না।

অবশ্য এ ধরণের 'সাম্যবাদে' নোতুনত্ব কিছু নেই। এটা পুঁজিবাদেরই আরেকটি নাম। এটা বুর্জোয়াদের একটা মোড়ক, সাইনবোর্ড বা বিজ্ঞাপন মাত্র। মার্কসবাদের সাইনবোর্ড তুলে-ধরা প্রাচীন সংশোধনবাদী পার্টিদের ব্যঙ্গ কোরে লেনিন বলেছিলেন ঃ

> শ্রমিকদের মধ্যে যেখানেই মার্কসবাদের জনপ্রিয়তা আছে, সেখানেই এই রাজনৈতিক প্রবণতা, এই 'বুর্জোয়া শ্রমিক পার্টি' মার্কসের নামে শপথ করে। কোনো ব্যবসায়ী সংস্থাকে যেমন বিশেষ কোনো মোড়ক, সাইনবোর্ড বা বিজ্ঞাপন ব্যবহার করা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা যায় না, ঠিক তেমনি একেও এ ধরণের কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা যায় না।[৬৫]

কাজেই সাম্রাজ্যবাদ বা একচেটিয়া পুঁজি কেন ক্রুশ্চভের 'সাম্যবাদের' প্রশংসায় মুখর হচ্ছে, তা সহজেই বোঝা যায়। মার্কিণ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডীন রাস্ক বলেছে ঃ

> ...... ওই পোলাও ও দু'নম্বর ট্রাউজার বা ওই জাতীয় প্রশ্ন সোভিয়েত

---

৬৩ ক্রুশ্চভ ঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পিটাসবার্গে ব্যবসাদার ও রাজনৈতিক নেতাদের সংগে আলোচনা/সেপ্টেম্বর ২৪,১৯৫৯

৬৪ ক্রুশ্চভ ঃ ফরাসী সংসদ-সদস্যদের সংগে আলোচনার বক্তব্য/মার্চ ২৫,১৯৬০

৬৫ লেনিন ঃ "সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে ভাঙন"/'নির্বাচিত রচনাবলী'ঃ ইংরাজী/ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স ঃ নিউইয়র্ক ঃ ১৯৪৩/খণ্ড ১১ ঃ পৃঃ ৭৬১

ইউনিয়নে যতো বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে, আমার মতে বর্তমান অবস্থায় ততোই এক নরম মনোভাব প্রভাব বিস্তার করছে।৬৬

আর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডগলাস হিউম বলেছে ঃ

শ্রীযুক্ত ক্রুশ্চভ বলেছেন যে, রুশ-মার্কা সাম্যবাদ শিক্ষা ও পোলাওকেই প্রথম স্থান দিচ্ছে। এটা ভালো—পোলাও-মার্কা সাম্যবাদ যুদ্ধ-মার্কা সাম্যবাদের চেয়ে ভালো। মোটা ও স্বচ্ছল কমিউনিষ্টরা যে রোগা ও ক্ষুধার্ত কমিউনিষ্টদের চেয়ে ভালো, আমাদের এই অভিমতই এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, এবং সেজন্য আমি খুশি।৬৭

মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সম্পর্কে 'শান্তিপূর্ণ বিবর্তন'-এর যে নীতি অনুসরণ করছে, ক্রুশ্চভের সংশোধন-বাদ তাকেই পুরোপুরি সিদ্ধ করছে। জন ফষ্টার ডালেস বলেছিলো ঃ

......সোভিয়েত ইউনিয়নে অধিকতর উদারতাদের দিকে এগিয়ে-যাওয়া শক্তির প্রমাণ মিলছে, এবং এটা যদি চলতে থাকে, তবে তা সোভিয়েত ইউনিয়নে একটা মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে।৬৮

ডালেস-কথিত এই উদারতাবাদী শক্তিরা হচ্ছে পুঁজিবাদী শক্তি। ডালেস কর্তৃক আকাংখিত এই মৌলিক পরিবর্তন হচ্ছে সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে অধঃপতন। ডালেসের স্বপ্নের এই "মৌলিক পরিবর্তনকেই" রূপ দিচ্ছে ক্রুশ্চভ। সোভিয়েত ইউনিয়নে যাতে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য সাম্রাজ্য-বাদীরা কী তীব্র আকাংখাই না পোষণ করছে! কী উল্লসিতই না তারা হয়ে উঠছে!

আমরা সাম্রাজ্যবাদী মাতব্বরদের এতো খুশি না হবার জন্যই পরামর্শ দেবো। ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র তাদের যতো সেবাই করুক না কেন, কোনো কিছু সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। সংশোধন-বাদী শাসকচক্র সাম্রাজ্যবাদী শাসকচক্রের মতো একই রোগে আক্রান্ত। তারা দুনিয়ার জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ ব্যাপক জনগণের প্রতি প্রচণ্ড শত্রুতাভাবাপন্ন। কাজেই তারাও দুর্বল ও শক্তিহীন, কাগুজে বাঘ।

---

৬৬ ডিন রাস্ক ঃ বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন টেলিভিসনে সাক্ষাৎকার/ মে ১০, ১৯৬৪

৬৭ ডগলাস হিউম ঃ ইংল্যাণ্ডের নরউইচে বক্তৃতা/এপ্রিল ৬, ১৯৬৪

৬৮ ডালেস ঃ প্রেস-কনফারেন্স/মে ১৫, ১৯৫৬

সাঁতরে নদী পার হবার প্রচেষ্টা-রত মাটির বুদ্ধের মতো ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রও নিজেদের বাঁচাতে পারবে না। তাহলে তারা আর কী কোরে সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘজীবনের স্থনিশ্চিতি আনবে?

সর্বহারা একনায়কত্বের ঐতিহাসিক শিক্ষা

ক্রুশ্চভের সংশোধনবাদ আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে। আবার একই সংগে তা নেতিবাচক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও বিপ্লবী জনগণকে শিক্ষিত কোরে তুলেছে। মহান অক্টোবর বিপ্লব যদি সব দেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক অভিজ্ঞতা তুলে ধরে থাকে এবং সর্বহারার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পথ খুলে দিয়ে থাকে, তবে বলা যায়, ক্রুশ্চেভের সংশোধনবাদ তাঁদের কাছে তুলে ধরেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক অভিজ্ঞতা এবং তাদের সমর্থ করেছে সর্বহারা পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধঃপতন রোধ করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে।

ঐতিহাসিকভাবে সমস্ত বিপ্লবকেই পিছু হটতে এবং আঁকা-বাঁকা পথে যেতে ও মোড় ঘুরতে হয়েছে। লেনিন একবার প্রশ্ন করেছিলেন:

> '······কোনো জিনিষকে তার মর্মবস্তু দিয়ে বিচার করলে দীর্ঘদিন ধরে ও বার বার পিছু-হটা, ভুল ও প্রত্যাবর্তন ছাড়া কোনো নোতুন পদ্ধতি সংগে সংগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এমনটা কি ইতিহাসে কোনোদিন ঘটেছে?[৬৯]

১৮৭১ সালে প্যারী কমিউনের সর্বহারারা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য সর্বপ্রথম বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তার থেকে ধরলে আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের ইতিহাস হচ্ছে একশো বছরেরও কম। আর অক্টোবর বিপ্লব থেকে ধরলে তা প্রায় পঞ্চাশ বছরের। মানব-ইতিহাসের মহত্তম বিপ্লব সর্বহারা বিপ্লব পুঁজিবাদের বদলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে, ব্যক্তিগত মালিকানার জায়গায় জনগণের মালিকানাকে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং সমস্ত শোষণের পদ্ধতি ও শোষকশ্রেণীগুলিকে উৎখাত করে। কাজেই এটাই আরো বেশি স্বাভাবিক যে দুনিয়া কাঁপানো এই

---

৬৯ লেনিন: "একটি বিরাট সূচনা" / 'নির্বাচিত রচনাবলী': ইং / মস্কো ১৯৫২ / খণ্ড ২: পৃ: ২২৯

বিপ্লবকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও তীব্র-শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, এবং অতি অবশ্যই পিছু-হটা-সহ এক দীর্ঘ আঁকা-বাঁকা পথ তাকে পেরোতে হবে।

বুর্জোয়ারা সশস্ত্র কায়দায় সর্বহারা বিপ্লবকে পরাজিত করেছে, এরকম দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে—যেমন, প্যারী কমিউন, ১৯১৯ সালের হাঙ্গেরীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র। সাম্প্রতিক কালেও, ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীতে প্রতি-বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটেছে, যার ফলে সর্বহারার শাসন প্রায় উৎখাত হতে বসেছিলো। লোকে সহজেই পুঁজিবাদী পুনরভ্যুত্থানের এ ধরণের রূপ ধরতে পারে এবং এগুলির বিরুদ্ধে বেশি সতর্ক ও সাবধান থাকতে পারে।

কিন্তু পুঁজিবাদী পুনরভ্যুত্থানের অন্য একটি রূপ সম্পর্কে লোকে সহজে বুঝতে পারে না এবং প্রায়শঃই তার বিরুদ্ধে সতর্ক ও সাবধান থাকে না। ফলে এটা অনেক বড়ো বিপদ হিসেবে উপস্থিত হয়। পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বের অধঃপতনের ফলে সর্বহারা একনায়ত্বাধীন রাষ্ট্র সংশোধনবাদের বা 'শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের' পথ গ্রহণ করতে পারে। কয়েক বছর আগে টিটো সংশোধনবাদী চক্র সমাজতান্ত্রিক যুগোশ্লাভিয়াকে পুঁজিবাদী দেশে অধঃপতিত কোরে এ ধরণের শিক্ষা তুলে ধরেছে। কিন্তু শুধুমাত্র যুগোশ্লাভিয়ার দৃষ্টান্ত লোকের দৃষ্টিকে যথেষ্ট পরিমাণে জাগরিত কোরে তুলতে পারে নি। কেউ কেউ সম্ভবতঃ এটাকে শুধু একটা দুর্ঘটনা হিসেবেই দেখেছিলো।

কিন্তু এখন ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্র পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দখল করায়, মহান অক্টোবর বিপ্লবের দেশ এবং কয়েক দশকের সমাজতান্ত্রিক গঠনের ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমূহ বিপদ দেখা দিয়েছে। চীন-সহ সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষেই এবং চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি-সহ সমস্ত কমিউনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষেই এটা সতর্ক হবার বিষয়। অনিবার্যভাবেই এটা বিরাট মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং দুনিয়ার সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও বিপ্লবী জনগণকে গভীর চিন্তা করতে ও সতর্ক প্রহরা বাড়াতে বাধ্য করেছে।

ক্রুশ্চভের সংশোধনবাদের আবির্ভাব একটা খারাপ জিনিষ। আবার এটা ভালোও বটে। যেসব দেশ সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে, এবং যেসব দেশ ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হবে সেগুলিও, যদি ক্রুশ্চভ সংশো-ধনবাদী চক্র কর্তৃক প্রবর্তিত 'শান্তিপূর্ণ বিবর্তন'-এর শিক্ষাগুলিকে গভীর-

ভাবে অনুধাবন করে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তবে তারা এ ধরণের 'শান্তিপূর্ণ বিবর্তন'-কে রোধ করতে পারবে এবং শত্রুদের সশস্ত্র আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারবে। এবং এভাবে বিশ্ব-সর্বহারা বিপ্লবই আরও সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে।

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস তেতাল্লিশ বছরের! পার্টির দীর্ঘদিনের বিপ্লবী সংগ্রাম চলাকালীন আমাদের পার্টি দক্ষিণ ও 'বাম' এই দু'-ধরণের সুবিধেবাদী বিচ্যুতিকেই প্রতিহত করেছে এবং কমরেড মাও-সেতুঙের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চীনের বিপ্লব ও গঠনকাজের বাস্তব অনুশীলনের সংগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বজনীন সত্যের ঘনিষ্ঠ সমন্বয় ঘটিয়ে কমরেড মাও সেতুং চীনের জনগণকে বিজয় থেকে বিজয়ের পথে নেতৃত্ব দিয়েছেন। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমরেড মাও সেতুং সংশোধন-বাদকে প্রতিহত করার এবং পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে রোধ করার জন্য তত্বগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রে এবং তার সংগে সংগে বাস্তব কাজের ক্ষেত্রেও অব্যাহত ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার শিক্ষা দিয়েছেন। চীনা জনগণ দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, মহান এক বিপ্লবী ঐতিহ্য রয়েছে তাঁদের। চীনের গণমুক্তি ফৌজ মাওসেতুঙের চিন্তাধারায় সুশিক্ষিত এবং জনগণের সংগে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। চীনেব কমিউনিষ্ট পার্টির অসংখ্য কর্মী শুদ্ধিকরণ আন্দোলন ও তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত ও পরিশীলিত হয়ে উঠেছেন। এই সমস্ত কিছুই আমাদের দেশে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে খুবই কঠিন কোরে তুলেছে।

কিন্তু বাস্তব কিছু তথ্যের দিকে তাকানো থাক। আমাদের সমাজ কি সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ? না, অবশ্যই না। শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণী-সংগ্রাম এখনও বিরাজ করছে, ক্ষমতাচ্যুত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির পুনরভ্যু-থানের জন্য কার্যকলাপ এখনও চলছে, পুরোণো ও নোতুন বুর্জোয়া উপা-দানদের ফাটকাবাজী এখনও বজায় রয়েছে, এবং জোচ্চোর, ঘুষখোর ও অধঃপতিতদের উন্মত্ত চক্রান্ত এখনও রয়ে গেছে। কিছু কিছু প্রাথমিক সংগঠনে অধঃপতনের ঘটনাও ঘটেছে। তার চেয়েও বড়ো কথা, এই অধঃ-পতিতরা উচ্চতর নেতৃত্বকারী সংস্থাগুলিতে তাদের রক্ষাকর্তা ও এজেন্ট

পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এধরণের ঘটনার বিরুদ্ধে আমাদের প্রহরা একটুও শিথিল করলে চলবে না, বরং সম্পূর্ণভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পথের মধ্যে —পুনঃ-প্রতিষ্ঠাকামী পুঁজিবাদী শক্তি ও তার বিরোধী শক্তির মধ্যে—সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে পুঁজিবাদী দেশে রূপান্তর অবশ্যই অবশ্যম্ভাবী নয়। যতোদিন সঠিক নেতৃত্ব থাকবে এবং সমস্যা-গুলির সঠিক উপলব্ধি সম্ভব হবে, যতোদিন আমরা বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদে অবিচল থেকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবো এবং এক দীর্ঘস্থায়ী অব্যাহত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থারবো, ততোদিন আমরা অবশ্যই পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা রোধ করতে পারবো, এবং সমাজ-তান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী পথের মধ্যে সংগ্রাম সামাজিক অগ্রগতির এক পরিচালিকা শক্তি হয়ে উঠতে পারবো।

কী ভাবে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা রোধ করা সম্ভব হবে ? এই প্রশ্নে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক তত্ত্বের ভিত্তিতে চীনের সর্বহারা একনায়-কত্বের অভিজ্ঞাতার এবং অন্যান্য দেশের, প্রধানতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের, ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলির সার-সংকলন কোরে কমরেড মাও সেতুং এ-সম্পর্কিত তত্ত্ব ও কর্মনীতি গড়ে তুলছেন, এবং এভাবে একনায়কত্বের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত কোরে তুলেছেন।

এ প্রসংগে কমরেড মাও সেতুং কর্তৃক উপস্থাপিত তত্ত্ব ও কর্মনীতিগুলির মূল বিষয়গুলি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

প্রথমতঃ, সমাজতান্ত্রিক সমাজকে অনুধাবন করতে হলে বিপরীত সমূহের ঐক্যের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নিয়মকে প্রয়োগ কর দরকার। সমস্ত জিনিষের মধ্যেই দ্বন্দ্বের তত্ত্ব, অর্থাৎ বিপরীত সমূহের ঐক্যের তত্ত্ব হচ্ছে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের মৌলিক নিয়ম। প্রাকৃতিক জগৎ, মানব সমাজ বা মানুষের চিন্তা—সর্বত্রই এই নিয়ম কার্যকরী রয়েছে। কোনো দ্বন্দ্বের মধ্যেকার বিপরীতগুলি একই সংগে পরস্পরের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয় ও সংগ্রাম করে, এবং এর ফলে সেই জিনিষে গতি ও পরিবর্তন আসে। সমাজতান্ত্রিক সমাজও এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে দু'ধরণের

সামাজিক দ্বন্দ্ব বিরাজ করে, যথা ঃ জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং আমাদের সংগে শত্রুদের দ্বন্দ্ব। এই দু'ধরণের দ্বন্দ্ব মর্মবস্তুর বিচারে পুরোপুরি পৃথক, এগুলির সমাধানের পদ্ধতিও পৃথক। এগুলির সঠিক সমাধান সর্বহারা একনায়কত্বকে আরো বেশি সুসংহত এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজকে আরও শক্তিশালী ও বিকশিত কোরে তোলে। অনেকে বিপরীত সমূহের ঐক্যের নিয়মকে স্বীকার করলেও সমাজতান্ত্রিক সমাজের সমস্যাগুলি অনুধাবন ও সমাধান করার জন্য একে প্রয়োগ করতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজেও যে দ্বন্দ্ব আছে—শুধু আমাদের সংগে শত্রুদের দ্বন্দ্বই নয়, জনগণের মধ্যেও যে দ্বন্দ্ব আছে—তা তারা স্বীকার করতে চায় না। এই দু'ধরণের দ্বন্দ্বের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করতে হবে এবং কীভাবে এগুলির সঠিক সমাধান করতে হবে, তা তারা বোঝে না এবং তার ফলে সর্বহারা একনায়কত্বের সমস্যার সঠিক সমাধানও তারা করতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ সুদীর্ঘ এক ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে বিরাজ করে। এই সমাজে শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্ব বজায় থাকে, এবং সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদি পথের মধ্যে সংগ্রাম চলতেই থাকে। (উৎপাদরের উপকরণ সমূহের) সামাজিক মালিকানার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ফ্রণ্টে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিজে নিজেই যথেষ্ট নয় এবং তা সুসংহত হতে পারে না। রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতক্ষেত্রে ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্য প্রয়োজনীয়। এজন্য সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে লড়াইয়ে "কে জিতবে"—তা নির্ধারিত হতে অত্যন্ত সুদীর্ঘ সময় লাগে। কয়েক দশক সময়ই যথেষ্ট নয়, সাফল্য অর্জনের জন্য এক বা একাধিক শতাব্দীর দরকার হয়ে পড়ে। এই সময়ের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে কম সময়ের বদলে দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকাটাই ভালো। প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে, কাজটিকে সহজ না ভেবে কঠিন ভাবাটাই ভালো। এরকম ভাবাটাই বেশি সুবিধেজনক ও কম ক্ষতিকর হবে। কেউ এটা না বুঝলে বা এর গুরুত্ব না বুঝলে সেটা প্রচণ্ড ভুল হবে। পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা রোধ করতে হলে, সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বা সাম্যবাদে উত্তরণের অবস্থা তৈরী করতে হলে, সর্বহারা একনায়কত্ব বজায় রাখা এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার।

তৃতীয়তঃ, সর্বহারা একনায়কত্বের নেতৃত্ব দেয় শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমিক-কৃষক

মৈত্রীর ভিত্তিতে। এর মানে হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীসমূহ ও ব্যক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ও সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজের বিরোধী লোকদের ওপর শ্রমিক শ্রেণী ও তার নেতৃত্বাধীন জনগণ কর্তৃক একনায়কত্বের প্রয়োগ। কিন্তু জনগণের মধ্যে প্রযুক্ত হয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। আমাদের গণতন্ত্র হচ্ছে ব্যাপকতম গণতন্ত্র, কোনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই এটা সম্ভব নয়।

চতুর্থতঃ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজ, উভয় ক্ষেত্রেই গণ-লাইনে অবিচল থাকা, বলিষ্ঠভাবে জনগণকে জাগিয়ে তোলা এবং ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। "জনগণের থেকে জনগণের মধ্যে"—এই গণ-লাইন আমাদের পার্টির সমস্ত কাজের মৌলিক লাইন। ব্যাপক জনগণের ওপর, এবং সর্বোপরি ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক জনতার ওপর, দৃঢ়ভাবে নির্ভর করা দরকার। আমাদেরকে সমস্ত কাজে জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করার ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে এবং কখনই তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে চলবে না। মাতব্বরি করার বা অনুগ্রহ করার মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে। সুদীর্ঘ বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জনগণ কর্তৃক গড়ে-তোলা সম্পূর্ণ-ভাবে ও খোলা মনে মতামত প্রকাশেব পদ্ধতি এবং বিরাট বিতর্ক গড়ে তোলার পদ্ধতি হচ্ছে বিপ্লবী সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ রূপ। সংগ্রামের এই রূপ জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের এবং আমাদের সংগে শত্রুদের দ্বন্দ্বের সমাধানের ব্যাপারে জনগণের ওপরেই নির্ভর করে।

পঞ্চমতঃ, কার ওপর নির্ভর করতে হবে, কাকে কাছে টেনে নিতে হবে এবং কার বিরোধিতা করতে হবে—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজ, সব ব্যাপারেই এই প্রশ্নের সমাধান করা দরকার। সমাজতন্ত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে সর্বহারাশ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনীকে অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেষণ করতে হবে, দৃঢ়ভাবে সমাজতান্ত্রিক পথগ্রহণকারী প্রকৃত শক্তিগুলির ওপর নির্ভর করতে হবে, যেসব বন্ধুকে কাছে টানা যায় তাদের সবাইকে কাছে টানতে হবে এবং জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশ যে ব্যাপক জনগণ তাদের সংগে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। গ্রামাঞ্চলে কৃষির যৌথকরণ সমাপ্ত হবার পর, সর্বহারা একনায়কত্ব ও শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে সুসংহত কোরে তোলার জন্য গরীব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত কৃষকদের ওপর নির্ভর করতে হবে, স্বতঃস্ফূর্ত পুঁজিবাদী প্রবণতাগুলিকে বিধ্বস্ত করতে হবে এবং প্রতিনিয়ত সমাজতন্ত্রের অবস্থানকে জোরদার ও বিস্তৃত

কোরে যেতে হবে।

ষষ্ঠতঃ, শহর ও গ্রামগুলিতে বারবার ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। জনগণকে শিক্ষিত কোরে তোলার এই সব ক্রমাগত আন্দোলনে আমাদেরকে বিপ্লবী শ্রেণী-শক্তিগুলিকে সংগঠিত কোরে তুলতে, তাদের শ্রেণী-চেতনা বাড়িয়ে তুলতে, জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলির সমাধান করতে এবং যাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় তাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ কোরে তুলতে দক্ষ হতে হবে। জমিদার, ধনী কৃষক, প্রতিবিপ্লবী ও দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া, জোচ্চোর, ঘুষখোর ও অধঃপতিত সমাজতন্ত্র-বিরোধী পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী শক্তিগুলির সমাজতন্ত্র-বিরোধী আক্রমণগুলিকে বিধ্বস্ত করবার জন্য এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নোতুন মানুষে রূপান্তরিত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে এইসব আন্দোলনে সুতীব্র ও প্রত্যাঘাতের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

সপ্তমতঃ, সর্বহারা একনায়কত্বের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সক্রিয়ভাবে বিস্তৃত কোরে চলা। কৃষিকে ভিত্তি ও শিল্পকে প্রধান বিষয় হিসেবে নিয়ে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটাবার সাধারণ কর্মনীতির পরিচালনায় শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও জাতীয় প্রতিরক্ষাকে ধাপে ধাপে আধুনিক কোরে তোলা দরকার। উৎপাদন বৃদ্ধির সংগে ধীরে ধীরে ও ব্যাপকভাবে জনগণের জীবনযাত্রার মানকে উন্নীত কোরে তোলা দরকার।

অষ্টমতঃ, জনগণের মালিকানা ও যৌথ-মালিকানা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দু'টি রূপ। যৌথ মালিকানা থেকে জনগণের মালিকানায় রূপান্তর, দু'ধরণের মালিকানা থেকে জনগণের একই ধরণের মালিকানায় রূপান্তর একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া। যৌথ মালিকানার বিকাশ ঘটে নীচু থেকে উঁচু স্তরে এবং ক্ষুদ্রতর থেকে বৃহত্তর ব্যাপ্তিতে। চীনা জনগণ কর্তৃক সৃষ্ট গণ-কমিউন হচ্ছে এই রূপান্তরীকরণের সমস্যা সমাধানের একটি যথোপযুক্ত সাংগঠনিক রূপ।

নবমতঃ, "শত পুষ্প বিকশিত হোক এবং শত চিন্তা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামুক" —এই নীতি হচ্ছে শিল্পসৃষ্টির ও বিজ্ঞানের বিকাশে প্রেরণার এবং সমৃদ্ধ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার নীতি। শিক্ষাকে অবশ্যই সর্বহারা রাজনীতিকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং উৎপাদিকা শ্রমের সংগে যুক্ত হতে

হবে। দৈহিক শ্রমিকদের অবশ্যই একই সংগে বুদ্ধিজীবী এবং বুদ্ধিজীবীদের দৈহিক শ্রমিক হয়ে উঠতে হবে। বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, শিল্পসৃষ্টি ও শিক্ষার সংগে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বহারা মতাদর্শকে প্রাধান্য দেবার এবং বুর্জোয়া মতাদর্শকে ধ্বংস করার সংগ্রাম একটি দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম। সাংস্কৃতিক বিপ্লব, শ্রেণী-সংগ্রামের বিপ্লবী অনুশীলন, এবং উৎপাদন ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদের এমন এক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে, যারা হবে একই সংগে "লাল ও বিশেষজ্ঞ," অর্থাৎ রাজনৈতিক ভাবে সচেতন এবং কাজের ক্ষেত্রে যোগ্য।

দশমতঃ, যৌথ উৎপাদিকা শ্রমে কর্মীদের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা দরকার। আমাদের পার্টি ও রাষ্ট্রের কর্মীরা হচ্ছেন সাধারণ শ্রমিক, জনগণের কাঁধে চেপে বসা প্রভু নয়। যৌথ উৎপাদিকা শ্রমে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মীরা মেহনতী জনগণের সংগে ব্যাপক, চিরস্থায়ী ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য এটি হচ্ছে মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি প্রধান পদ্ধতি। এটা আমলাতন্ত্রকে হটাতে এবং সংশোধনবাদ ও গোঁড়ামিবাদ রোধ করতে সহায়তা করে।

একাদশতঃ, মুষ্টিমেয় লোকের জন্য উঁচু বেতনের ব্যবস্থা কখনই করা চলবে না। পার্টি, সরকার, শিল্প-সংস্থা ও গণ-কমিউনের কর্মচারীদের সংগে ব্যাপক জনগণের আয়ের ব্যবধান যুক্তিসংগতভাবে এবং ধীরে ধীরে কমাতে হবে, কখনই তা বাড়ানো চলবে না। কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার বা বিশেষ সুবিধে ভোগ কখনই চলতে দেওয়া হবে না।

দ্বাদশতঃ, কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণের সশস্ত্র বাহিনীকে সর্বদাই সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে এবং ব্যাপক জনগণের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই সর্বদা যোদ্ধা ও জনগণের এবং অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের ঐক্যের গৌরবময় ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে। অফিসারদের নিয়মিত বিরতিতে সাধারণ সৈনিক হিসেবে কাজ করার ব্যবস্থা রাখা দরকার। সামরিক গণতন্ত্র, রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অনুশীলন করা দরকার। সর্বোপরি, সারা দেশে মিলিশিয়া বাহিনীর গঠন ও শিক্ষাদান দরকার, যাতে প্রত্যেকেই যোদ্ধা হয়ে উঠতে পারে। বন্দুককে সর্বদাই থাকতে হবে পার্টি ও জনগণের নিয়ন্ত্রণে, কখনই তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামীদের তিহায়ার হতে দেওয়া চলবে না।

ত্রয়োদশতঃ, জনগণের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে অবশ্যই সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে এবং জনগণের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। সমাজতন্ত্রের ফল এবং জনগণের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে ব্যাপক জনগণ ও নিরাপত্ত সংস্থাগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করার কর্মনীতি কার্যকরী করতেই হবে, যাতে একটা পাজী লোকও ফাঁকি দিতে না পারে বা একজন ভালো লোকও শাস্তি না পায়। ধরতে পারলেই প্রতিবিপ্লবীদের দমন করতে হবে। ভুল ধরা পড়লেই শুধরে নিতে হবে।

চতুর্দশতঃ, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাকে উঁচুতে তুলে ধরতে হবে এবং বৃহৎ শক্তি-দাম্ভিকতা বা উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক শিবির হচ্ছে আন্তর্জাতিক সর্বহারা ও মেহনতী জনগণের সংগ্রামেরই ফলশ্রুতি। সমগ্র তুনিয়ার সর্বহারা ও মেহনতী জনতা এবং তার সংগে সংগে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণই এর মালিক। "তুনিয়ার মজতুর এক হও!" এবং "তুনিয়ার মজতুর এবং নিপীড়িত দেশগুলি এক হও!" —এই লড়াকু স্লোগানগুলিকে অবশ্যই আমাদের কার্যকরী করতে হবে, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার কমিউনিষ্ট-বিরোধী, জনগণ-বিরোধী এবং প্রতিবিপ্লবী কর্মনীতিগুলির দৃঢ় বিরোধিতা করতে হবে, এবং সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণী ও জাতির বিপ্লবী সংগ্রামকে সমর্থন করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে স্বাধীনতা ও পরিপূর্ণ সমতার এবং পারস্পরিক সমর্থন ও সাহায্যের সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার নীতির ভিত্তিতে। নিজের গঠনকাজের জন্য প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশকে মূলতঃ নিজের ওপরেই নির্ভর করতে হবে। কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ যদি বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে জাতীয় দাম্ভিকতার নীতির অনুসরণ করে এবং সাম্রাজ্যবাদের সংগে যোগসাজশে তুনিয়াকে ভাগাভাগি কোরে নেবার জন্য সাগ্রহে কাজ করে, তবে সে কাজ হয়ে দাঁড়ায় সর্বহারা আন্তর্জাতিকতা থেকে অধঃপতন এবং তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

পঞ্চদশতঃ, যতোদিন সর্বহারা একনায়কত্ব বজায় থাকবে, ততোদিন সর্বহারাশ্রেণীর অগ্রবাহিনী হিসেবে কমিউনিষ্ট পার্টিও অবশ্যই বজায় থাকবে। কমিউনিষ্ট পার্টি হচ্ছে সর্বহারা সংগঠনের উচ্চতম রূপ। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে দিয়েই সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্ত বিভাগে নেতৃত্ব দেবার জন্য অবশ্যই পার্টি-কমিটি গড়ে তুলতে হবে। সর্বহারা এক-

নায়কত্বের কালে, সর্বহারা পার্টিকে অবশ্যই সর্বহারাশ্রেণী ও ব্যাপক মেহনতী জনগণের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে ও বিকশিত কোরে তুলতে হবে, নিজের দেশের বাস্তব অবস্থার সংগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বজনীন সত্যের সমন্বয় ঘটাবার নীতির অনুসরণ কোরে যেতে হবে, এবং রংবেরঙের সংশোধনবাদ, গোঁড়ামিবাদ ও সুবিধেবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবিচল থাকতে হবে।

সর্বহারা একনায়কত্বের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে কমরেড মাও সেতুং বলেছেন ঃ

> শ্রেণী-সংগ্রাম, উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার তিনটি মহান বিপ্লবী আন্দোলন। এই তিনটি আন্দোলনই হচ্ছে কমিউনিষ্ট-দের আমলাতান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত হবার, সংশোধনবাদ ও গোঁড়ামি-বাদকে রোধ করবার এবং চিরকাল অজেয় হবার গ্যারান্টি ও ব্যাপক মেহনতী জনগণের সংগে সর্বহারাশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ হবার এবং গণ-তান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার গ্যারান্টি। এই আন্দোলনগুলির অনুপস্থিতিতে, জমিদার,ধনী কৃষক,প্রতিবিপ্লবী, খারাপ লোক ও দৈত্য-দানবদেরকে যদি গুটিগুটি বেরিয়ে আসতে দেওয়া হয়, এবং আমাদের কর্মীরা যদি এদিকে দৃষ্টি না রাখেন, বহুক্ষেত্রে তাঁরা যদি শত্রুদের সংগে আমাদের পার্থক্য করতে না পারেন, এমনকি তাঁরা যদি শত্রুদের সংগে সহযোগিতা করেন এবং তাদের দ্বারা দুর্নীতিগ্রস্ত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, এভাবে তাঁদেরকে যদি শত্রু-শিবিরে টেনে নেওয়া হয় বা শত্রুরা যদি আমাদের মধ্যে গোপনে ঢুকে পড়তে পারে এবং আমাদের শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবিদের অনেকে শত্রুর নরম বা কঠোর কৌশলের সামনে যদি অসহায় হয়ে পড়েন—তবে অনিবার্য-ভাবেই দেশব্যাপী প্রতিবিপ্লবী ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হতে বেশী সময় লাগবে না—সম্ভবতঃ মাত্র কয়েক বছর ব এক দশক, বা খুব বেশী হলে কয়েক দশক লাগবে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি সংশোধনবাদী বা ফ্যাসিষ্ট পার্টিতে পরিণত হবে, এবং সমগ্র চীনেরই রংই যাবে পাল্টে।[৭০]

৭০ মাওসেতুং ঃ "দৈহিক শ্রমে কর্মীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত চেকিয়াং প্রদেশের সাতটি চমৎকার দলিল সম্পর্কে মন্তব্য"/মে ৯, ১৯৬৩।

কমরেড মাওসেতুং দেখিয়েছেন, আমাদের পার্টি ও দেশের রং না পাল্টাবার গ্যারান্টি সৃষ্টি করবার জন্য আমাদের শুধু সঠিক লাইন ও সঠিক কর্মনীতি থাকলেই চলবে না, উপরন্তু আমাদের শিক্ষিত কোরে তুলতে ও গড়ে তুলতে হবে লক্ষ লক্ষ উত্তরাধিকারীদের, যারা সর্বহারা বিপ্লবের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

শেষ বিচারে, সর্বহারার বিপ্লবী আদর্শের জন্য উত্তরাধিকারীদের শিক্ষিত কোরে তোলার প্রশ্নটি হচ্ছেঃ সর্বহারা বিপ্লবীদের প্রবীনতর প্রজন্ম কর্তৃক সূচিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কেউ থাকবে কি থাকবে না, সর্বহারা বিপ্লবীদের হাতে পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব থাকবে কি থাকবে না, এবং আমাদের বংশধররা মার্কসবাদ-লেনিন-বাদ কর্তৃক নির্দেশিত সঠিক পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে কি পারবে না— অর্থাৎ অন্য কথায়, আমরা চীনে ক্রুশ্চভের সংশোধনবাদের আবির্ভাবকে সাফল্যের সংগে প্রতিরোধ করতে পারবো কি পারবো না। এক কথায় এটা একটা প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আমাদের পার্টি ও দেশের পক্ষে একটা জীবন-মরণ প্রশ্ন। এটা সর্বহারা বিপ্লবের পক্ষে একটা মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—একশো, হাজার বা দশ হাজার বছরের জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে সংঘটিত পরিবর্তনের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদী ভবিষ্যৎবক্তারা চীনের পার্টির তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজন্মের ওপর তাদের আকাংখিত 'শান্তিপূর্ণ বিবর্তন'-এর জন্য ভরসা করছে। এইসব সাম্রাজ্যবাদী ভবিষ্যৎবাণীকে আমাদের চূর্ণবিচূর্ণ কোরে দিতেই হবে। সর্বোচ্চ সংগঠন থেকে শুরু কোরে নিম্নতম সংগঠন পর্যন্ত সর্বত্রই বিপ্লবী আদর্শের উত্তরাধিকারীদের শিক্ষা দেবার ও গড়ে তুলবার ব্যাপারে আমাদের প্রতিনিয়ত দৃষ্টি দিয়ে যেতে হবে।

সর্বহারার বিপ্লবী আদর্শের যোগ্য উত্তরাধিকারী হবার জন্য কী কী বিষয় আবশ্যক ?

তাদেরকে অবশ্যই প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হতে হবে, ক্রুশ্চভের মতো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আবরণে ঢাকা সংশোধনবাদী হলে চলবে না।

তাদেরকে অবশ্যই চীন ও সমগ্র দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সেবায় সর্বান্তঃকরণে নিয়োজিত বিপ্লবী হতে হবে, ক্রুশ্চভের মতো একই সংগে নিজের দেশের সুবিধেভোগী বুর্জোয়া স্তরের এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার সেবায় নিয়োজিত হলে চলবে না।

তাদেরকে অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং তাদের সংগে কাজ করতে সমর্থ সর্বহারা দেশনেতা হতে হবে। তাদের সঙ্গে যারা ঐক্যমত শুধু তাদের সংগে ঐক্যবদ্ধ হলেই চলবে না, যারা তাদের সংগে ঐক্যমত নয়, এবং এমনকি যারা অতীতে তাদের বিরোধিতা করেছে ও তাদের ভুল ধরা পড়েছে, তাদের সংগেও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কিন্তু তাদের ক্রুশ্চভ ধরণের আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ও চক্রান্তকারীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, এবং পার্টি ও সরকারের যে কোনো স্তরেই এসব বাজে লোকদের নেতৃত্ব দখল করাকে রোধ করতে হবে।

তাদেরকে অবশ্যই পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা প্রয়োগের ব্যাপারে আদর্শ হয়ে উঠতে হবে, "জনগণের থেকে জনগণের কাছে"-র নীতির ভিত্তিতে নেতৃত্বের পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে, কাজের গণতান্ত্রিক ধারা গড়ে তুলতে হবে এবং জনগণের কথা শুনতে দক্ষ হতে হবে। ক্রুশ্চভের মতে স্বৈরাচারী হয়ে তাদের পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা লংঘন করা চলবে না; কমরেডদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালালে চলবে না, বা ইচ্ছেমতো ও একনায়কের মতো কাজ করলে চলবে না।

তাদেরকে অবশ্যই বিজয়ী ও দূরদর্শী হতে হবে এবং ঔদ্ধত্য ও অধৈর্যপনার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই আত্ম-সমালোচনার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং তাদের কাজের ভুল বা দুর্বলতাগুলি শুধরে নেবার সাহস রাখতে হবে। ক্রুশ্চভের মতো তাদের সমস্ত ভুল ঢেকে রাখলে চলবে না, এবং নিজেরা সমস্ত কৃতিত্ব নিয়ে অন্যদের ঘাড়ে দোষ চাপালে চলবে না।

সর্বহারার বিপ্লবী আদর্শের উত্তরাধিকারীরা এগিয়ে আসেন গণ-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এবং পরিশীলিত হন বিপ্লবের বিরাট বিরাট ঝড়ের মধ্যে দিয়ে। গণ-সংগ্রামের দীর্ঘ পথে কর্মীদের পরীক্ষা করতে ও জানতে হবে, এবং খুঁজে বের করতে ও শিক্ষিত কোরে তুলতে হবে।

কমরেড মাও সেতুং কর্তৃক উপস্থাপিত ওপরের নীতিগুলি হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল বিকাশ, তার তত্ত্বগত অস্ত্রশালায় নোতুন সংযোজিত হাতিয়ার, পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা রোধ করবার জন্য যা আমাদের কাছে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতিগুলি অনুসরণ করলে আমরা সর্বহারা একনায়কত্বকে সুসংহত কোরে তুলতে পারবো, আমাদের পার্টি ও দেশ যে

কোনো দিন রং পাল্টাবে না তার নিশ্চিতি সৃষ্টি করতে পারবো, সাফল্যের সংগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো, সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের উৎখাত করার জন্য সমস্ত জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে সাহায্য করতে পারবো, এবং সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে ভবিষ্যৎ রূপান্তরের গ্যারান্টি সৃষ্টি করতে পারবো।

* * *

যে কোনো 'গণ্ডগোলের' প্রতি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসেবে আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের আবির্ভাব সম্পর্কেও আমাদের সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি—প্রথমতঃ, আমরা এর বিরোধী; দ্বিতীয়তঃ, আমরা একে ভয় করি না।

আমরা এটা চাই নি, আমরা এর বিরোধিতা করছি। কিন্তু ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের ইতিমধ্যেই আবির্ভাব ঘটে গেছে বলে আবার আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই, ঘাবড়াবারও কিছু নেই। পৃথিবী ঘুরতেই থাকবে, ইতিহাসও এগিয়ে চলবে, দুনিয়ার জনগণ যথারীতি বিপ্লব করবেন, এবং সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের দালালেরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।

মহান সোভিয়েত জনগণের ঐতিহাসিক অবদান চিরকালই গৌরবময় হয়ে থাকবে—ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের বিশ্বাসঘাতকতাও তাকে কলংকিত করতে পারবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী এবং কমিউনিষ্টরা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত তাঁদের পথের সব বাধা দূরে সরিয়ে দিয়ে সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে যাবেন।

সোভিয়েত জনগণ, সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণ এবং দুনিয়ার বিপ্লবী জনগণ অতি অবশ্যই ক্রুশ্চভ সংশোধনবাদী চক্রের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন। ক্রুশ্চভের সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন বিকাশলাভ করেছে এবং ক্রমশঃই তা আগের চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সর্বদাই সর্বহারা বিপ্লবের আদর্শের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিপ্লবী আশাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ কোরে থাকেন। আমরা দৃঢ় নিশ্চিত যে, সর্বহারা একনায়কত্ব, সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উজ্জ্বল আলো সোভিয়েত ভূখণ্ডের ওপর দীপ্যমান থাকবে। সর্বহারারা অতি অবশ্যই সমগ্র দুনিয়ায় বিজয় অর্জন করবে এবং সাম্যবাদ অতি অবশ্যই দুনিয়ার বুকে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে॥

★ অনীক প্রত্যেক ইংরাজী মাসের পয়লা তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার দাম ঃ ১·৩০ টাকা।

★ **লেখকদের প্রতি ॥** অনীক শিল্প-সাহিত্যকে জনগণের শ্রেণী-সংগ্রামের হাতিয়ার মনে করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে গুণগত মানের বিচারেই সমস্ত লেখা নির্বাচিত হয়। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পেতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট অবশ্যই পাঠাতে হবে। লেখা পাঠাতে হবে কাগজের একদিকে লিখে। কোনো লেখা মনোনীত হোক বা না হোক, প্রতিটি ক্ষেত্রেই লেখকদের চিঠি দিয়ে মতামত জানানো হয়। কাজের চাপে উত্তর দিতে দেরী হলেও, লেখকদের অধৈর্য হবার কারণ নেই।

★ **গ্রাহকদের প্রতি ॥** গ্রাহক চাঁদা ঃ বার্ষিক ১৫ টাকা এবং ষান্মাসিক ৮ টাকা। টাকা পাঠালেই গ্রাহক তালিকাভুক্ত কোরে নেওয়া হয় এবং নিয়মিত পত্রিকা পাঠানো হয়।

★ **পাঠক ও সমালোচকদের প্রতি ॥** পাঠক ও সমালোচকদের মতামত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনীকে প্রকাশিত যে কোনো বক্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষে উপযুক্ত যুক্তি ও তথ্যসহ মতামত পাঠিয়ে অনীকের মান উন্নত করতে সাহায্য করুন ॥

★ **এজেণ্ট ও বিক্রেতাদের প্রতি ॥** এজেন্সি নিতে হলে ৫ টাকা অবশ্যই জমা রাখতে হবে এবং অন্ততঃ ৫ কপি নিতে হবে। এজেন্টদের ২৫% কমিশন দেওয়া হয়। যারা প্রতি সংখ্যা ১৫ কপি বা তার বেশি নেবেন, তাদেরকে ভি. পি.-তে পত্রিকা পাঠানো হবে। যারা তার কম নেবেন, পর পর দু'সংখ্যা তাদের বুকপোষ্টে পত্রিকা পাঠানো হবে, এবং সেগুলির দাম পরিশোধ করা না হলে তৃতীয় সংখ্যাটি ভি. পি.-তে পাঠানো হবে। ডাকখরচ আমরাই বহন করবো।

অনীক ● ১, কুলদা রায় লেন ● পোঃ খাগড়া ● মুর্শিদাবাদ জেলা